

ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ অনুযায়ী ০১/৭/২০১৭ইং হইতে ৩০/৬/২০১৮ইং পর্যন্ত অনুমোদিত ইজারার বিবরণ

ক্রমিক নং	সড়ক বিভাগের নাম	সড়কের নাম	অনুমোদিত জমির পরিমাণ (শতাংশ)	ইজারা ফির পরিমাণ (টাকা)	অনুমোদনের প্রকৃতি	ইজারা অনুমোদনে তারিখ	অনুমোদনকারী	ইজারার মেয়াদকাল (বছর)	ইজারা গ্রহণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ
১	পাবনা সড়ক বিভাগ	পাবনা শহর সড়ক (এন-৬০৪) ১মকিঃমিঃ	০.৭০	৫৮,৯০০.২০	আবাসিক প্রবেশ পথ	16-Nov-17	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	মোঃ আবুল হাসনাত	
২	মৌলভীবাজার সড়ক বিভাগ	মিরপুর-শ্রীমঙ্গল-মৌলভীবাজার-শেরপুর সড়ক	৬.১২	৩৫,২৫১.২০	আবাসিক প্রবেশ পথ	24-Oct-17	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	
৩	পাবনা সড়ক বিভাগ	ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দাশুরিয়া (লালনশাহ পাকশী সেতু)	৯.১৩	৫৬৭,৭৯৪.৬৯	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	10-Jun-18	সিনিয়র সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	মের্সাস নাস্ট্রিম ফিলিং স্টেশন	
৪	মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগ	নবীনগর-ডিইপিজেড-কালিয়াকৈর জাতীয় মহাসড়ক	১৩.৮১	৫,৫৯২,১৭৯.৯৮	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	26-Oct-17	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো কোম্পানী লিঃ	
৫	টাঙ্গাইল সড়ক বিভাগ	এলেঙ্গা-ভূয়াপুর-চরগাবাসাড়া সড়ক	১.৬৫	২০৩,৬৫৬.৪৬	আবাসিক প্রবেশ পথ	8-Nov-17	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	মোঃ সাহজাদ হোসেন	
৬	নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সংযোগ সড়ক	৩.৪০	১,৯২৭,৭১৮.৪০	আবাসিক প্রবেশ পথ	8-Nov-17	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	জনাব মোঃ আবদুল হান্নান	
৭	হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগ	ঢাকা(কাঁপুর)-তৈরব-জগদীশপুর- শায়েস্তাগঞ্জ-শেরপুর-সিলেট-তামাবিল- জাফলং মহাসড়ক	৩.৫৮	১২৮,০৭৮.০৫	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	12-Nov-17	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	বাংলাদেশ ডবল গ্রাসড লিঃ	
৮	ঠাকুরগাঁও সড়ক বিভাগ	ঢাকা(মিরপুর)-উখুলী-পাটুরিয়া- নটাখোলা-কাশিনাথপুর জাতীয় মহাসড়ক	৮.০০	১১৬,৫২৪.৮০	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	28-Nov-17	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	মের্সাস তিয়াশ তিমু ফিলিং স্টেশন	
৯	নাটোর সড়ক বিভাগ	কাশিনাথপুর-দাশুরিয়া-নাটোর-রাজশাহী মহাসড়ক	৮.৯৫	৮,০৫৪.৯৯	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	29-Nov-17	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	
১০	খুলনা সড়ক বিভাগ	দৌলতদিয়া-ফরিদপুর- (গোয়ালচামট)মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর- খুলনা-মোংলা (দ্বিরাঙ্গ) মহাসড়ক	৩.৬৭	৩০৯,০০২.২৬	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	3-Dec-17	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	তাপস কুমার সাহা	
১১	নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সংযোগ সড়ক	৩.৪০	১,৯২৭,৭১৮.৪০	আবাসিক প্রবেশ পথ	7-Dec-17	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	জনাব মোঃ হারুন অর রশীদ	
১২	খুলনা সড়ক বিভাগ	দৌলতদিয়া-ফরিদপুর- (গোয়ালচামট)মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর- খুলনা-মোংলা (দ্বিরাঙ্গ) মহাসড়ক	৪.৫০	৫২৬,০৬৮.০০	আবাসিক প্রবেশ পথ	7-Dec-17	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	আলেয়া বেগম	

১৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক বিভাগ	সরাইল-নাসিরনগর-লাখাই সড়ক	৭.৪৯	১৩৬,৬৫৩.৫৪	আবাসিক প্রবেশ পথ	11-Dec-17	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	জনাবা শাহিদা আলম
১৪	নাটোর সড়ক বিভাগ	কাশিনাথপুর-দাওরিয়া-নাটোর-রাজশাহী মহাসড়ক	৫.০২	৭৮৪,৬০৪.৩০	আবাসিক প্রবেশ পথ	11-Dec-17	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	আমলা রানী পাল
১৫	জয়পুরহাট সড়ক বিভাগ	জয়পুরহাট-ক্ষেতলাল মহাসড়ক	৪.১২	৩৫২.৩৮৬.০৬	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	19-Dec-17	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	মেসার্স বারী অটো রাইস মিল
১৬	পাবনা সড়ক বিভাগ	কাশিনাথপুর-দাওরিয়া-নাটোর-রাজশাহী মহাসড়ক	৮.৯০	৩৫১,০১৪.২০	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	19-Dec-17	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	পিএস ফিলিং স্টেশন
১৭	পাবনা সড়ক বিভাগ	বিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দাওরিয়া মহাসড়ক	২.৪০	২০৯,৬৭৯.৮৪	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	19-Dec-17	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	মেসার্স দেওয়ান ফিলিং স্টেশন
১৮	গোপালগঞ্জ সড়ক বিভাগ	গৌরনদী-আগেলঝরা-পয়সারহাট-কোটালপিাড়া জেলা মহাসড়ক	১১.৩৯	৩২৪,৩৪১.৬৪	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	19-Dec-17	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	মেসার্স মাহিয়া ফিলিং স্টেশন
১৯	কুমিল্লা সড়ক বিভাগ	ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক	১.৮৩	২৪৪,৪৪৭.৭২	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	19-Dec-17	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	জনাব মোঃ আব্দুল মতিন ভূঞা
২০	ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগ	জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক	১.৪৯	১৯৪,৩১৬.২৬	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	19-Dec-17	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	সি পি বাংলাদেশ কোং লিঃ
২১	কুমিল্লা সড়ক বিভাগ	কুমিল্লা(ময়নামতি)-ব্রাহ্মণবাড়িয়া(সরাইল) মহাসড়ক	১০.২৬	১৬৫,২৫২.০০	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	19-Dec-17	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	মেসার্স ডিপি ট্রেডিং ফিলিং স্টেশন
২২	নড়াইল সড়ক বিভাগ	ভাটিয়াপাড়া-কালনা-লোহাগড়া-নড়াইল-যশোর জাতীয় মহাসড়ক	৬.৩৯	১৪৩,২৮০.৪০	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	19-Dec-17	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	মেসার্স আলম ফিলিং স্টেশন
২৩	সিরাজগঞ্জ সড়ক বিভাগ	ঢাকা(মিরপুর)-উখুলী-পাটুরিয়া-নটাখোলা-কাশিনাথপুর জাতীয় মহাসড়ক	১৫৮.০০	৪৭৪,০০০.০০	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	19-Dec-17	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	ট্যাংকলরী টার্মিনাল
২৪	মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগ	ঢাকা(মিরপুর)-উখুলী-পাটুরিয়া-নটাখোলা-কাশিনাথপুর জাতীয় মহাসড়ক	৪.৫৫	৪৭৮,৬৮৬.৬৭	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	27-Dec-17	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	এডভান্স এটওয়্যার লিঃ
২৫	খুলনা সড়ক বিভাগ	খুলনা বাইপাস সড়ক (রূপসা ব্রিজ এ্যাপ্রোচ অংশ) জাতীয় মহাসড়ক	২৭.৪০	৩৬১,৩১২.০০	আবাসিক প্রবেশ পথ	28-Dec-17	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	জনাব মোঃ ফোরকান আলী সরদার
২৬	কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগ	ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক	৩৩.২৬	৯৭৮,২৯৬.৮৬	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	3-Jan-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	ঢাকা টেক্সটাইল লিঃ
২৭	সিলেট সড়ক বিভাগ	রশিদপুর-বিখনাথ-রামপাশা-লামাকাজী সড়ক	৪.৯৫	১৮,৪৬৬.২৭	আবাসিক প্রবেশ পথ	4-Jan-18	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	মোছাঃ হেলেনা আক্তার খান
২৮	পাবনা সড়ক বিভাগ	কাশিনাথপুর-দাওরিয়া-নাটোর-রাজশাহী মহাসড়ক	৫.৭৪	৩৭১,৭৭৬.৩৪	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	9-Jan-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	এভার নাইস ফিলিং স্টেশন

২৯	গাজীপুর সড়ক বিভাগ	জয়দেবপুর-মাওলা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক	৩.০৯	১,৯৪৫,৪৩৩.৫২	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	9-Jan-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	এনএজেড বাংলাদেশ লিঃ
৩০	হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগ	ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক	১.০৮	২৩২,০৪৭.২৬	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	15-Jan-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	তাহরীদ কটন মিলস লিঃ
৩১	শেরপুর সড়ক বিভাগ	শেরপুর-নকলা-ফুলফুল মহাসড়ক	২.৯৪	১,৩১৩,০০৩.৪৩	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	15-Jan-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	মের্সাস তাজ সিএনজি ফিলিং স্টেশন
৩২	বাগেরহাট সড়ক বিভাগ	সাইনবোর্ড-মোড়লগঞ্জ-রায়েন্দা-শরনখোলা-বগী মহাসড়ক	১.৬০	১৮১,৪০৬.২১	আবাসিক প্রবেশ পথ	23-Jan-18	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	জনাব মোঃ সোলায়মান হাওলাদার
৩৩	বরিশাল সড়ক বিভাগ	বরিশাল-ভূরঘাট মহাসড়ক	২.০১	৯৮,৬৪১.১৫	আবাসিক প্রবেশ পথ	23-Jan-18	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	জনাব মোঃ আবদুস ছালাম
৩৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক বিভাগ	কোম্পানীগঞ্জ-নবীনগর সড়ক	৮.৫১	৬০৩,২৬৭.৭৬	আবাসিক প্রবেশ পথ	23-Jan-18	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	জনাব মোঃ বেলাল উদ্দিন
৩৫	নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সংযোগ সড়ক	৯.০০	৬,৩৮৮,৫৫৫.০০	আবাসিক প্রবেশ পথ	25-Jan-18	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	জনাব মোঃ মুরুল আমিন, পক্ষে বৃহত্তর নোয়াখালী পেপার মার্চেন্টস বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
৩৬	বগুড়া সড়ক বিভাগ	বগুড়া-নওগাঁ-মহাদেবপুর-পত্নীতলা-ধামুরহাট-জয়পুরহাট আঞ্চলিক মহাসড়ক	১.০৭	২,১৫৭.১২	আবাসিক প্রবেশ পথ	25-Jan-18	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	১) মোঃ আলমগীর হোসেন, ২) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
৩৭	মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগ	নবীনগর-ডিইপিজেড-কালিয়াকৈর জাতীয় মহাসড়ক	৯.২৯	৪,৬৭৯,৮৮৫.৮১	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	1-Feb-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	নন্দন পার্ক লিঃ
৩৮	জামালপুর সড়ক বিভাগ	জয়দেবপুর-টানাইল-জামালপুর মহাসড়ক	৬.৩৭	৯৩,৪৪৭.৯১	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	1-Feb-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	মের্সাস মুমু মিথি ফিলিং স্টেশন
৩৯	নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ	ঢাকা (যাত্রাবাড়ি)-কুমিল্লা-(ময়নামতি)-চট্টগ্রাম-টেশনাফ জাতীয় মহাসড়ক	১১.১৬	৪,০৯০,৪৯৯.৩৫	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	7-Feb-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	এসিএস টেক্সটাইলস (বাংলাদেশ) লিঃ
৪০	মৌলভীবাজার সড়ক বিভাগ	মৌলভীবাজার-রাজনগর-ফেঞ্চুগঞ্জ-সিলেট মহাসড়ক	১৪.৯৪	৯০৪,০০১.৪৭	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	7-Feb-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	ডেল্টা সিএনজি ফিলিং স্টেশন
৪১	নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সংযোগ সড়ক	২.৪০	৮৭১,৩৩১.৩৩	আবাসিক প্রবেশ পথ	15-Feb-18	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	জনাব মোঃ ইফতেখাইকুল ইসলাম
৪২	গোপালগঞ্জ সড়ক বিভাগ	ভাঙ্গা-ভাটিয়াপাড়া-মোল্লাহাট জাতীয় মহাসড়ক	১৬.৮৯	১,৩৮৪,৭৫০.৩২	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	15-Feb-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	মের্সাস এস এস ফিলিং স্টেশন
৪৩	সাতক্ষীরা সড়ক বিভাগ	কালীগঞ্জ-শ্যামনগর-ভেটখালী মহাসড়ক	১১.২২	৪৪১,২০২.৭৮	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	19-Feb-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	ফরিদ নাইন ষ্টার এগ্জো ফুডস (বিডি) লিঃ

৪৪	মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগ	ঢাকা(মিরপুর)-উখুলী-পাটুরিয়া-নটোখোলা-কাশিনাথপুর জাতীয় মহাসড়ক	৯.২৭	১,৪৬০,০২৫.০০	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	19-Feb-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	এশিয়ান কনজুমার কেয়ার লিঃ
৪৫	মাদারীপুর সড়ক বিভাগ	মাদারীপুর(মোক্তফাপুর)-শরীয়তপুর মহাসড়ক	১১.১৩	৯৮,৮২৭.৭৩	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	19-Feb-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	সার্বিক ফিলিং স্টেশন
৪৬	বাগেরহাট সড়ক বিভাগ	দৌলতদিয়া-ফরিদপুর-(গোয়ালচামট)মাগুরা-খিনাদহ-যশোর-খুলনা-মোংলা (দ্বিরাঙ্গ) মহাসড়ক	২৭.৪৪	৮৩৯,৮৬১.৫৬	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	19-Feb-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	ডেলটা এলপিজি লিঃ
৪৭	নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক	১০.২৮	২,৩৭৫,০১৬.০০	আবাসিক প্রবেশ পথ	28-Feb-18	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	জনাব আব্দুল কাদের
৪৮	বাগেরহাট সড়ক বিভাগ	নওয়াপাড়া-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক	৩.৩৯	৪৬,৮৪৩.৮১	আবাসিক প্রবেশ পথ	4-Mar-18	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	জনাবা রিজিয়া বেগম
৪৯	ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগ	জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক	৮.৫৪	২,২২৪,৩৭৪.৫২	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	6-Mar-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	উর্বি সিএনজি ফিলিং স্টেশন
৫০	খুলনা সড়ক বিভাগাধীন	যশোর-খুলনা জাতীয় মহাসড়ক	১৫.১০	৭৯৬,৬৭২.৯৬	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	8-Mar-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	মের্সাস সাউথ বেঙ্গল ফিলিং স্টেশন
৫১	নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ	ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক	১২.২১	৪,৭৯৭,৫১১.৬৮	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	8-Mar-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	হাসান রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ (গ্রাঃ) লিঃ
৫২	নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ	ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক	২৫.৪২	৫,৬১১,৯৭৩.৪০	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	8-Mar-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	বাহজাদ টেক্সটাইল লিঃ
৫৩	কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগ	কিশোরগঞ্জ-কাটিয়াদি-ভৈরব বাজার মহাসড়ক	৩.০০	৮৬,৪০০.০০	আবাসিক প্রবেশ পথ	12-Mar-18	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	জনাবা মোছাঃ নাজমুন নাহার বেগম (পান্না)
৫৪	সিলেট সড়ক বিভাগ	সিলেট-তামাবিল-জাফলং মহাসড়ক	৩০.০০	৬,২১৮,১০০.০০	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	15-Mar-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	সিএনজি রি-ফুয়েলিং এবং মের্সাস আল-জালাল কর্পোরেশন
৫৫	ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগ	ঢাকা(বনানী)-জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক	৪০.১৪	৬,৩৪০,৭৩৯.১৮	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	15-Mar-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	এনভয় টেক্সটাইল লিঃ
৫৬	গাজীপুর সড়ক বিভাগ	জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক	৩.৪৭	৩৩৪,৮১০.৫৮	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	15-Mar-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	এ এ ইয়ার্গ মিলস্ লিঃ
৫৭	গোপালগঞ্জ সড়ক বিভাগ	ভাংগা-ভাটিয়াপাড়া-মোড়াহাট জাতীয় মহাসড়ক	৩৮.৪২	১,৩৪১,৬২৬.৪০	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	19-Mar-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	মের্সাস শরীফ নুরজাহান ফিলিং স্টেশন
৫৮	ঢাকা সড়ক বিভাগ	ঢাকা-টঙ্গী ডাইভারশন মহাসড়ক	৫.০১	৮,০২৪,৩০৫.৩২	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	22-Mar-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	জনাব অঞ্জন চৌধুরী

৫৯	নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক	৯.৭৫	৯,৪২১,৯০৭.০৪	আবাসিক প্রবেশ পথ	1-Apr-18	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	জনাব এম এ সবুর
৬০	সিলেট সড়ক বিভাগ	সিলেট-ফেঞ্চগঞ্জ সড়ক	৪.৯৫	২৬,২৩৫.৮০	আবাসিক প্রবেশ পথ	1-Apr-18	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	জেবা রশিদ
৬১	খুলনা সড়ক বিভাগ	খুলনা বাইপাস সড়ক (রূপসা ব্রিজ এ্যাপ্রোচ অংশ) জাতীয় মহাসড়ক	১.৮৫	২৪৩,২৯২.০০	আবাসিক প্রবেশ পথ	4-Apr-18	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	জনাবা মঞ্জু আরা খানম
৬২	রংপুর সড়ক বিভাগ	রংপুর-বড়বাড়ি-কুড়িগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক	৬.০৬	২৬,২৩৫.৮০	আবাসিক প্রবেশ পথ	4-Apr-18	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	মোঃ সাজ্জাদুল হাসান আল মামুন
৬৩	পাবনা সড়ক বিভাগ	কাশিনাথপুর-দাউরিয়া-নাটোর-রাজশাহী মহাসড়ক	৪.৯৬	২৩০,৫৭০.৯৪	আবাসিক প্রবেশ পথ	4-Apr-18	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	মোঃ আবুল কাশেম খাঁ
৬৪	নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ	ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক	১৫.৫২	৩৭৪,৩৪২.৪০	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	5-Apr-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	এসিএস টেক্সটাইলস লিঃ
৬৫	রংপুর সড়ক বিভাগ	ঢাকা (মিরপুর)-উখুলী-পাটুরিয়া-নটাখোলা-কাশিনাথপুর-বগুড়া-বেলডাঙ্গা-বাংলাবান্দা মহাসড়ক	২.৭৫	৮৭,৭৬৩.৫১	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	12-Apr-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	কনফিডেন্স পাওয়ার রংপুর লিঃ
৬৬	মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগ	ঢাকা (মিরপুর)-উখুলী-পাটুরিয়া-নটাখোলা-কাশিনাথপুর-বগুড়া-বেলডাঙ্গা-বাংলাবান্দা মহাসড়ক	১৭.৬৩	৫,৫৩৫,৮৬৯.৩৪	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	12-Apr-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	ফ্রেম হাউজ এ্যাপারেলস লিঃ
৬৭	বগুড়া সড়ক বিভাগ	বগুড়া (জাহাঙ্গীরাবাদ)-নাটোর জাতীয় মহাসড়ক	৭.১০	১৭৩,৩৩৫.১৫	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	12-Apr-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	কনফিডেন্স পাওয়ার বগুড়া লিঃ
৬৮	নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ	ঢাকা(যাত্রাবাড়ি)-কুমিল্লা(ময়নামতি)-চট্টগ্রাম-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়ক		৩৭,৮৬৫,৪৫৬.৬৪	গ্যাস লাইন	12-Apr-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়		মোঃ আফতাব উদ্দিন, ব্যবস্থাপক, ইএন্ডপি
৬৯	গাজীপুর সড়ক বিভাগ	জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক		৫৫,৭৮৭,১৩৪.৮০	গ্যাস লাইন	12-Apr-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়		মোঃ আফতাব উদ্দিন, ব্যবস্থাপক, ইএন্ডপি
৭০	গোপালগঞ্জ সড়ক বিভাগ	ভাঙ্গা-ভাটিয়াপাড়া-মোল্লাহাট জাতীয় মহাসড়ক	১৩.০০	৭১৬,৩৯১.০৮	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	15-Apr-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	মের্সাস সাম্পান ফিলিং স্টেশন
৭১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক বিভাগ	ঢাকা(কাঁপুর)-ভৈরব-জগদীশপুর-শায়েস্তাগঞ্জ-শেরপুর-সিলেট-তামাবিল-জাফলং মহাসড়ক	২১.৭৪	৬৩৮,৫৯৫.১২	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	15-Apr-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	সৈয়দ এখতেশামুল বারী
৭২	বাগেরহাট সড়ক বিভাগ	ভাঙ্গা-ভাটিয়াপাড়া-মোল্লাহাট-ফকিরহাট-নওয়াপাড়া জাতীয় মহাসড়ক	১৬.০৯	৮১২,১৮১.৩৬	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	23-Apr-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	আল-মদিনা যমযম ফিলিং স্টেশন
৭৩	ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগাধীন	ঢাকা(বনানী)-জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক	১৩.২২	২৯৫,৭৩৭.০০	আবাসিক প্রবেশ পথ	23-Apr-18	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	মোঃ মাহমুদুজ্জামান খান
৭৪	নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ	সাইনবোর্ড ৬ষ্ঠ কিঃমিঃ (এন-১) সড়ক	১৩.০৪	১৫,৭৩৫,৬২৮.৮০	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	23-Apr-18	সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	ল্যাব এইড প্রপার্টিজ লিঃ

৭৫	নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ	ঢাকা(যাত্রাবাড়ি)-কুমিল্লা(ময়নামতি)- চট্টগ্রাম-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়ক	৪.৫৯	১,৬৮৩,৬১৫.০০	আবাসিক প্রবেশ পথ	30-Apr-18	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	জনাব মহসিন কবির
৭৬	রংপুর সড়ক বিভাগ	ঢাকা-(মিরপুর)-উখলী-পাটুরিয়া- নটাখোলা-বকশিনাথপুর-বগুড়া-রংপুর- বেলাডাঙ্গা-বাংলাবান্দা জাতীয় মহাসড়ক	৩.৮৬	১,১৫৬,১৪৭.২০	আবাসিক প্রবেশ পথ	30-Apr-18	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	কামরুল ইসলাম ভরসা
৭৭	নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সংযোগ সড়ক	৩.০৩	১৬০,৩৩১.০০	আবাসিক প্রবেশ পথ	6-May-18	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	জনাব আলী আহাম্মদ
৭৮	মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগ	নবীনগর-ডিইপিজেড-কালিয়াকৈর জাতীয় মহাসড়ক	০.৮০	১১৫,৫১১.৮১	যাত্রী ছাউনী	6-May-18	সিনিয়র সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	জনাবা তাসমিমা হোসেন
৭৯	নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ	ঢাকা(যাত্রাবাড়ি)-কুমিল্লা(ময়নামতি)- চট্টগ্রাম-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়ক	১১.১৬	৪,০৯০,৪৯৯.৩৫	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	6-May-18	সিনিয়র সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	স্প্যাশ ওয়াটার পার্ক লিঃ
৮০	নরসিংদী সড়ক বিভাগ	ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক	১৬.৮২	১,৩৭৭.৮৬০.৭৬	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	7-May-18	সিনিয়র সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	মের্সাস মার্কে ফিলিং স্টেশন
৮১	খুলনা সড়ক বিভাগ	ব্যক্তিগত জমিতে নির্মিতব্য খুলনা বাইপাস সড়ক (ব্রীজ এ্যাপ্রোচ অংশ) জাতীয় মহাসড়ক	৩.৩০	৮৫২,৬৯৯.০০	আবাসিক প্রবেশ পথ	9-May-18	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	কামরুল হক
৮২	খুলনা সড়ক বিভাগধীন	ব্যক্তিগত জমিতে নির্মিতব্য খুলনা বাইপাস সড়ক (ব্রীজ এ্যাপ্রোচ অংশ) জাতীয় মহাসড়ক	২.৭৫	৭১০,৫৮৩.০০	আবাসিক প্রবেশ পথ	10-May-18	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম
৮৩	কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগ	কিশোরগঞ্জ-কটিয়াদি-ভৈরব বাজার মহাসড়ক	১৩.৭৮	৪৫০,০১৮.৯৮	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	10-May-18	সিনিয়র সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	মের্সাস সোনার বাংলা সার্ভিস ফিলিং স্টেশন
৮৪	সিলেট সড়ক বিভাগ	ঢাকা(কাঁপুর)-ভৈরব-জগদীশপুর- শায়েস্তাগঞ্জ-শেরপুর-সিলেট-তামাকিল- জাফলং মহাসড়ক	১৯.৮৩	৩৭,৩৭১.৬২	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	17-May-18	সিনিয়র সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	আল-আরব ফিলিং স্টেশন
৮৫	ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগ	ময়মনসিংহ-রঘুরামপুর-ফুলপুর-নকলা- শেরপুর মহাসড়ক	৫.০২	৪১৫,২৮৬.০০	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	17-May-18	সিনিয়র সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	মের্সাস শাহীন ফিলিং স্টেশন
৮৬	কুমিল্লা সড়ক বিভাগ	ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক	৭.৭৪	৩৪৯,৪২৮.৪৮	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	17-May-18	সিনিয়র সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	মের্সাস কে,আর ফিলিং স্টেশন
৮৭	ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগ	জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক	৪.৪১	২,৩৯৭,০৫৩.৭৪	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	22-May-18	সিনিয়র সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	মের্সাস রেজা সিএনজি এন্ড ফিলিং স্টেশন

৮৮	নওগাঁ সড়ক বিভাগাধীন	রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া সড়ক	১০.৭৪	২৭.৩২৩.০০	আবাসিক প্রবেশ পথ	24-May-18	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	মোছাঃ নাহিদ আক্তার নূরী	
৮৯	রংপুর সড়ক বিভাগ	রংপুর-বড়বাড়ি-কুড়িগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক	৬.২৪	২৩২.৪২৮.০০	আবাসিক প্রবেশ পথ	28-May-18	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	মোছাঃ রেজিয়া খাতুন	
৯০	গাজীপুর সড়ক বিভাগ	মাওনা-ফুলবাড়ীয়া-কালিয়াকৈর-ধামরাই ৩১তম কিঃমিঃ এ সড়ক	৭.৭৮	৩৭৩.৪৪০.০০	আবাসিক প্রবেশ পথ	4-Jun-18	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	জনাব দীলিপ কুমার পাল	
৯১	ঢাকা সড়ক বিভাগ	বনানী-টঙ্গী-জয়দেবপুর সড়কের ৪র্থ কিলোমিটার	০.২২	১.৯৭০.৫৩৫.৬০	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	5-Jun-18	সিনিয়র সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	নাসির গ্রাসওয়্যার এন্ড টিউব ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	
৯২	সড়ক বিভাগ নড়াইল	নড়াইল-কালিয়া জেলা মহাসড়ক	২.৪৩	১৪২.১৫৫.০০	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	10-Jun-18	সিনিয়র সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	মেসার্স কালিয়া ফিলিং স্টেশন	
৯৩	ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগ	ঢাকা(বনানী)-জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক	১১.৬৮	৩৬৭.৭৫১.৮১	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	19-Jun-18	সিনিয়র সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১০	আকিজ ইকোনোমিক জোন লিঃ	
৯৪	নওগাঁ সড়ক বিভাগাধীন	রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া সড়ক	১০.৭৪	২৭.৩২৩.০০	আবাসিক প্রবেশ পথ	3-Jun-18	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০	মোঃ আল ফারুক	
সর্বমোট =			৯৯৯.০৭	২২৫.৭২৪.২১৯.১৪						



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোন নং-৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্স-৮৮৭৯৩৭৫
ই-মেইল-semis@rhd.rhd.gov.bd

৫

স্মারক নং- এল, আর-রাজ-৩৯০/১৭(১৫) ৩১০/০(২)১১

তারিখ: ২১, ১১, ২০১৭

বিষয়: পাবনা সড়ক বিভাগাবীন পাবনা শহর সড়ক (এন-৬০৪) ১ম কিঃ মিঃ সড়কের (বাম পার্শ্ব) আবেদনকারীর নিজস্ব বসতবাড়ীতে যাতায়াতের নিমিত্তে সওজ এর মালিকানাধীন ভূমি হতে ০.৭০ শতাংশ/০.০০৭০ একর ভূমি প্রবেশ পথ হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি / ইজারা প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন, রাজশাহী স্মারক নং- জি-১৯৯/২৮৪১ (৬) তাং- ১৬/০৭/২০১৭ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে সম্মানের সহিত জানানো যাচ্ছে যে, তাঁর সুপারিশের প্রেক্ষিতে সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-১২ এর আলোকে উক্ত সড়কের ১ম কিঃ মিঃ এ মৌজা-শিবরামপুর, জে এল নং- ৭৬, আর এস খতিয়ান নং- ০২, আর এস দাগ নং- ৬০৭ সওজ এর হুকুম দখলীয় ভূমি একই মৌজা একই জে এল নং- আর এস খতিয়ান নং- ৭৭ আর এস দাগ নং- ৬০৮ এর উপর আবেদনকারীর এ্যাপ্রোচ সড়কের অবস্থান ক্ষেত্র মাপে উল্লিখিত উক্ত এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণের জন্য $১৭'-০'' \times ১৮'-০'' = ০.৭০$ শতাংশ / ০.০০৭০ একর ভূমি সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে আবেদনকারী মোঃ আব্দুল হাসনাত, পিতা-মৃত আব্দুর রহীম প্রাং, মাতা মোছাঃ হাছিনা বেগম, গ্রাম-শিবরামপুর, পোঃ ও থানা-পাবনা সদর, জেলা-পাবনা এর অনুকূলে সর্বোচ্চ ১০(দশ) বছর মেয়াদে নবায়ন যোগ্য ইজারা হিসেবে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, বেং সঃ নং-৫৫০ প্রঃ প্রঃ তাং-২২/১১/২০১৭ইং মূলে নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন করেন। এক্ষেত্রে সরকারী বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে এককালীন ও বাৎসরিক ইজারার ফি এবং আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ পাবনা মাঠিয়াল শ্রেণীর ভূমি বিবেচনায় নিয়ে পাবনা সাব-রেজিস্ট্রী অফিস কর্তৃক ২০১৭-১৮ সনের শিবরামপুর মৌজার মূল্য তালিকা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথের ইজারা ফি নির্ধারণ করেছেন- যাচা নিম্নরূপঃ

ক) এককালীন ফি	= মৌজার মূল্য × ভূমির পরিমাণ × ৪০%
	= (টাকা ৮৭,৬৫০/- × ০.৭০ শতাংশ × ৪০%)
	= টাকা ২৪,৫৪২/-
বাৎসরিক ইজারা ফি	= এককালীন ফি × ১০%
	= (টাকা ২৪,৫৪২/- × ১০%)
	= টাকা ২,৪৫৪/২০
খ) ১০ (দশ) বছরের ইজারা মূল্য (২৪৫৪/২০ × ১০)	= ২৪,৫৪২/- টাকা
(ক) এককালীন ফি	= ২৪,৫৪২/- টাকা
(খ) ১০(দশ) বছরের ইজারা ফি	= ২৪,৫৪২/- টাকা
মোট	= ৪৯,০৮৪/- টাকা
(গ) প্রয়োজ্য ভ্যাট (৪৯,০৮৪/- এর ১৫%)	= ৭,৩৬২/৬০
(ঘ) প্রয়োজ্য আয়কর (৪৯,০৮৪/- এর ৫%)	= ২,৪৫৪/২০
মোট	= ৯,৮১৬/৮০ টাকা

SDE/LRA
G/1/17

File
07/12/17

চুক্তিকালীন সময়ে পরিণোদিতব্য মোট মূল্যের পরিমাণ (ক+খ) ৪৯,০৮৪/- + (গ+ঘ) = ৯,৮১৬/২০ = ৫৮,৯০০/২০ (আটান্ন হাজার নয়শত টাকা এবং বিশ পয়সা) মাত্র। সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান এবং নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে সাময়িক ভাবে ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

শর্তসমূহঃ

- এ অনুমতি ১০(দশ)বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।
- ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০(দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রয়োজ্য ভ্যাট ও কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভ্রম প্রদান করতে হবে।
- ইজারা গ্রহীতাকে হাইওয়ে এ্যাক্ট ১৯২৫ সীমার বাহরে স্থাপনা স্থাপন করতে হবে।
- প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ১২(বার) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ ও-নির্ধারিত পথের চাপের অনুপাত ১ঃ২ অতিক্রম করা যাবে না।
- কোনক্রমেই প্রবেশপথ / সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না।
- প্রবেশপথ / সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে।
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নব্বা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন ব্রিজ পাইপ, কালভার্ট বক্স কালভার্ট ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নব্বা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/ কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না।

- ৯। ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না; করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ১০। ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/ অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না।
- ১১। ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড / সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না।
- ১২। ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বরকক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।
- ১৩। চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না এবং কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না।
- ১৪। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহণ করবেন যে, "মহাসড়ক সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন।
- ১৫। উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি / বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ১৬। এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(কে, এম, আতিকুল হক)

পরিচিতি নং-০০৫২১৭

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ,

এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ,
রাজশাহী জোন, রাজশাহী।

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইয়া তাঁর ডায়েরী নং-৫৫০ প্রঃ প্রঃ তাং-২২/১১/১৭ইং এর প্রেক্ষিতে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, পাবনা।

(3)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সওজ এর কার্যালয়
এমআইএন এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোনঃ ৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্সঃ ৮৮৭৯৩৭৫।
ই-মেইলঃ semis@rhd.gov.bd



স্মারক নং-এল.আর- ২০৩/১(৪)শাস

তারিখঃ- ২৪.০০.২০১৭

বিষয় : মৌলভীবাজার সড়ক বিভাগাবীন মিরপুর-শ্রীমঙ্গল-মৌলভীবাজার-শেরপুর সড়কের ৬৮ তম কিঃ মিঃ এ সড়কের বাম পার্শে মৌজা-ব্রাহ্মণগাঁও, জে.এল নং-১, এস.এ দাগ নং- ৯০৬-(অংশ) নিজস্ব ভূমিতে সওজ এস.এ দাগ নং- ৮০৭ (অংশ) এর উপর দিয়ে যাতায়াতের নিমিত্তে প্রবেশ পথ হিসাবে ব্যবহারের জন্য সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে সংযোগ সড়ক নির্মাণের অনুমতি প্রদানের আবেদন প্রসঙ্গে। আবেদনকারীঃ জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পিতা মত আবারক উল্লাহ, গ্রাম- ব্রাহ্মণগ্রাম, পোঃ আফরোজগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

সূত্র : তাঁর দপ্তর স্মারক নং- এসজেড/১৬/২১০৭ তারিখঃ ০৬/০১/২০১৭ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে সম্মানের সহিত জানানো যাচ্ছে যে, তাঁহার সুপারিশের প্রেক্ষিতে সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ অধ্যায় ৪, অনুচ্ছেদ-১২ এর আলোকে মৌলভীবাজার সড়ক বিভাগাবীন মিরপুর-শ্রীমঙ্গল-মৌলভীবাজার-শেরপুর সড়কের ৬৮ তম কিঃ মিঃ এ সড়কের বাম পার্শে মৌজা-ব্রাহ্মণগাঁও, জে.এল নং-১, এস.এ খতিয়ান নং-১০৩, এস.এ দাগ নং- ৯০৬ (অংশ) আর.এস হাল দাগ নং- ৮৮২ (অংশ) ভূমির মালিক ও দখলদার। উক্ত ভূমিতে যাতায়াতের জন্য সরকারী নীতিমালা ও শর্ত মোতাবেক সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমির এস এ দাগ নং- ৮০৭ (অংশ) এর উপর দিয়ে যাতায়াতের জন্য সরকারী নীতিমালা ও শর্ত মোতাবেক ৬.১২ শতাংশ সওজ এর ভূমির উপর দিয়ে সড়ক নির্মাণের জন্য আবেদন করেন। তাহার আবেদনের প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী সরকারীভাবে তদন্ত করে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা- ২০১৫ এর আলোকে জানান যে,

ক) এককালীন ফি = মৌজার মূল্য × ভূমির পরিমাণ × ৪০%
= টাকা ৬০০০.০০ × ৬.১২ শতক × ৪০%
= টাকা ১৪,৬৮৮.০০

খ) বাৎসরিক ফি = এককালীন ফি × ১০%
= টাকা ১৪৬৮৮.০০ × ১০%
= টাকা ১৪৬৮.৮০

সে হিসেবে ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা মূল্য দাঁড়াবে (১৪৬৮.৮০ × ১০) = ১৪৬৮৮.০০ টাকা।
অর্থাৎ (ক) এককালীন ফি = ১৪৬৮৮.০০ টাকা।
(খ) ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি = ১৪৬৮৮.০০ টাকা।

মোট = ২৯,৩৭৬.০০ টাকা

(গ) প্রযোজ্য ভ্যাট (২৯,৩৭৬.০০ এর ১৫%) = ৪৪০৬.৪০
(ঘ) প্রযোজ্য আয়কর (২৯,৩৭৬.০০ এর ৫%) = ১৪৬৮.৮০

মোট = ৫৮৭৫.২০

চুক্তিকালীন সময়ে পরিশোধিতব্য মোট মূল্যের পরিমাণ হবে (ক+খ) = ২৯,৩৭৬.০০ (গ+ঘ) ৫৮৭৫.২০ সর্ব মোট টাকা = ৩৫,২৫১.২০ (পঁত্রিশ হাজার দুই শত একাত্তর টাকা পয়সা বিশ) টাকা মাত্র। সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান এবং নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে সাময়িকভাবে ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

শর্ত সমূহ :

১। এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।

২। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভ্যাট ও কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে।

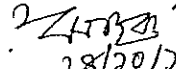
৩। প্রবেশপথ / সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪ (চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ ও বহির্গমন পথের ঢালের অনুপাত ১ঃ২ কম করা যাবে না।

৪। কোন ক্রমেই প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না।

৫। প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে।

- ৬। ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন পাইপ কালভার্ট/ কল কালভার্ট/ ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ / সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/ কালভার্ট নির্মাণে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ৭। ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না।
- ৮। ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না।
- ৯। ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন বরনের স্থায়ী/ অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না।
- ১০। ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিল বোর্ড/ সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না।
- ১১। ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।
- ১২। চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না এবং কোন আদালতে মার্মা মোকদ্দমা করতে পারবে না।
- ১৩। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহণ করবেন যে, “ মহাসড়ক সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন।
- ১৪। উপরোক্ত শর্ত সমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/ বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ১৫। এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।
- ১৬। হাইওয়ে এ্যাক্ট সীমার বাহিরে নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

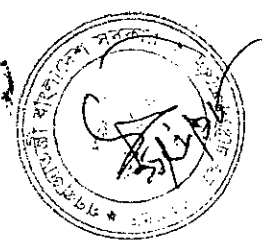

 ২৪/১০/১৭
 (কে.এম. আতিকুল হক)
 পরিচিতি নং- ০০৫২১৭

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
 এম.আই.এস এন্ড এন্ট্রিস্ট সার্কেল
 সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

বরাবর
 অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
 সিলেট জোন, সিলেট।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁহার ডায়েরী নং-৩৯৮-প্রঃপ্রঃ তারিখঃ ১৭/১০/২০১৭ ইং এর অনুমোদনক্রমে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ মৌলভীবাজার।



৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd



নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৪২.১৮-১৮৮

রিখ: ১০ জুন ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

বিষয়: ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দাশুরিয়া (লালনশাহ পাকশী সেতু) এ্যাপ্রোচ (এন-৭০৪) সড়কের ৭৯তম (অংশ) কিলোমিটারে জগন্নাথপুর মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে নির্মিতব্য মেসার্স নাস্টম ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-রাজ-৩৯০/১৮(৫)-২০৩৪-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-২৩.০৫.২০১৮খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে পাবনা সড়ক বিভাগাধীন ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দাশুরিয়া (লালনশাহ পাকশী সেতু) এ্যাপ্রোচ (এন-৭০৪) সড়কের ৭৯তম (অংশ) কিলোমিটারে জগন্নাথপুর মৌজার জেএল নম্বর-৯৩, আরএস খতিয়ান নম্বর-১২৮০ ও আরএস ৩৫৩(অংশ) ও ৩৬১(অংশ) নম্বর দাগের সওজ মালিকানাধীন ৯.১৩ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত মেসার্স নাস্টম ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৫,৬৭,৭৯৪.৬৯ (পাঁচ লক্ষ সাতষট্টি হাজার সাতশত চুরানব্বই টাকা উনসত্তর পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, প্রোপাইটর, মেসার্স নাস্টম ফিলিং স্টেশন-এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

বিঃ প্রকৌশলী/সড়ক/উপঃ সহঃ প্রকৌশলী
গতিমার পাট/উপঃ সহঃ প্রকৌশলী
বাবুশা পিন/স্বাক্ষর/স্বাক্ষর
০৫/৬/১৮
নিঃ প্রকৌশলী/সড়ক

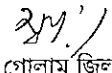
১৩/৬/১৮

ইজারার নং: ২০০২ তারিখ: ০২/৬/১৮
নিঃ পঃ ল্যান্ড রেকর্ড/সহঃ প্রঃ এমআইএস
অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য
৩৩ প্রঃ এমআইএস

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লঙ্ঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রোপাইটর, মেসার্স নাইম ফিলিং স্টেশন)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

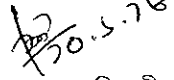
প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৪২.১৮-১৮৮/১(৭)

তারিখ: ১০ জুন ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল:

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন, রাজশাহী
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক সার্কেল, পাবনা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
০৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক বিভাগ, পাবনা
০৬. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৭. জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রোপাইটর, মেসার্স নাইম ফিলিং স্টেশন, গ্রাম-মিরকামারী, জগন্নাথপুর, ডাকঘর-জয়নগর, থানা-ঈশ্বরদী, জেলা-পাবনা


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব

স্মরণীয় নং: ২৬০০/১৯/১
 তারিখ: ১২/১২/১৭
 প্রধান প্রকৌশলীর (সওজ) দপ্তর
 সড়ক উন্নয়ন, রাস্তাঘাট, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
 সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
 সম্পত্তি শাখা
 www.rthd.gov.bd

তারিখ: ২৬ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
 ১১ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ



নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৫৬.১৬-২৬৯

বিষয়: নবীনগর-ডিইপিজেড-কালিয়াকৈর (চন্দ্রা) জাতীয় মহাসড়কের ৭ম কিলোমিটারে সারাবো মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানী লিমিটেড নামক শিল্প প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য ১টি বাণিজ্যিক সংযোগ সড়ক নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: জনাব মোঃ আজিজুর রহমান এফসিএস, কোম্পানী সেক্রেটারী)।

সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-ঢাকা-৩৯০/১৬(১৪)-৪১৯-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-২০.০৯.২০১৭ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাবীন নবীনগর-ডিইপিজেড-কালিয়াকৈর (চন্দ্রা) জাতীয় মহাসড়কের ৭ম কিলোমিটারে (এন-৫৪০) চন্দ্রা অভিমুখী মহাসড়কের বামপার্শ্বে সারাবো মৌজার জেএল নম্বর-৫১৯, সিএস ৩৭৮ (অংশ) নম্বর দাগের সওজ মালিকানাধীন ১৩.৮১ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানী লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের ১টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী দার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৫৫,৯২,১৭৯.৯৮ (পঞ্চাশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার একশত উনাশি টাকা আটানব্বই পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব মোঃ আজিজুর রহমান এফসিএস, কোম্পানী সেক্রেটারী, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানী লিমিটেড-এর অনুকূলে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

এম এস ডিইপি/স্মারক নং: ২০৭৪৭
 তারিখ: ১২/১২/১৭
 প্রঃ সওজ, শাঃ ও শঃ/সঃ/প্রঃ এমআইএস
 স্মারক নং: ১৯/১২/১৭
 পরিঃ নিঃ ও সিঃ/সিঃ/সিঃ এমআইএস
 অঃপ্রঃ প্রঃ এম এস ডিইপি

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চাব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের দানের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্ষেত্রেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বস্ত্র কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মসূচি করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে বাধাগ্রস্ত হতে পারে।
- ১২) কর্তৃক ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থানে যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন।
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না; বরঞ্চ রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না; করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

SDE/LRA

File
 26/12/17

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল হেঁড়ে দিতে হবে এবং এ জনা ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না এবং কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না;
- ১৫) ইজারাকৃত ভূমি মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন;
- ১৬) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৭) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৮) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৯) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ২০) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২১) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২২) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব মোঃ আজিজুর রহমান এফসিএস, কোম্পানী সেক্রেটারী, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানী লিমিটেড)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৮২২২৭
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৫৬.১৬-২৬৯/১(৮)

তারিখ: ২৬ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
১১ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল:

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা সড়ক সার্কেল, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এন্ড এক্সপ্লোরেশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব মোঃ আজিজুর রহমান এফসিএস, কোম্পানী সেক্রেটারী, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানী লিমিটেড, নিউ ডিওএইচএস রোড, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সওজ এর কার্যালয়
এসআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোনঃ ৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্স : ৮৮৭৯৩৭৫।
ই-মেইল : semis@rhd.gov.bd

৩

স্মারক নং-এল.আর- ২০১/১(৫)মস

তারিখঃ- ০৬.১১.২০১৭

বিষয় : টাঙ্গাইল সড়ক বিভাগাধীন এলেক্সা-ভূয়াপুর-চরগাবাসাড়া সড়কের ১৫তম কিঃ মিঃ এ ঘাটান্দি মৌজাহু জে.এল নং- ১৬১, খতিয়ান নং- ৩৩১, দাগ নং- ১০৪ দাগের আবাসিক প্রবেশের যাতায়াতের জন্য সওজ এর ১.৬৫ শতাংশ ভূমি অস্থায়ী ইজারা অনুমোদন প্রসঙ্গে। আবেদনকারীঃ মোঃ সাজ্জাদ হোসেন।

সূত্র : তাঁর দপ্তর স্মারক নং- ১২-এমজেড তারিখঃ ০৩/০৭/২০১৭ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে সম্মানের সহিত জানানো যাচ্ছে যে, তাঁহার সুপারিশের প্রেক্ষিতে সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ অব্যায় ৪, অনুচ্ছেদ-১২ এর আলোকে টাঙ্গাইল সড়ক বিভাগাধীন এলেক্সা-ভূয়াপুর-চরগাবাসাড়া সড়কের ১৫তম কিঃ মিঃ এ ঘাটান্দি মৌজাহু জে.এল নং- ১৬১, খতিয়ান নং- ৩৩১, দাগ নং- ১০৪ দাগের আবাসিক প্রবেশের যাতায়াতের জন্য সওজ এর ১.৬৫ শতাংশ ভূমি অস্থায়ী ইজারা অনুমোদন জন্য সরকারী নীতিমালা ও শর্ত মোতাবেক সওজ,র অধিগ্রহণকৃত ভূমির উপর দিয়ে সড়ক নির্মাণের জন্য আবেদন করেন। তাহার আবেদনের প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী সরজমিনে তদন্ত করে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা- ২০১৫ এর আলোকে জানান যে,

ক) এককালীন ফি = মৌজার মূল্য × ভূমির পরিমাণ × ৪০%
= টাকা ১২৮৫৭১.০০ × ১.৬৫ শতক × ৪০%
= টাকা ৮৪,৮৫৬.৮৬
খ) বাৎসরিক ফি = এককালীন ফি × ১০%
= টাকা ৮৪,৮৫৬.৮৬ × ১০%
= টাকা ৮৪৮৫.৬৯

সে হিসেবে ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা মূল্য দাঁড়াবে (৮৪৮৫.৬৯ × ১০) = ৮৪,৮৫৬.৮৬ টাকা।
অর্থাৎ (ক) এককালীন ফি = ৮৪,৮৫৬.৮৬ টাকা।
(খ) ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি = ৮৪,৮৫৬.৮৬ টাকা।

মোট = ১,৬৯,৭১৩.৭২ টাকা

(গ) প্রয়োজ্য ভ্যাট (১,৬৯,৭১৩.৭২ এর ১৫%) = ২৫,৪৫৭.০৬
(ঘ) প্রয়োজ্য আয়কর (১,৬৯,৭১৩.৭২ এর ৫%) = ৮৪৮৫.৬৯

মোট = ৩৩,৯৪২.৭৪ টাকা


চুক্তিকালীন সময়ে পরিশোধিতব্য মোট মূল্যের পরিমাণ হবে (ক+খ) = ১,৬৯,৭১৩.৭২ (গ+ঘ) = ৩৩,৯৪২.৭৪
সর্ব মোট টাকা = ২,০৩,৬৫৬.৪৬ (দুই লক্ষ তিন হাজার ছয় শত ছাশান্ন টাকা এবং পয়সা ছিচল্লিশ) মাত্র। সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান এবং নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে সাময়িকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

শর্ত সমূহ :

- ১। এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।
- ২। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে ভ্যাট ও কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে।
- ৩। প্রবেশপথ / সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪ (চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ ও বহির্গমন পথের ঢালের অনুপাত ১ঃ২ কম করা যাবে না।
- ৪। কোন ক্রমেই প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়কের উচ্চতা বন সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না।
- ৫। প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে।
- ৬। ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন পাইপ কালভার্ট/ কক্স কালভার্ট/ ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ / সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/ কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ৭। ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না।

- ৮। ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহন করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না।
- ৯। ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/ অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না।
- ১০। ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিল বোর্ড/ সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না।
- ১১। ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহন করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।
- ১২। চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না এবং কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না।
- ১৩। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহন করবেন যে, “ মহাসড়ক সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহন করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন।
- ১৪। উপরোক্ত শর্ত সমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/ বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ১৫। এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।
- ১৬। হাইওয়ে এ্যাক্ট সীমার বাহিরে নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

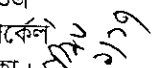

৮/১১/১৭
(কে.এম. আতিকুল হক)

পরিচিতি নং- ০০৫২১৭

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ

এম.আই.এস এন্ড এন্ট্রিস্টস সার্কেল

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।


০৬/১১/১৭

বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁহার ডায়রী নং-৪৫১-প্রঃপ্রঃ তারিখঃ ০৫/১১/২০১৭ ইং এর অনুমোদনক্রমে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ টাঙ্গাইল।
- ৫। জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল।

৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়
এমআইএওস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোন নং-৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্স-৮৮৭৯৩৭৫
ই-মেইল-semis@rhd.rhd.gov.bd



স্মারক নং- এল.আর.ঢাকা-৩৯০/১৭ (১৫) ২০৬/১(৫) MS

তারিখঃ- ০৮.১১.২০১৭

বিষয়ঃ নারায়নগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা-নারায়নগঞ্জ সড়কের ৭ম কিঃ মিঃ এ মৌজা-ফতুল্লা, সিএস রেকর্ডে জে.এল নং-১৫৮, দাগ নং-৯৪৩(অংশ), আর.এস-১২১০(অংশ) এর নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত বসত বাড়ীতে যাতায়াতের জন্য সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি দাগ নং-সি.এস ৯৪৩, আর.এস-১২০৯(অংশ) এর উপর দিয়ে ১(এক) আবাসিক প্রবেশপথ নির্মাণের আবেদন প্রসঙ্গে। (আবেদনকারীঃ জনাব মোঃ আবদুল হান্নান)।

সূত্রঃ তাঁর দপ্তর স্মারক নং-এস্টেট এন্ড-ন-০৪৮/১৬-৩৩৪৩-ডি জেড তাং-২০/০৬/২০১৭ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে সম্বন্ধের সহিত জানানো যাচ্ছে যে, “ জনাব মোঃ আবদুল হান্নান খান ঢাকা-নারায়নগঞ্জ সড়কের ৭ম কিঃমিঃ এ মৌজা-ফতুল্লা, সি.এস রেকর্ডে জে.এল নং- ১৫৮, দাগ নং-৯৪৩ (অংশ), আর.এস-১২১০(অংশ) এর নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত বসত বাড়ীতে যাতায়াতের জন্য সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি দাগনং সি.এস-৯৪৩, আর.এস-১২০৯ (অংশ) এর উপর দিয়ে ১(এক)টি আবাসিক প্রবেশপথ নির্মাণের ২০১৫ নতুন নীতিমালা অনুযায়ী আবেদনের প্রেক্ষিতে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সরেজমিনে তদন্ত করে জানান যে,

- ১। প্রস্তাবিত ভূমিটি নারায়নগঞ্জ জেলার ফতুল্লা উপজেলাধীন ফতুল্লা মৌজাস্থিত আর.এস ৪নং খতিয়ানভূক্ত।
- ২। প্রস্তাবিত আবাসিক প্রবেশ পথের জন্য দৈর্ঘ্য ৫৩'-০" (সংযুক্ত ড্রইং অনুযায়ী), উপরে ১২'-০" এবং তলায় ২৮'-০" ((১ঃ২) স্লোপ এবং ৪'-০" উচ্চতায়) সর্বমোট ৫৩'-০" x ২৮'-০" বা ১৪৮৪.০০ বর্গফুট বা ৩.৪০ শতাংশ বা ০.০৩৪ একর ভূমি ব্যবহৃত হবে।
- ৩। উক্ত ভূমিটি ঢাকা-নারায়নগঞ্জ সংযোগ সড়ক নির্মাণ করার জন্য, এল.এ কেইস নং ১৩/৬৭-৬৮ দ্বারা সওজ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত।
- ৪। প্রস্তাবিত ভূমিটি বর্তমানে আর.এস রেকর্ডে শ্রেণী “সড়ক” হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন করে এবং সরকারের সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে বর্ণিত “নাল” শ্রেণী হিসেবে বিবেচনা করে ভূমি ব্যস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে অস্থায়ীভাবে ভূমি ব্যবহারের জন্য নজরানা ফি বাবদ নিম্নমূল্য নির্ধারণের প্রস্তাব করা হল।

ক) এককালীন ফি = ৫,৯০,৬০০.০০ x ৩.৪০ শতাংশ x ৪০% = টাঃ ৮,০৩,২১৬.০০
বাৎসরিক ইজারা ফি = (৮,০৩,২১৬.০০ x ১০%) = টাঃ ৮০,৩২১.৬০
খ) ১০(দশ) বছরের ইজারা ফি = (৮০,৩২১.৬০ x ১০ বৎসর) = ৮,০৩,২১৬.০০ টাকা
(ক) এককালীন ফি+(খ) ১০(দশ) বৎসরের ইজারা ফি = (৮,০৩,২১৬.০০+৮,০৩,২১৬.০০) = টাঃ ১৬,০৬,৪৩২.০০
(গ) ভ্যাট ১৫% + (ঘ) আয়কর ৫% = (২,৪০,৯৬৪.৮০ + ৮০,৩২১.৬০) = টাঃ ৩,২১,২৮৬.৪০
{(ক+খ)+(গ+ঘ)} সর্বমোট = (১৬,০৬,৪৩২.০০+৩,২১,২৮৬.৪০) = ১৯,২৭,৭১৮.৪০ ✓
(উনিশ লক্ষ সাতাস হাজার সাত শত আঠার দশমিক চার শূন্য)।

SOE/LAA

- ৫। উক্ত ভূমি নিয়ে আদালতে কোন মামলা চলমান নেই। ইতোপূর্বে উক্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইজারা প্রদান করা হয়নি বা সুপারিশ করা হয়নি।
- ৬। ল্যান্ড ম্যানেজমেন্টে Software-এ প্রস্তাবিত ভূমিটির অধিগ্রহণকৃত সি.এস দাগসূচী ও খতিয়ান সম্বলিত পর্চা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ৭। উক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য সওজ কর্তৃক রোড সাইট ড্রেইন নির্মিত রয়েছে। নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে অস্থায়ীভাবে ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।
- ৮। আবেদনকারীকে Highway act. 1925 (Ben. Act 111 of 1925) এবং মহাসড়ক (নিরাপত্তা, সংরক্ষণ ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০১ এর ৮(খ) বিধান মেনে চলার শর্তে ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।
- ৯। সরকার যে কোন সময় যে কোন শর্ত আরোপ করতে পারে এবং ভূমি ব্যবহারের অনুমতি বাতিল করতে পারে। সরকারী রাজস্ব আদায় সাপেক্ষে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫, এর নীতিমালা অনুযায়ী আবাসিক প্রবেশ পথের জন্য ৩.৩৪ শতাংশ ভূমি অস্থায়ীভাবে ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, নারায়নগঞ্জ সড়ক বিভাগ ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা সড়ক সার্কেল সুপারিশসহ প্রেরণ করেছেন।

ইহা তাঁর সদয় অবগতি ও উপরোক্ত শর্তাবলী পালন সাপেক্ষে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ অনুযায়ী আবাসিক প্রবেশ পথ নির্মাণের নিমিত্তে ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশসহ প্রেরণ করা হল”।

এমতাবস্থায়, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা জোন, ঢাকার সুপারিশের প্রেক্ষিতে এককালীন ইজারা ফি ও ১০(দশ) বছরের ইজারা ফি(ভ্যাট ও আয়করসহ) ১৯,২৭,৭১৮.৪০ (উনিশ লক্ষ সাতাস হাজার সাত শত আঠার দশমিক চার শূন্য) টাকা মাত্র সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান এবং নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে অস্থায়ী ভিত্তিতে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে। (কপি সংযুক্ত)।

শর্তসমূহঃ

- ১। এ অনুমতি ১০(দশ)বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।
- ২। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০(দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে।
- ৩। ইজারা গ্রহীতাকে হাইওয়ে এ্যাক্ট ১৯২৫ সীমার বাহিরে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে।
- ৪। প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ১২(বার) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ ও বহির্গমন পথের চালের অনুপাত ১ঃ২ অতিক্রম করা যাবে না।
- ৫। কোনক্রমেই প্রবেশপথ / সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না।

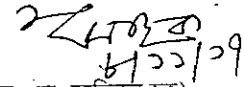


প্রবেশপথ / সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে।

ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজ ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন পাইপ, কালভার্ট বক্স কালভার্ট ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/ কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।

- ৮। ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না।
- ৯। ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না; করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ১০। ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/ অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না।
- ১১। ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড / সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না।
- ১২। ইজারাকৃত ভূমি উপর কোন ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।
- ১৩। চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না এবং কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না।
- ১৪। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হালফনামা Affidavit গ্রহণ করবেন যে, "মহাসড়ক সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন।
- ১৫। উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি / বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ১৬। এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির নতায়িত স্থানালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।


 (কে, এম, আতিকুল হক)
 পরিচিতি নং-০০৫২১৭
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ,
 এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
 সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

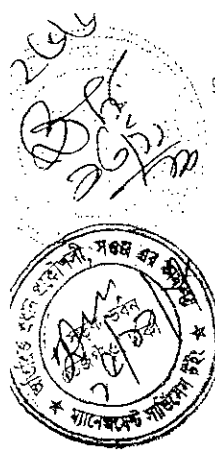
বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ,
ঢাকা জোন, ঢাকা।

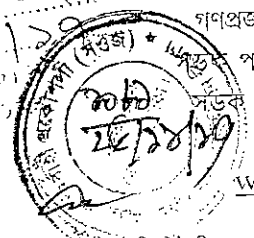
অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁর ডাইরী নং-৪৫৩-প্রঃ তাং-০৬/১১/১৭ইং এর প্রেক্ষিতে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, নারায়নগঞ্জ।
- ৫। জনাব মোঃ আবদুল হান্নান খান, পিতা-মৃত-আলহাজ্ব কুদরত উল্লাহ, ৩৮/৬, হাজী ব্রাদার্স রোড, নিউচাষাড়া, নারায়নগঞ্জ।

৬



সিইসি নং ১৮২৮-৩
তারিখ ২৬/১১/১৯
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

তারিখঃ ১২ নভেম্বর ২০১৯
২৮ নভেম্বর ২০১৯

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৮৩.১৭-২৮৭

তারিখঃ

বিষয়ঃ ঢাকা(কাঁচপুর)-ভৈরব-জগদীশপুর-শায়েস্তাগঞ্জ-সিলেট-তামাবিল-জাফলং জাতীয় (এন-২) মহাসড়কের ১৫২তম কিলোমিটারে (চেইনেজ ১৫১+১২০ মিটার) সিলেট অভিমুখী মহাসড়কের ডানপার্শ্বে বড়চর মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত বাংলাদেশ ডাবল গ্রাসড লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারীঃ জনাব নজমুল হোসেন, পরিচালক)।

সূত্রঃ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের নম্বর-এলআর-সিলেট-৩৯০/১৭(১৩)-৬২০-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-১৮.১০.২০১৭ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগের অধীন ঢাকা(কাঁচপুর)-ভৈরব-জগদীশপুর-শায়েস্তাগঞ্জ-সিলেট-তামাবিল-জাফলং জাতীয় (এন-২) মহাসড়কের ১৫২তম কিলোমিটারে (চেইনেজ ১৫১+১২০ মিটার) সিলেট অভিমুখী মহাসড়কের ডানপার্শ্বে বড়চর মৌজার জেএল নম্বর-১৫২, এসএ খতিয়ান নম্বর-১৭৭৭ ও এসএ ৫০৪২(অংশ) নম্বর দাগের সওজ মালিকানাধীন ৩.৫৮১ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত বাংলাদেশ ডাবল গ্রাসড লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের ১টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী দার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ১,২৮,০৭৮.০৫ (এক লক্ষ আটশ হাজার আটাত্তর টাকা শূন্য পাঁচ পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব নজমুল হোসেন, পরিচালক, বাংলাদেশ ডাবল গ্রাসড লিমিটেড-এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রয়োজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চল্লিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নকশা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবস্থা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

সওজ/এস
১৩/১১/১৯

File
03/12/17

সিইসি নং ৪০০০ তারিখ ২২/১১/১৯
প্রঃ ল্যান্ড রেকর্ড/কঃ সিঃ এনালিষ্ট
নিঃ হাঃ ইঞ্জিঃ/সহঃ প্রঃ এমআইএস

তঃ প্রঃ এমআইএস
২২/১১/১৯

এম এস ডব্লিউ সারিক
তারিখঃ ২০/১১/১৯
তঃ প্রঃ সওজ, প্রশাঃ ও সঃ/তঃ প্রঃ এমআইএস
নিঃ আইন কর্মকর্তা/আরএইচডিটিসি/এইসটিস অফিসার
পরিঃ নিঃ ও সিঃ সিঃ এনালিষ্ট

অঃ প্রঃ প্রঃ এম এস ডব্লিউ

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না এবং কোন আদালতে মাগলা মোকদ্দমা করতে পারবে না;
- ১৫) ইজারাকৃত ভূমি মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবি করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন;
- ১৬) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৭) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫, অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৮) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৯) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ভাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ২০) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২১) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২২) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব নজমুল হোসেন, পরিচালক, বাংলাদেশ ডাবল গ্রাসড লিমিটেড)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ গোলাম জিলানী)

সহকারী সচিব

ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০

sasestate@rthd.gov.bd

প্রধান প্রকৌশলী

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৮৩.১৭-২৮৭/১(৮)

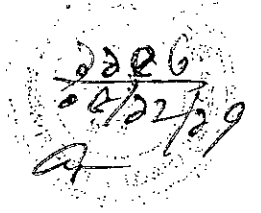
তারিখঃ ১২ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
২৮ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, সিলেট জোন, সিলেট
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, মৌলভীবাজার সড়ক সার্কেল, মৌলভীবাজার
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগ হবিগঞ্জ
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব নজমুল হোসেন, পরিচালক, বাংলাদেশ ডাবল গ্রাসড লিমিটেড, ২১/বি, রংধনু, লাকড়ীপাড়া, শিবগঞ্জ, জেলা-হবিগঞ্জ

(মোঃ গোলাম জিলানী)

সহকারী সচিব



নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৮৭.১৭-২৯৮

তারিখ: ২৮ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

বিষয়: ঢাকা(মিরপুর)-উথুলী-পাটুরিয়া-নটাখোলা-কাশিনাথপুর-বগুড়া-রংপুর-বেলডাঙ্গা-বাংলাবান্দা (এন-৫) মহাসড়কের ৪৪৪তম (অংশ) কিলোমিটারে মহাসড়কের ডানপার্শ্বে কচুবাড়ী মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত মেসার্স তিয়াশ তিমু ফিলিং স্টেশনে যাতায়াতের জন্য সওজ'র ভূমিতে দু'টি প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: জনাব মোঃ রওশনুল হক, প্রোপাইটর)।

সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-৭২৪-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-০৬.১১.২০১৭ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে ঠাকুরগাঁও সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা(মিরপুর)-উথুলী-পাটুরিয়া-নটাখোলা-কাশিনাথপুর-বগুড়া-রংপুর-বেলডাঙ্গা-বাংলাবান্দা (এন-৫) মহাসড়কের ৪৪৪তম (অংশ) কিলোমিটারে মহাসড়কের ডানপার্শ্বে কচুবাড়ী মৌজার জেএল নম্বর-৪১, এসএ খতিয়ান নম্বর-০২, এসএ দাগ নম্বর-২৬৪ (অংশ), ২৬৫ (অংশ) ও ৩৫২ (অংশ) এর সওজ মালিকানাধীন ৮.০০ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত মেসার্স তিয়াশ তিমু ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ১,১৬,৫২৪.৮০ (এক লক্ষ ষোল হাজার পাঁচশত চব্বিশ টাকা আশি পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব মোঃ রওশনুল হক, প্রোপাইটর-এর অনুকূলে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নয়া অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রেস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী ভবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিনবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাঁওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন অংশে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;


505/LCA
File
07/12/17

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না এবং কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না;
- ১৫) ইজারাকৃত ভূমি মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন;
- ১৬) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৭) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৮) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৯) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ২০) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২১) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২২) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব মোঃ রওশনুল হক, প্রোপাইটর, মেসার্স তিয়াশ তিমু ফিলিং স্টেশন)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৮২২২৭
sasestate@rthd.gov.bd


প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

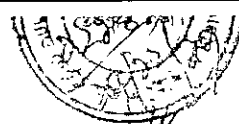
নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৮৭.১৭-২৯৮/১(৮)

তারিখঃ ২৮ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রংপুর জোন, রংপুর
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, দিনাজপুর সড়ক সার্কেল, দিনাজপুর
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ঠাকুরগাঁও সড়ক বিভাগ, ঠাকুরগাঁও
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব মোঃ রওশনুল হক, প্রোপাইটর, মেসার্স তিয়াশ তিমু ফিলিং স্টেশন, কচুবাড়ী, ভুল্লি, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব



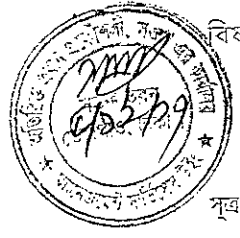
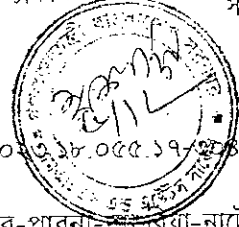
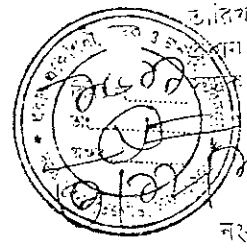
তারিখ: ২০/১১/১৯

তারিখ: ২/১২/১৯
প্রধান প্রকৌশলীর (সড়ক) দপ্তর
সড়ক পরিবহন, ত্রেতাগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

ওঃ প্রঃ প্রঃ MSW/রাজশাহী জোন

তারিখ: ২৯ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ



বিষয়: কাশিনাথপুর-পাবনা-নাটোর-রাজশাহী জাতীয় মহাসড়কের ৯৮তম (অংশ) কিলোমিটারে মহাসড়ক সংলগ্ন লালমানিপুর মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে নির্মিত মার্কেটে যাতায়াতের বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক)

সূত্র: ১। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অবিদগুরের নম্বর-নং-এলআর-রাজ-৩৯০/১৭(১০)-৭২১-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-০৬.১০.২০১৭ খ্রিঃ
২। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অবিদগুরের নম্বর-নং-এলআর-রাজ-৩৯০/১৭(১০)-১১৮-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-১৯.০৭.২০১৭ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে নাটোর সড়ক বিভাগাবীন কাশিনাথপুর-পাবনা-নাটোর-রাজশাহী জাতীয় মহাসড়কের ৯৮তম (অংশ) কিলোমিটারে মহাসড়ক সংলগ্ন লালমানিপুর মৌজার জেএল নম্বর-২২৫, খতিয়ান নম্বর-০২ ও ১৯৪, আরএস ১৮৪৩, ১৮৪৪ ও ১৮৯৭ নম্বর দাগের সওজ মালিকানাধীন ৮.৯৫ শতাংশ ভূমি নিজস্ব ভূমিতে নির্মিত মার্কেটে যাতায়াতের ১টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৮,০৫৪.৯৯ (আট হাজার চুয়ান্ন টাকা নিরানব্বই পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, পিতা-মোঃ আছের উদ্দিন প্রামানিক-এর অনুকূলে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চল্লিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রেস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব-লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং

File
24/12/19

তারিখ: ১৯/১২/১৯
নিঃস্বঃ ইজারা/সংযোগ সড়ক আইন ১৯৬৫

১১৫/১১৭
২০/১২/১৯

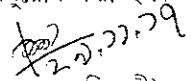
ওঃ প্রঃ প্রঃ MSW/রাজশাহী জোন
তারিখ: ২০/১২/১৯
সঃ প্রঃ সওজ, গণা: ও সঃ/সঃ প্রঃ এলআই-৬
নি: অধিন কর্মকর্তা/অঃ প্রঃ ইন্সপেক্টর/এস্টেট অফিসার,
পরি: নি: ও বি: / নি: সি: এলআই-৬

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য
সঃ প্রঃ প্রঃ এলআই-৬

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না এবং কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না;
- ১৫) ইজারাকৃত ভূমি মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন;
- ১৬) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, রক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৭) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৮) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লঙ্ঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৯) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ২০) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২১) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২২) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়াসিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, পিতা-মোঃ আছের উদ্দিন প্রামানিক)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়াসিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৫৫.১৭-৩০৪/১(৮)

তারিখঃ ২৯ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন, রাজশাহী
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্টেন্টস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক সার্কেল, পাবনা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিনিয়র এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, নাটোর সড়ক বিভাগ, নাটোর
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, গ্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, পিতা-মোঃ আছের উদ্দিন প্রামানিক, গ্রাম-দত্তপাড়া, ডাকঘর-ধরাইল, থানা-নাটোর সদর, জেলা-নাটোর

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব

১৪৫০
০৫/১২/১৭
A

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০২৪.১৭-৩০৬

তারিখ: ০৩ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

বিষয়ঃ দৌলতদিয়া-ফরিদপুর (গোয়ালচামট)-মাগুড়া-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-মংলা(ছিগরাজ) এন-৭ জাতীয় মহাসড়কের ২২১তম কিলোমিটারে তিলক মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে নির্মিত বাবসা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারীঃ জনাব তাপস কুমার সাহা)।

সূত্রঃ ১। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের নম্বর-এলআর-খু-৩৯০/১৬(১৩)-৭২০-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-০৬.১১.২০১৭ খ্রিঃ
২। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের নম্বর-এলআর-খু-৩৯০/১৬(১৩)-১৩৮৩-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-১৫.০৩.২০১৭ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে খুলনা সড়ক বিভাগাবীন দৌলতদিয়া-ফরিদপুর (গোয়ালচামট)-মাগুড়া-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-মংলা(ছিগরাজ) এন-৭ জাতীয় মহাসড়কের ২২১তম কিলোমিটারে তিলক মৌজার জেএল নম্বর-৩৫, এসএ খতিয়ান নম্বর-৭৮৯, এসএ দাগ নম্বর-১২৫৮ ও ১২৫৯ এর সওজ মালিকানাধীন ৩.৬৭ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের ১টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী দার্বিকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৩,০৯,০০২.২৬ (তিন লক্ষ নয় হাজার দুই টাকা ছাব্বিশ পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব তাপস কুমার সাহা, পিতা-সুনীল কুমার সাহা, ১৬, সাউথ সেন্ট্রাল রোড, খুলনা-এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিকাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনায় কোন সমস্যা যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

SPE/URA

Kumar
01/12/17

File
04/12/17

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না এবং কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না। এক্ষেত্রে ১০ বছরের সময়সীমার কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং উক্ত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারাকৃত ভূমি মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন;
- ১৬) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৭) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৮) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৯) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ২০) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২১) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২২) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব তাপস কুমার সাহা, পিতা-সুনীল কুমার সাহা)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০২৪.১৭-৩০৬/১(৮)

তারিখঃ ০৩ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, খুলনা জোন, খুলনা
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, খুলনা সড়ক সার্কেল, খুলনা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, খুলনা সড়ক বিভাগ, খুলনা
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব তাপস কুমার সাহা, পিতা-সুনীল কুমার সাহা, ১৬, সাউথ সেন্ট্রাল রোড, খুলনা

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব



১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়
এমআইএওস এক এস্টেটস মার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোন নং-৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্স-৮৮৭৯৩৭৫
ই-মেইল-semis@rhd.rhd.gov.bd

স্মারক নং- এল.আর.ঢাকা-৩৯০/১৭ (২৬ ৩২২/১(৫) M/C

তারিখ :- ০৭.১২.২০১৭

বিষয় : ঢাকা-নারায়নগঞ্জ সংযোগ সড়কের ১ম কিঃমিঃ এ মৌজা-ভূইগড়, জেএল নং সিএস-১৪৮, আরএস-০১, দাগ নং সিএস- ৬২ ও ৬৩ (প্রতিটির অংশ), আর.এস-১৪২, ১৪৩ ও ১৩৯ (প্রতিটির অংশ) এর নিজস্ব ভূমিতে যাতায়াতের জন্য সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি দাগ নং ৬২ ও ৬৩ (প্রতিটির অংশ), আরএস-১৮ (অংশ) এর উপর দিয়ে ১(এক)টি আবাসিক প্রবেশ পথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে। (আবেদনকারী : জনাব মোঃ হারুন অর রশীদ)।

সূত্র : তাঁর দত্তর স্মারক নং- এস্টেট এক ন-০৪৮/১৬-৫২৩৮-ডিজিট তাং-১৭/১০/১৭ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্র স্মারকের প্রেক্ষিতে সম্মানের সহিত জানানো যাচ্ছে যে, " জনাব মোঃ আবদুল হান্নান খান ঢাকা-নারায়নগঞ্জ সড়কের ৭ম কিঃমিঃ এ মৌজা-ফতুল্লা, সি.এস রেকর্ডে জেঃএল নং- ১৫৮, দাগ নং-৯৪৩ (অংশ), আর.এস-১২১০(অংশ) এর নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত বসত বাড়ীতে যাতায়াতের জন্য সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি দাগনং সি.এস-৯৪৩, আর.এস-১২০৯ (অংশ) এর উপর দিয়ে ১(এক)টি আবাসিক প্রবেশপথ নির্মাণের ২০১৫ নতুন নীতিমালা অনুযায়ী আবেদনের প্রেক্ষিতে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সরেজমিনে তদন্ত করে জানান যে,

- ১। প্রস্তাবিত ভূমিটি নারায়নগঞ্জ জেলার ফতুল্লা উপজেলাধীন ফতুল্লা মৌজাস্থিত আর.এস ৪নং খতিয়ানভুক্ত।
- ২। প্রস্তাবিত আবাসিক প্রবেশ পথের জন্য দৈর্ঘ্য ৫৩'-০" (সংযুক্ত ড্রইং অনুযায়ী), উপরে ১২'-০" এবং তলায় ২৮'-০" [(১ঃ২) ট্রোপ এবং ৪'-০" উচ্চতায়] সর্বমোট ৫৩'-০" x ২৮'-০" বা ১৪৮৪.০০ বর্গফুট বা ৩.৪০ শতাংশ বা ০.০৩৪ একর ভূমি ব্যবহৃত হবে।
- ৩। উক্ত ভূমিটি ঢাকা-নারায়নগঞ্জ সংযোগ সড়ক নির্মাণ করার জন্য, এল.এ কেইস নং ১৩/৬৭-৬৮ দ্বারা সওজ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত।
- ৪। প্রস্তাবিত ভূমিটি বর্তমানে আর.এস রেকর্ডে শ্রেণী "সড়ক" হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন করে এবং সরকারের সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে বর্ণিত "নাল" শ্রেণী হিসেবে বিবেচনা করে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে অস্থায়ীভাবে ভূমি ব্যবহারের জন্য নজরানা ফি বাবদ নিম্নমূল্য নির্ধারণের প্রস্তাব করা হল।

ক) এককালীন ফি = ৫,৯০,৬০০.০০ x ৩.৪০ শতাংশ x ৪০% = টাঃ ৮,০৩,২১৬.০০
 ব্যৎসরিক ইজারা ফি = (৮,০৩,২১৬.০০ x ১০%) = টাঃ ৮০,৩২১.৬০
 খ) ১০(দশ) বছরের ইজারা ফি = (৮০,৩২১.৬০ x ১০ বৎসর) = ৮,০৩,২১৬.০০ টাকা
 (ক) এককালীন ফি+(খ) ১০(দশ) বৎসরের ইজারা ফি = (৮,০৩,২১৬.০০+৮,০৩,২১৬.০০) = টাঃ ১৬,০৬,৪৩২.০০
 (গ) ভ্যাট ১৫% + (ঘ) আয়কর ৫% = (২,৪০,৯৬৪.৮০ + ৮০,৩২১.৬০) = টাঃ ৩,২১,২৮৬.৪০
 [(ক+খ)+(গ+ঘ)] সর্বমোট = (১৬,০৬,৪৩২.০০+৩,২১,২৮৬.৪০) = ১৯,২৭,৭১৮.৪০
 (উনিশ লক্ষ সাতাত্তস হাজার সাত শত আঠার দশমিক চার শূন্য)।

- ৫। উক্ত ভূমি নিয়ে আদালতে কোন মামলা চলমান নেই। ইতোপূর্বে উক্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইজারা প্রদান করা হয়নি বা সুপারিশ করা হয়নি।
- ৬। ল্যান্ড ম্যানেজমেন্টে Software-এ প্রস্তাবিত ভূমিটির অধিগ্রহণকৃত সি.এস দাগসূচী ও খতিয়ান সম্বলিত পর্চা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ৭। উক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য সওজ কর্তৃক রোড সাইট ড্রেইন নির্মিত রয়েছে।
নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে অস্থায়ীভাবে ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।
- ৮। আবেদনকারীকে Highway act, 1925 (Ben. Act 111 of 1925) এবং মহাসড়ক (নিরাপত্তা, সংরক্ষণ ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০১ এর ৮(খ) বিধান মেনে চলার শর্তে ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।
- ৯। সরকার যে কোন সময় যে কোন শর্ত আরোপ করতে পারে এবং ভূমি ব্যবহারের অনুমতি বাতিল করতে পারে।
সরকারী রাজস্ব আদায় সাপেক্ষে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫, এর নীতিমালা অনুযায়ী আবাসিক প্রবেশ পথের জন্য ৩.৩৪ শতাংশ ভূমি অস্থায়ীভাবে ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, নারায়নগঞ্জ সড়ক বিভাগ ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা সড়ক মার্কেল সুপারিশসহ প্রেরণ করেছেন।

ইহা তাঁর সদয় অবগতি ও উপরোক্ত শর্তাবলী পালন সাপেক্ষে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ অনুযায়ী আবাসিক প্রবেশ পথ নির্মাণের নিমিত্তে ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশসহ প্রেরণ করা হল।

এমতাবস্থায়, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা জোন, ঢাকার সুপারিশের প্রেক্ষিতে এককালীন ইজারা ফি ও ১০(দশ) বছরের ইজারা ফি(ভ্যাট ও আয়করসহ) ১৯,২৭,৭১৮.৪০ (উনিশ লক্ষ সাতাত্তস হাজার সাত শত আঠার দশমিক চার শূন্য) টাকা মাত্র সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান এবং নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে অস্থায়ী ভিত্তিতে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে। (কপি সংযুক্ত)।

শর্তসমূহ :

- ১। এ অনুমতি ১০(দশ)বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।
- ২। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০(দশ) বছরের ব্যৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রয়োজ্য ভ্যাট ও কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে।
- ৩। ইজারা গ্রহীতাকে হাইওয়ে এ্যাক্ট ১৯২৫ সীমার বাহিরে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে।

- ৪। প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ১২(বার) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ ও বহির্গমন পথের চাপ অনুপাত ১ঃ২ অতিক্রম করা যাবে না।
- ৫। কোনক্রমেই প্রবেশপথ / সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না।
- ৬। প্রবেশপথ / সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে।
- ৭। ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নথী অনুযায়ী স্থাপনা যেমন ড্রিজ পাইপ, কালভার্ট বন্দু কালভার্ট ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নথী অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/ কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ৮। ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না।
- ৯। ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না; করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ১০। ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধ্বংসের হুমুড়ি/ অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না।
- ১১। ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড / সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না।
- ১২। ইজারাকৃত ভূমি উপর কোন ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে দাবী নীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।
- ১৩। চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না এবং কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না।
- ১৪। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহণ করবেন যে, "মহাসড়ক সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তর বাধ্য থাকবেন।
- ১৫। উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি / বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ১৬। এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির পত্যায়িত ফায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রদান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

SDE/LLA

১৫/১২/১৭

বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ,
ঢাকা জোন, ঢাকা।

K. Amin

১৫/১২/১৭

(রোশানি-এ-ফাতিমা)

পরিচিতি নং-০০০৩৯০

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (৫ঃ দাঃ), সওজ,

এমআইএস এন্ড এন্টেন্স সার্কেল

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

১৫/১২/১৭

১৫/১২/১৭

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁর ডায়েরী নং-৬১৭-প্রঃ প্রঃ তাং-০৫/১২/১৭ইং এর প্রেক্ষিতে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড এক্সিভিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, নারায়নগঞ্জ।
- ৫। জনাব মোঃ হারুন অর রশীদ, পিতা-মৃত-হাজী মোঃ নূরুল্লাহ, ১৫৮ শাহসুজা রোড, পাইকপাড়া, নারায়নগঞ্জ।

File
১৫/১২/১৭



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোন নং-৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্স-৮৮৭৯৩৭৫
ই-মেইল-semis@rhd.rhd.gov.bd.

৩২

স্মারক নং- এল. আর. খ-৩৯০/১৬(১৫) ৩২০/২(৭) ৩১৫

তারিখঃ ০৭.১২.২০১৭

বিষয়ঃ ব্যক্তিগত বাড়ীতে যাতায়াতের জন্য দৌলতদিয়া-ফরিদপুর (গোয়ালচামট)-মাগুরা- ঝিনাইদহ- যশোর -খুলনা- মোংলা (দিগরাজ) সড়ক (খুলনা অংশ), এন-৭ জাতীয় মহাসড়কের ২১৬তম কিলোমিটারে বাগমারা মৌজায় সওজ এর হুকুম দখলীয় জমি প্রবেশপথ হিসাবে বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী ইজারা পাইবার আবেদন প্রসঙ্গে (আবেদনকারী : আলোয়া বেগম)।

সূত্রঃ ১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, খুলনা জোন, খুলনা স্মারক নং- এল- ২৪/১৪৭৪/২ তাং- ২৬/১২/১৬ইং
২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, খুলনা জোন, খুলনার স্মারক নং- ২৬/৩১১৯/৩ তাং- ১৫/০৫/১৭ইং

উপর্যুক্ত বিষয়ে তাঁর সুপারিশের প্রেক্ষিতে “খুলনা সড়ক বিভাগাবীন দৌলতদিয়া-ফরিদপুর (গোয়ালচামট)-মাগুরা- ঝিনাইদহ- যশোর -খুলনা-মোংলা (দিগরাজ) সড়ক (খুলনা অংশ), এন-৭ জাতীয় মহাসড়কের ২১৬তম কিলোমিটারে এল এ কেস নং-২৬/১৯৫২-১৯৫৩ (৪) ও ৬৮/১৯৬৪-১৯৬৫ (৪) এর মাধ্যমে বাগমারা মৌজায় সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি জে এল নং-২৫, এস, এ খতিয়ান নং- ১৫, ১৬, ১৭ ও ১১২ এর এস এ দাগ নং- ১২৩ ও ১২৭ এর উপর জনাবা আলোয়া বেগম, খুলনা তার নিজস্ব বাড়ীতে যাতায়াতের প্রবেশপথ হিসেবে ইজারা পাওয়ার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, খুলনার বরাবর আবেদন করেন।

আবেদনের প্রেক্ষিতে সড়ক বিভাগ, খুলনা তার অধীনস্থ মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সমন্বয় সরেজমিনে তদন্ত করতঃ ক্ষেত্র ম্যাপে প্রস্তাবিত প্রবেশ পথ $১২'-০" \times ১৬'-৩"-০" = ১৯৫৯.৯৬$ বর্গফুট $= ০.০৪৫০$ (শতাব্দী দশমিক শতাব্দী চার পাঁচ শতাব্দী) একর জমি বাৎসরিক ইজারার ভিত্তিতে সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী প্রবেশপথের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, কর্তৃক চুক্তিকালীন সময়ে ইজারা ফি বাবদ টাঃ $৫.২৬.০৬৮/-$ (পাঁচ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার আটশত পয়সা) মাত্র, সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান এবং নিম্নলিখিত শর্তে অস্থায়ী ভিত্তিতে ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়।

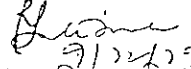
শর্তসমূহঃ

- ১। অনুমোদিত আবাসিক সড়ক $১২'-০" \times ১৬'-৩"-০" = ১৯৫৯.৯৬$ বর্গফুট $= ৪.৫০$ শতাংশ বা ০.০৪৫০ একর।
- ২। এ অনুমতি ১০(দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।
- ৩। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০(দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে।
- ৪। আবাসিক প্রবেশপথটি সংযুক্ত নক্সা/ড্রইং অনুযায়ী স্থানীয় সওজ কর্মকর্তাগণের পরামর্শে নির্মাণ করতে হবে।।
- ৫। কোনক্রমেই প্রবেশপথ / সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না।
- ৬। প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী ১ঃ২ টালে নির্মাণ করতে হবে।
- ৭। ইজারাকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী $(১.৫২ \times ১.৫২ \times ১৯.৫০)$ মিটার) বক্স কালভার্ট নির্মাণ করতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নক্সা কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ৮। ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি কোন ভাবেই ব্যবহার করা যাবে না এবং ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না; করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯। ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো/বিলবোর্ড/ সাইনবোর্ড স্থাপন/ নির্মাণ করা যাবে না এবং কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না।
- ১০। ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না, বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
- ১১। চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ইজারাকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না এবং কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না।
- ১২। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহণ করবেন যে, “মহাসড়ক সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন না, পরিশোধিত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তর বাধ্য থাকবেন।
- ১৩। উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।

SDE/LRA
Fole
১৫/১২/১৭

- ১৪। এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।
১৫। ভূমি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিঘাট অঙ্কভুক্ত করতে হবে।

সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ফায়ালিপি চুক্তি সম্পাদনের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বরাবর প্রেরনের জন্য অনুরোধ করা হলো।


১/১২/১৭
(রোশনি-এ-ফাতিমা)
পরিচিতি নং-০০০৩১০

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (চঃ দাঃ) সওজ
এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস্টস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ,
খুলনা জোন, খুলনা।

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁর ডাইরী নং-৬৪০-প্রঃ প্রঃ তাং-
৬/১২/১৭ইং এর প্রেক্ষিতে।
২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, খুলনা।
৫। জনাবা আলিয়া বেগম, স্বামী-মোঃ আফজাল হোসেন, রাস্তা নং-৮র রূপসা, ডাকঘর-পূর্ব রূপসা-৯২৪১, খুলনা।



১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়
এমআইএওস এন্ড এফেস্টেস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোন নং-৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্স-৮৮৭৯৩৩৫
ই-মেইল-senis@rhd.rhd.gov.bd.

তারিখঃ ১১/১২/২০১৭

স্মারক নং- এল.আর.ঢাকা-৩৯০/১৭ (২৬)

১২৩/১(৩) মিঃ

বিষয় : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ অনুযায়ী নরাইল-নাসিরনগর-লাখাই সড়কের এল আর পি ১৭+৪৯২ কিমিএ ক্লিকভা মৌজার সেরা মোঃ দাগ নং- ২৫৪৭ (অংশ) এ আবাসিক স্থানে যাতায়াতের পন্থায় সড়ক নির্মাণের নিমিত্তে ভূমি ব্যবহারের আবেদন প্রদানে। (আবেদনকারী : জনাবা শাহিদা আলম)।
স্থ : অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা স্মারক নং- ২২১১ তাং- ২৩/১০/২০১৭ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে দখলের দায়িত্ব জানানো যাচ্ছে যে, জনাবা শাহিদা আলম, স্বামী ও শেখ মোঃ নেয়ামত উল্লাহ, এর আবেদনের প্রেক্ষিতে নরাইল-নাসিরনগর-লাখাই সড়কের এল আর পি ১৭ + ৪৯২ কিঃ মিঃ এ নাসিরনগর মৌজার সেরা মোঃ দাগ নং- ২৫৪৭ (অংশ) এ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে $১১১-০' \times ৩২-০' = ৩২৬৪.০০$ বর্গফুট বা ৩.৪৯ শতক ভূমি, প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকার স্মারক নং-৬১৩ প্রঃ প্রঃ তাং-০৪/১২/২০১৭ইং স্মারক অনুমোদন করেন :

শর্তসমূহ :

১. এ অনুমতি ১০(দশ)বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।
২. ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০(দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রয়োজ্য ভ্যাট ও কর ১৩৬.৬২৩/৫৪ (মাত্র এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার ছয়শত তেরশ টাকা ছয়শ পয়সা)। পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জমা প্রদান করতে হবে।
৩. ইজারা গ্রহীতাকে হাইওয়ে এআই ১৯২৫ সীমার বাহিরে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে।
৪. প্রবেশপথ/ দংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে দৈর্ঘ্য ১২(বার) ফুট এবং বর্ডার ০২ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ ও বাহিগমন পথের দালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না।
৫. কান্ডজমেই প্রবেশপথ / দংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না।
৬. প্রবেশপথ / দংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে।
৭. ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন ব্রিক পাইপ, কালভার্ট বক্স কালভার্ট ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে। যা দৃশ্টি নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রস্তুত প্রবেশপথ/ দংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/ কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
৮. ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না।
৯. ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাহিরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না; করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না।
১০. ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের দূষ্টি/ অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না।
১১. ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড / সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না।
১২. ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে দাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বরকৎ রেখে কোন প্রকার অর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।
১৩. চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে জাংকনিকভাবে ব্যবহারে অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না এবং কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না।
১৪. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহণ করবেন যে, "মহাসড়ক সংস্কার মেয়াদ ও দংযোগ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তর বাধা থাকবেন।
১৫. উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লঙ্ঘিত হলে এ অনুমতি / বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।
১৬. এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত স্বাক্ষরিত ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

Katrina
১১/১২/১৭
(রোশনি-এ-ফাতিমা)
পরিচিতি নং-০০০৩৯০
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (সওজ), সওজ,
এমআইএস এন্ড এফেস্টেস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

বরাবর
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ,
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।

অনুমোদিত সদস্য জ্ঞাতার্থে :

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁর ডায়েরী নং-৬১৩-প্রঃ প্রঃ তাং-০৪/১২/১৭ইং এর প্রেক্ষিতে।
২. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, বি-বাড়ীয়া।
৫. জনাবা শাহিদা আলম, স্বামী ও শেখ মোঃ নেয়ামত উল্লাহ, গ্রাম : কুলিকুড়া, উপজেলা : নাসিরনগর, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়
এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোন নং-৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্স-৮৮৭৯৩৭৫
ই-মেইল-semis@rhd.rhd.gov.bd.

স্মারক নং- এল, আর-রাজ-৩৯০/১৭ (২২) ৩২/১ (৩) MIS

তারিখঃ- ১১.১২.২০১৭

বিষয়ঃ নাটোর সড়ক বিভাগাধীন কাশিনাথপুর-পাবনা-দাশরিনা-নাটোর-রাজশাহী(এন-৬) জাতীয় মহাসড়কের ১০১তম (অংশ) কিলোমিটারে অবস্থিত নিজস্ব বসত বাড়ীতে যাতায়াতের জন্য এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণের নিমিত্তে ০.০৫০২ একর ভূমি ইজারা প্রদান প্রসংগে (আবেদনকারীঃ অমলা রানী পাল)।


সূত্রঃ ১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকার বেঃ সঃ নং-৬০১ তাং-৩০/১১/১৭ইং।
২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন, রাজশাহীর স্মারক নং-সি-১৯৯/৩০১৪(৬) তাং-১০/৮/২০১৭ইং।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সম্বন্ধের সহিত জানানো যাচ্ছে যে, "শ্রী অমলা রানী পাল, স্বামী-মৃত নৃশীল চন্দ্র পাল এর আবেদনের প্রেক্ষিতে নাটোর সড়ক বিভাগাধীন কাশিনাথপুর-পাবনা-দাশরিনা-নাটোর-রাজশাহী(এন-৬) জাতীয় মহাসড়কের ১০১তম (অংশ) কিলোমিটারে অবস্থিত মৌজা-বড়হরিশপুর, জে.এল নং-২২৪, খতিয়ান নং-১০/১(প্রস্তাবিত) আর.এস দাগ নং-৫৫৯ তে নিজস্ব বসত বাড়ীতে যাতায়াতের জন্য সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমির উপর দিয়ে এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণে সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ অনুযায়ী নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে সূত্র ১নং স্মারকের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়।

শর্তসমূহঃ

- ১। অনুমোদিত আবাসিক সড়ক ১ X ৭৩' X ৩০' = ২১৯০ বর্গফুট = ৫.০২ শতাংশ বা ০.০৫২ একর।
- ২। এ অনুমতি ১০(দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।
- ৩। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০(দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ডাট ও কর বাবদ ২,৮৪,৬০৪.৩০ টাকা নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে।
- ৪। আবাসিক প্রবেশপথটি সংযুক্ত নক্সা/ড্রইং অনুযায়ী স্থানীয় সওজ কর্মকর্তাগণের পরামর্শে নির্মাণ করতে হবে।।
- ৫। কোনক্রমেই প্রবেশপথ / সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না।
- ৬। প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী ১ঃ২ ঢালে নির্মাণ করতে হবে।
- ৭। ইজারাকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী (১.৫২ X ১.৫২ X ৯.১৫) মিটার বক্স কালভার্ট নির্মাণ করতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ৮। ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি কোন ভাবেই ব্যবহার করা যাবে না এবং ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না; করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯। ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো/বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন নির্মাণ করা যাবে না এবং কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না।
- ১০। ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে দাবী নীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।
- ১১। চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না এবং কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না।
- ১২। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের সংর্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ সর্ম্মে একটি হলকনানা Affidavit গ্রহণ করবেন যে, "মহাসড়ক সংস্কার মোরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন।
- ১৩। উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ১৪। এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।
- ১৫। ভূমি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।


৩১/০৭/১৭
(রোশনি-এ-ফাতিমা)

পরিচিতি নং-০০০৩৯০

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (চঃ দাঃ) সওজ,
এমআইএস এন্ড এস্টেটস মার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ,
রাজশাহী জোন, রাজশাহী।

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁর বেঃ সঃ নং-৬০১ প্রঃ প্রঃ তাং-৩০/১১/১৭ইং এর প্রেক্ষিতে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, নাটোর।
- ৫। অমলা রানী পাল, পিতা স্বামী-দুশীল চন্দ্র পাল, মহল্লা-বড়হরিশপুর, উপজেলা-নাটোর সদর, জেলা-নাটোর

ডায়েরী নং ২৪৬২০ স্মঃ স্মঃ
তারিখ ২২/০২/১৭
প্রধান প্রকৌশলীর (সওজ) নম্বর
নড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

স্মঃ স্মঃ স্মঃ MSW/বংপুর রোন

প্রধান প্রকৌশলী

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৯০.১৭-৩২৬

তারিখ: ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
০৫ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

বিষয়: জয়পুরহাট-ক্ষেতলাল মহাসড়কের ১ম কিলোমিটারে দাদডাজক্তিগ্রাম মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে নির্মিত বা মেসার্স বারী অটো রাইস মিল-এ যানবাহন যাতায়াতের বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: জনাব মোঃ আমিনুল বারী, প্রোপাইটর)।

সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-৭৫০-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-০৭.১১.২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে জয়পুরহাট সড়ক বিভাগের অধীন জয়পুরহাট-ক্ষেতলাল মহাসড়কের ১ম কিলোমিটারে দাদডাজক্তিগ্রাম মৌজার জেএল নম্বর-সিএস ১৫৯, সিএস খতিয়ান নম্বর-৭২৬ ও এসএ খতিয়ান নম্বর-৭১১ এবং এসএ দাগ নম্বর ৩৮৪৯ এর সওজ মালিকানাধীন ৪.১২ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত মেসার্স বারী অটো রাইস মিল-এ যানবাহন যাতায়াতের ১টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৩,৫২,৩৮৬.০৬ (তিন লক্ষ বায়ান্ন হাজার তিনশত ছিয়াছি টাকা শূন্য ছয় পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব মোঃ আমিনুল বারী, প্রোপাইটর, মেসার্স বারী অটো রাইস মিল-এর অনুকূলে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা ফি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নজরা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রেস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং

স্মঃ স্মঃ স্মঃ
৭-০১-১৫
File
19/01/18

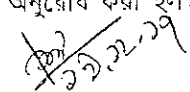
ডায়েরী নং ৩০২০ তারিখ ১/০২/১৮
স্মঃ স্মঃ স্মঃ
স্মঃ স্মঃ স্মঃ
স্মঃ স্মঃ স্মঃ

এস এস ভিউ স্মারক নং ২২২০
তারিখ: ২৭/০২/১৭
স্মঃ স্মঃ স্মঃ
স্মঃ স্মঃ স্মঃ
স্মঃ স্মঃ স্মঃ

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মোরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মোরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়াছবি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব মোঃ আমিনুল বারী, প্রোপাইটর, মেসার্স বারী অটো রাইস মিল)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়াছবি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৯০.১৭-৩২৬/১(৮)

তারিখঃ ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ
০৫ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রংপুর জোন, রংপুর
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, বগুড়া সড়ক সার্কেল, বগুড়া
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, জয়পুরহাট সড়ক বিভাগ, জয়পুরহাট
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব মোঃ আমিনুল বারী, প্রোপাইটর, মেসার্স বারী অটো রাইস মিল, দাদড়াজুগ্রাম, পোঃ দাদরা, উপজেলা-জয়পুরহাট সদর, জেলা-জয়পুরহাট

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব



ডায়েরী নং: ২৪৫০ এম.প্র.প্র.
তারিখ: ২৪/১২/১৭
প্রধান প্রকৌশলীর (সওজ) কার্যালয়
সওজ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

এম.প্র.প্র.: MSW/রাজশাহী/১০১

প্রধান প্রকৌশলী
১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
০৫ শেখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৯১.১৭-৩৩১

তারিখ: ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
০৫ শেখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

বিষয়: কাশিনাথপুর-দাশরিয়া-নাটোর-রাজশাহী (এন-৬, পাবনা অংশ) মহাসড়কের ২৪তম (অংশ) কিলোমিটারে মহাসড়কের ডানপার্শ্বে পদ্মাবিলা মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত পিএস ফিলিং স্টেশনে যাতায়াতের দু'টি প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: জনাব মোঃ জাহিদ হাসান, প্রোপাইটর)

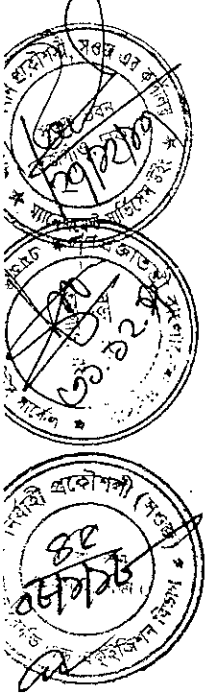
সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অবিদগুরের স্মারক নং-এলআর-রাজ-৩৯০/১৭(২০)-৭১৯-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-০৭.১১.২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে পাবনা সড়ক বিভাগাধীন কাশিনাথপুর-দাশরিয়া-নাটোর-রাজশাহী (এন-৬, পাবনা অংশ) মহাসড়কের ২৪তম (অংশ) কিলোমিটারে মহাসড়কের ডানপার্শ্বে পদ্মাবিলা মৌজার জেএল নম্বর-১৮৮, আরএস খতিয়ান নম্বর-২, আরএস দাগ ১৫৮৭ এর সওজ মালিকানাধীন ৮.৯০ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত পিএস ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৩,৫১,০১৪.২০ (তিন লক্ষ একাত্তর হাজার চৌদ্দ টাকা বিশ পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব মোঃ জাহিদ হাসান, প্রোপাইটর, পিএস ফিলিং স্টেশন-এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং অনায়ুক্ত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের নকশা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, ব্লক কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং

SDE, LAD
১৭/১২/১৭
০৭/১২/১৭



ডায়েরী নং: ৪৬০/১৭ তারিখ: ২৪/১২/১৭ সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

নিঃ প্রঃ স্মারক রেকর্ড/কঃ সিঃ এনালিষ্ট

নিঃ হাঃ ইজঃ/সহঃ প্রঃ এমআইএস

৪/১২/১৭
৩ঃ প্রঃ এমআইএস

এম এস ডিউটি স্মারক নং: ১১/১৭

তারিখ: ২৪/১২/১৭

তঃ প্রঃ সওজ, স্মারক: ও স্মারক: এমআইএস

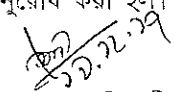
নিঃ আইন কর্মকর্তা/আরএইচডি/এসইউসি/অফিসার
পরিঃ নিঃ ও হিঃ/সিঃ সিঃ এনালিষ্ট

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিখন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত হায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব মোঃ জাহিদ হাসান, প্রোপাইটর, পিএস ফিলিং স্টেশন)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত হায়ালিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

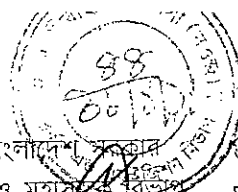
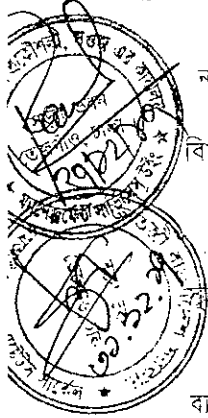
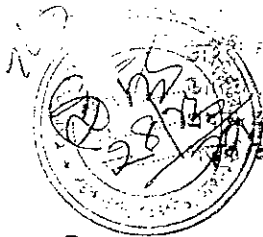
নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৯১.১৭-৩৩১/১(৮)

তারিখঃ ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ
০৫ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন, রাজশাহী
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক সার্কেল, পাবনা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক বিভাগ, পাবনা
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব মোঃ জাহিদ হাসান, প্রোপাইটর, পিএস ফিলিং স্টেশন, গ্রাম-শালগাড়ীয়া, ডাকঘর-পাবনা, উপজেলা-পাবনা সদর, জেলা-পাবনা

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

অঃ প্রঃ প্রঃ M&W/রাজশাখী জেড

প্রধান প্রকৌশলী
১৯ ডিসেম্বর ২০১১

তারিখ: ১৯ ডিসেম্বর ২০১১
০৫ পৌনিক সঙ্কর দ্বন্দ্বকাপাও, ঢাকা।

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৮৯.১৭-৩৩০

বিষয়: কিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দাওরিয়া- (এন-৭০৪) মহাসড়কের ৮১তম কিলোমিটারে মহাসড়কের বামপার্শ্বে চরমিরকামারী মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত মেসার্স দেওয়ান ফিলিং স্টেশনে যাতায়াতের দু'টি প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: আলহাজ্ব আমজাদ হোসেন, প্রোপাইটর)।

সং: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নং-এলআর-রাজ-৩৯০/১৭(২৯)-৭২৩-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-০৬.১১.২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে পাবনা সড়ক বিভাগাবীন কিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দাওরিয়া- (এন-৭০৪) মহাসড়কের ৮১তম কিলোমিটারে মহাসড়কের বামপার্শ্বে চরমিরকামারী মৌজার জেএল নম্বর-৯০, আরএস খতিয়ান নম্বর-১২০১, আরএস দাগ ৫১১৬ এর সওজ মালিকানাধীন ২.৪০ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত মেসার্স দেওয়ান ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ২,০৯,৬৭৯.৮৪ (দুই লক্ষ নয় হাজার ছয়শত উনাশি টাকা চুরাশি পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে আলহাজ্ব আমজাদ হোসেন, প্রোপাইটর, মেসার্স-দেওয়ান ফিলিং স্টেশন-এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে;

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নঙ্গা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ফ্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং

SDE, LRP
৪/৩ ৪২৭ ২০১৭

File
৩১/০৭/১৬

গ্রহীতা নং: ২৬০৬
তারিখ: ২৬/১১/১৬
মিঃ প্রঃ ল্যান্ড রেকর্ড/কঃ সিঃ এনালিস্ট
নং হাঃ ইঞ্জিঃ/সহঃ প্রঃ এমআইএস।

D:\State Section\Letter\Letter 2017.doc-357

উঃ প্রঃ এমআইএস

এম এল ডব্লিউ স্মারক নং: ১১৯৭৭৯
তারিখ: ২৪/১১/১৭
ভঃ প্রঃ সওজ, এনএল ও সং/ভঃ প্রঃ এমআইএস
নিঃ আইন কর্মকর্তা/স্মারক নং/ইউজি/এক্টেস/অফিসার
পরিঃ নিঃ ও হিঃ/ সিঃ এনালিস্ট।

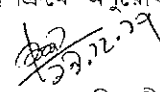
অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৭/১১/১৭

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (আলহাজ্ব আমজাদ হোসেন, প্রোপাইটর, মেসার্স-দেওয়ান ফিলিং স্টেশন)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

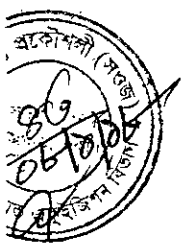
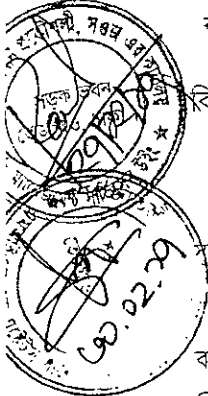
নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৮৯.১৭-৩৩০/১(৮)

তারিখঃ ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ
০৫ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন, রাজশাহী
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক সার্কেল, পাবনা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক বিভাগ, পাবনা
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. আলহাজ্ব আমজাদ হোসেন, প্রোপাইটর, মেসার্স-দেওয়ান ফিলিং স্টেশন, সাং ও পোষ্ট-দাওড়িয়া, থানা-ইশ্বরদী, জেলা-পাবনা

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব



ডায়েরী নং ২৪৫১ এম.সি.সি.
২৪/০২/১৭
প্রকৌশলীর (সওজ) নম্বর
ডবল, তেজগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

এম.সি.সি. MSW/গোপালগঞ্জ জেলা

তারিখ: ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭
০৫ পৌষ ১৪২৪, রঙ্গুণী
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৯৫.১৭-৩২৯

বিষয়: গৌরনদী- আগৈলঝরা- পয়সারহাট- কোটালীপাড়া জেলা মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটারে গচাপাড়া মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত মেসার্স মাহিয়া ফিলিং স্টেশনে যাতায়াতের দু'টি প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: জনাব কে এম হুমায়ুন রশিদ, প্রোপাইটর)।

সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অবিদগুরের স্মারক নম্বর-এলআর-গোপা-৩৯০/১৭(১২)-৮০১-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-১৪.১১.২০১৭

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে গোপালগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন গৌরনদী- আগৈলঝরা- পয়সারহাট- কোটালীপাড়া জেলা মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটারে মহাসড়কের বামপার্শ্বে গচাপাড়া মৌজার জেএল নম্বর-৬৫, এসএ নাগ নম্বর ৩২৮১ ও ৩২৮২ এর সওজ মালিকানাধীন ১১.৩৯ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত মেসার্স মাহিয়া ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৩,২৪,৩৪১.৬৪ (তিন লক্ষ চব্বিশ হাজার তিনশত একচল্লিশ টাকা চৌষটি পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব কে এম হুমায়ুন রশিদ, প্রোপাইটর-মেসার্স মাহিয়া ফিলিং স্টেশন-এর অনুকূলে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা হুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থমৈত্রিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশপথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রেস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং

SDE, LDD
১/৮ ১২৪
১৪/১১/১৭
০৫/১১/১৭

ডায়েরী নং ৪৬১০ তারিখ ১৪/০২/১৭ সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

নিঃ প্রঃ ল্যান্ড রেকর্ড/কঃ সিঃ এনালিষ্ট
নিঃ হাঃ ইঞ্জিঃ/সহঃ প্রঃ এম.সি.সি.এস

এম এস ডিউউ স্মারক নং: ১২/১৭
তারিখ: ১৪/০২/১৭
তঃ প্রঃ সওজ, জমাঃ ও সংঃ/সঃ: প্রোপাইটর
নিঃ আইন কর্মকর্তা/আঃ এইজারটিনি/ এম.সি.সি. অফিসার.
পরিঃ নিঃ ও হিঃ/ সিঃ এনালিষ্ট।

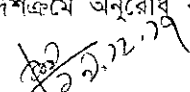
অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৮

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ বছর শর্তে কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিবন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অবিদগুর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব কে এম হুমায়ুন রশিদ, প্রোপাইটর-মেসার্স মাহিয়া ফিলিং স্টেশন)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অবিদগুর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

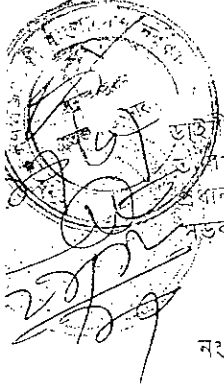
নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৯৫.১৭-৩২৯/১(৮)

তারিখঃ ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
০৫ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ জোন, গোপালগঞ্জ
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ সড়ক সার্কেল, গোপালগঞ্জ
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ সড়ক বিভাগ, গোপালগঞ্জ
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব কে এম হুমায়ুন রশিদ, প্রোপাইটর-মেসার্স মাহিয়া ফিলিং স্টেশন, গ্রাম-আমতলী, পো: গচাপড়া, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব



ডায়েরী নং ২৪৩৩
তারিখ ২৯/০২/১৯
প্রধান প্রকৌশলীর (সওজ) দপ্তর
সড়ক ভবন, চেম্বার্স, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

অঃ প্রঃ সঃ/১৫৩/২১৯/১৯
তারিখ: ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯
০৫ নং সড়ক ভবন, চেম্বার্স, ঢাকা।

বিষয়: ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ১২২তম কিলোমিটারে চট্টগ্রাম অভিমুখে মহাসড়কের বামপার্শ্ব ৯২ নম্বর পাঁচরা (পাঁচমোড়া) মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে নির্মিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: জনাব মোঃ আব্দুল মতিন ভূঞা)।

প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অবিদগুরের স্মারক নম্বর-এলআর-কু-৩৯০/১৭(৮) ৭৯৯-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-১৪.১১.২০১৭

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে কুমিল্লা সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ১২২তম কিলোমিটারে চট্টগ্রাম অভিমুখে মহাসড়কের বামপার্শ্ব ৯২ নম্বর পাঁচরা (পাঁচমোড়া) মৌজার জেএল নম্বর-৯২, সিএস খতিয়ান নম্বর-৬১ ও সিএস দাগ নম্বর ১০৬৩ এর সওজ মালিকানাধীন ১.৮৩ শতাংশ ভূমি নিজস্ব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের ১টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ২,৪৪,৪৪৭.৭২ (দুই লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার চারশত সাতচল্লিশ টাকা বাহাত্তর পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব মোঃ আব্দুল মতিন ভূঞা, পিতা-মৃত ওমর আলী ভূঞা, গ্রাম-ডাকরা, ডাকঘর-খিরনশাল, জেলা-কুমিল্লা-এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আপায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চল্লিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের দালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিনবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

ডায়েরী নং ৪৬০০ তারিখ ৪/৩/১৬

নিঃ প্রঃ স্যাদ রেকর্ড/কঃ সিঃ এনালিষ্ট
নিঃ হঃ ইঞ্জঃ/সহঃ প্রঃ এমআইএস

ডঃ প্রঃ এমআইএস

এম এম উল্লিট স্মারক নং ২২৩০০০
তারিখ: ২৯/১২/১৯
জঃ প্রঃ সওজ, রঃ প্রঃ সওজ/১৫৩/২১৯/১৯
ফি: ডায়েরী নং ১৫৩/২১৯/১৯
পারিঃ নং: ১৫৩/২১৯/১৯

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

অঃ প্রঃ এম এম উল্লিট

File
০৭/০১/১৬

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেয়ামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেয়ামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধা থাকবে না। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব মোঃ আব্দুল মতিন ভূঞা, পিতা-মৃত ওমর আলী ভূইয়া, গ্রাম-ডাকরা, ডাকঘর-খিরনশাল, জেলা-কুমিল্লা)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

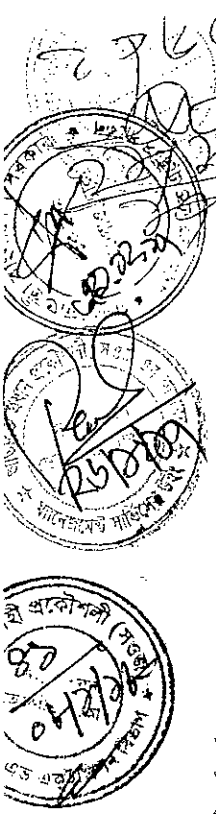
নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৯৬.১৭-৩২৭/১(৮)

তারিখঃ ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
০৫ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, কুমিল্লা সড়ক সার্কেল, কুমিল্লা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, কুমিল্লা সড়ক বিভাগ, কুমিল্লা
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব মোঃ আব্দুল মতিন ভূঞা, পিতা-মৃত ওমর আলী ভূইয়া, গ্রাম-ডাকরা, ডাকঘর-খিরনশাল, উপজেলা-চৌদ্দগ্রাম, জেলা-কুমিল্লা

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

সং. প্রঃ প্রঃ/MSW/সংসদ/সিপি/১৯

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৯৮.১৭-৩২৫

তারিখ: ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
০৫ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

বিষয়: জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের ৩২তম কিলোমিটারে গুজিয়াম মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে স্থাপিত সি পি বাংলাদেশ কোং লিমিটেড-এ যাতায়াতের বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: জনাব সুচাত শান্তিপদ, প্রেসিডেন্ট, সিপি বাংলাদেশ কোং লিমিটেড)

সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-৮০০-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-১৪.১১.২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগাধীন জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের ৩২তম কিলোমিটারে গুজিয়াম মৌজার জেএল নম্বর-৮৫, সিএস খতিয়ান নম্বর-১৫৩ এবং সিএস দাগ নম্বর ১৭৫৬, ১৭৬৮ ও ১৭৬৯ (বর্তমানে হাল খতিয়ান নং-৪, দাগ নম্বর ১১১৫৯) এর সওজ মালিকানাধীন ১.৪৯ শতাংশ ভূমি নিজস্ব ভূমিতে স্থাপিত সি পি বাংলাদেশ কোং লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের ১টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ১,৯৪,৩১৬.২৬ (এক লক্ষ চুরানব্বই হাজার তিনশত ষোল টাকা হাব্বিশ পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব সুচাত শান্তিপদ, প্রেসিডেন্ট, সিপি বাংলাদেশ কোং লিমিটেড-এর অনুকূলে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি একত্রিত করে প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নকশা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রেস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

SDE, LPO
১/০ ১২/১৭
০৩/০১/১৮

ফি নং: ৪৫৬৭
ইং প্রঃ জায়দ রেকর্ড/কঃ সিঃ এনালিস্ট
ইং হাঃ ইঞ্জিঃ/সঃ প্রঃ এমআইএস।
তারিখ: ১২/১২/১৭

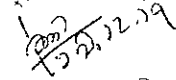
এস এম ডিউটি স্মারক নং: ২২৩৬৮
তারিখ: ২৭/১২/১৭
সঃ প্রঃ সওজ, প্রঃ সঃ সঃ/সঃ প্রঃ এমআইএস
নিঃ অইন কর্মকর্তা/সঃ প্রঃ ইন্সপেক্টর/এস্টেট: : নঃ
সিঃ/সিঃ/সিঃ এনালিস্ট

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তনমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত হায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব সুচাত শান্তিপদ, প্রেসিডেন্ট, সিপি বাংলাদেশ কোং লিমিটেড)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত হায়ালিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rind.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

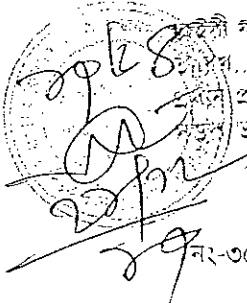
নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৯৮.১৭-৩২৫/১(৮)

তারিখঃ ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
০৫ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ সড়ক সার্কেল, ময়মনসিংহ
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগ, ময়মনসিংহ
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব সুচাত শান্তিপদ, প্রেসিডেন্ট, সিপি বাংলাদেশ কোং লিমিটেড, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব



২৪০৩৩ পূঃ পূঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

ওঃ পূঃ পূঃ MSO/কুমিল্লা বাস

প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

তারিখঃ ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯
০৫ পৌষ ১৩৪৮

বিষয়ঃ কুমিল্লা (ময়নামতি)-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া(সরাইল) মহাসড়কের ৩৬তম কিলোমিটারে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অভিমুখে মহাসড়কের বামপার্শ্বে সংচাইল মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত মেসার্স ডিপ ড্রেডিং ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের দু'টি প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারীঃ জনাব মোহাম্মদ ফিরোজ, প্রোপাইটর)।

সূত্রঃ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-খু-৩৯০/১৭(১৪)-৯১৫-প্রঃ, তারিখ-২৯.১১.২০১৭

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে কুমিল্লা সড়ক বিভাগাবীন কুমিল্লা (ময়নামতি)-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া(সরাইল) মহাসড়কের ৩৬তম কিলোমিটারে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অভিমুখে মহাসড়কের বামপার্শ্বে সংচাইল মৌজার জেএল নম্বর-১১৯, আরএস খতিয়ান নম্বর-২৯৩ ও ৩১২, আরএস দাগ নম্বর ৪২, ৪৩ ও ৪৪ নম্বর দাগের সওজ মালিকানাধীন ১০.২৬ শতাংশ ভূমি নিজস্ব ভূমিতে নির্মিতব্য মেসার্স ডিপ ড্রেডিং ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ১,৬৫,২৫২.০০ (এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার দুইশত বায়ান্ন টাকা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব মোহাম্মদ ফিরোজ, প্রোপাইটর, মেসার্স ডিপ ড্রেডিং ফিলিং স্টেশন-এর অনুকূলে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ

শর্তসমূহ

- এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোতে জমা প্রদান করতে হবে;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চল্লিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক দনী, খাল, নাল্লা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর

তারিখঃ ২৪/১১/১৯

নিঃ পূঃ প্যাড রেকর্ড/কঃ সিঃ এনালিস্ট

নিঃ হাঃ ইঞ্জিঃ/সহঃ প্রঃ এমআইএস

তারিখঃ ২৪/১১/১৯

তারিখঃ ২৪/১১/১৯

এম এম জরিফ

তারিখঃ ২৪/১১/১৯

তারিখঃ ২৪/১১/১৯

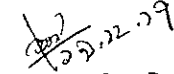
তারিখঃ ২৪/১১/১৯

Handwritten signatures and dates at the bottom right, including '09/10/18' and '28-01-18'.

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মোরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মোরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিদন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অবিদগুর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব মোহাম্মাদ ফিরোজ, প্রোপাইটর, মেসার্স ডিপ ট্রেডিং ফিলিং স্টেশন)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


 (মোঃ গোলাম জিলানী)
 সহকারী সচিব
 ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

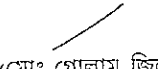
✓ প্রধান প্রকৌশলী
 সড়ক ও জনপথ অবিদগুর
 সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.১০৫.১৭-৩২৪/১(৮)

তারিখঃ ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ
 ০৫ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, কুমিল্লা সড়ক সার্কেল, কুমিল্লা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, কুমিল্লা সড়ক বিভাগ, কুমিল্লা
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব মোহাম্মাদ ফিরোজ, প্রোপাইটর, মেসার্স ডিপ ট্রেডিং ফিলিং স্টেশন, পোঃ-বড়শালঘর, উপজেলা-দেবিদ্বার, কুমিল্লা


 (মোঃ গোলাম জিলানী)
 সহকারী সচিব

ডায়েরী নং ২০২২/২০১৯
তারিখ ২১/১২/১৯

সংসদ প্রকৌশলীর (সওজ) দপ্তর
১৩১, তেজগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

ওঃ পুঃ পুঃ/MSW/খুলনা জোন
তারিখঃ ১৯/১২/১৯
০৬৪৫পরি/১৪২৪ বঙ্গাব্দ

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.১০৩.১৭-৩২৮

বিষয়ঃ ভাটিয়াপাড়া-কালনা-লোহাগড়া-নড়াইল-যশোর জাতীয় (এন ৮০৬) মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটারে বসুপটি মৌজার নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত মেসার্স আলম ফিলিং স্টেশনে যাতায়াতের দু'টি প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারীঃ এমএম রেজাউল আলম, প্রোপাইটর)।

সূত্রঃ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অবিদগুরের স্মারক নম্বর-এলআর-খু-৩৯০/১৭(২২)-৯১৩-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-২৯.১১.২০১৭ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিস্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে নড়াইল সড়ক বিভাগাবীন ভাটিয়াপাড়া-কালনা-লোহাগড়া-নড়াইল-যশোর জাতীয় (এন ৮০৬) মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটারে বসুপটি মৌজার জেএল নম্বর-১০৪, আরএস খতিয়ান নম্বর-০৩, সিএস দাগ নম্বর ১৩২৬ ও ১৩২৯ এবং আরএস ১৬৪৯ ও ১৭৪৯ নম্বর দাগের সওজ মালিকানাধীন ৬.৩৯ শতাংশ ভূমি নিজস্ব ভূমিতে নির্মিতব্য মেসার্স আলম ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ১,৪৩,২৮০.৪০ (এক লক্ষ তেতাশ্লিশ হাজার দুইশত আশি টাকা চল্লিশ পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব এমএম রেজাউল আলম, প্রোপাইটর, মেসার্স আলম ফিলিং স্টেশন-এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চল্লিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বঙ্গ কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবস্থা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

ডায়েরী নং ৪৫২২ তারিখ ২১/১২/১৯
নিঃ প্রঃ ল্যান্ড রেকর্ড/কঃ সিঃ এনালিস্ট
নিঃ হাঃ ইঞ্জিঃ/সইঃ প্রঃ এমআইএস।
উঃ প্রঃ এমআইএস

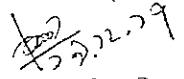
SDE/LEA
তারিখঃ ২১/১২/১৯

এম এম রেজাউল আলম নং ১১২৪৪
তারিখঃ ২১/১২/১৯
অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মোরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মোরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ বছর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অবিদগুর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব এমএম রেজাউল আলম, প্রোপাইটর, মেসার্স আলম ফিলিং স্টেশন)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অবিদগুর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.১০৩.১৭-৩২৮/১(৮)

তারিখঃ ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
০৫ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, খুলনা জোন, খুলনা
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এপ্টেস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, যশোর সড়ক সার্কেল, যশোর
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, নড়াইল সড়ক বিভাগ, নড়াইল
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব এম.এম. রেজাউল আলম, প্রোপাইটর, মেসার্স আলম ফিলিং স্টেশন, গ্রাম/রাঙ্গা-আদালত সড়ক, মহিষখোলা, পোঃ- নড়াইল-৭৫০০, উপজেলা-নড়াইল সদর, জেলা-নড়াইল

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব



১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৮৫.১৭-৩২৩

তারিখঃ ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
০৫ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

বিষয়ঃ ঢাকা(মিরপুর)-উখুলী-পাটুরিয়া-নটাখোলা-কাশিনাথপুর-বগুড়া-রংপুর-বেলডাঙ্গা-বাংলাবান্দা মহাসড়কের ১৩১তম (অংশ) কিলোমিটারে বাঘাবাড়ী ডিপোর ট্যাংকলরী টার্মিনাল নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের অনুকূলে সওজ মালিকানাধীন ১.৫৮০ একর ভূমি সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে ইজারা/ব্যবহারের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারীঃ জনাব মুস্তফা কুদরত-ই-ইলাহী, মহাব্যবস্থাপক (পরিঃ ও উন্নঃ), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন)

সূত্রঃ তাঁর দপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-রাজ-৩৯০/১৭(৪)-৬৭২-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-৩০.১০.২০১৭, তারিখ-০৬.১১.২০১৭ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে সিরাজগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা(মিরপুর)-উখুলী-পাটুরিয়া-নটাখোলা-কাশিনাথপুর-বগুড়া-রংপুর-বেলডাঙ্গা-বাংলাবান্দা মহাসড়কের ১৩১তম (অংশ) কিলোমিটারে মহাসড়কের ডানপার্শ্বে শাকতোলা মৌজার জেএল নম্বর-৩৩, আরএস খতিয়ান নম্বর-২, আরএস ৩২৬ নম্বর দাগের সওজ মালিকানাধীন ১৫৮.০০ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত বাঘাবাড়ী ডিপোর ট্যাংকলরী টার্মিনাল নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৪,৭৪,০০০.০০ (চার লক্ষ চুয়াত্তর হাজার টাকা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে মহাব্যবস্থাপক (পরিঃ ও উন্নঃ), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম-এর অনুকূলে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রস্তাবিত ট্রাক/ ট্যাংকলরী টার্মিনাল নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৪) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত ট্যাংকলরী টার্মিনাল এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৫) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে পেট্রোলিয়াম জাতীয় কোনো দাহ্য পদার্থ সংরক্ষণ করা যাবে না;
- ৬) কোনক্রমেই ট্রাক/ট্যাংকলরী টার্মিনালের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না; করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) সওজ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ভূমিতে স্থাপিত ট্যাংকলরী টার্মিনাল থেকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ঘন্টা ভিত্তিক পার্কিং ফি আদায় করা যাবে। ট্যাংকলরী টার্মিনালের পার্কিং ফি সংশ্লিষ্ট জেলার Regional Transport Committee (RTC) কর্তৃক নির্ধারিত হবে;
- ১০) প্রস্তাবিত ট্যাংকলরী টার্মিনালে চালকদের সুবিধার্থে রেস্টুরেন্ট, প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা, প্রসাধন কক্ষ (টয়লেট), ইন্টারনেট সুবিধা সহজিত ফ্রি Wi-Fi Zone, যানবাহনের হালকা মেরামত সুবিধাদি, কমপক্ষে ২০টি ট্যাংকলরী সাময়িক পার্কিং সুবিধা ইত্যাদি থাকতে হবে;
- ১১) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১২) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;

অপর পৃষ্ঠায় চেষ্টা

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৩) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৪) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;
- ১৫) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৬) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, যুক নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৭) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৮) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৯) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ২০) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে; এবং
- ২১) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২২) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (মহাব্যবস্থাপক (পরিঃ ও উন্নঃ), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

3411
(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৮৫.১৭-৩২৩/১(৮)

তারিখঃ ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
০৫ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন, রাজশাহী
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক সার্কেল, পাবনা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সিরাজগঞ্জ সড়ক বিভাগ, সিরাজগঞ্জ
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব মুক্তফা কুদরুত-ই-ইলাহী, মহাব্যবস্থাপক (পরিঃ ও উন্নঃ), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম

3411
(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব

১০৯০ এমআইএস
তারিখ: ১২/০২/১৯
প্রধান প্রকৌশলীর (সওজ) দপ্তর
সড়ক, সেতু ও সৌ মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

অঃপ্রঃপ্রঃ/MSD/ঢাকা জোন
৩০.০২.১৯
প্রধান প্রকৌশলী
তারিখ: ১২/০২/১৯
সড়ক উঃসঃ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.১০২.১৭-৩৩৬

বিষয়: ঢাকা (মিরপুর)-উখুলী-পাটুরিয়া-নটাখোলা-কাশিনাথপুর জাতীয় মহাসড়কের ৬৩তম (অংশ) কিলোমিটারে আরিচা অভিমুখী সড়কের পুখুরিয়া মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত এডভান্স এটওয়ার্ল্ড লিমিটেড নামক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যানবাহন যাতায়াতের বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: জনাব সারওয়াজ আরা খানম, চেয়ারম্যান, এডভান্স এটওয়ার্ল্ড লিমিটেড)

সঃ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-ঢাকা-৩০৯/১৬(৩) ৯১২-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-২৯.১১.২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি স্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগের অধীন ঢাকা (মিরপুর)-উখুলী-পাটুরিয়া-নটাখোলা-কাশিনাথপুর জাতীয় মহাসড়কের ৬৩তম (অংশ) কিলোমিটারে আরিচা অভিমুখী মহাসড়কের পুখুরিয়া মৌজার জেএল নম্বর-সিএস ৪৮০, সিএস দাগ নম্বর ১৭৪ ও ৩৩৪ (অংশ) এবং আরএস দাগ নম্বর ১৩১৬ এর সওজ মালিকানাধীন ৪.৫৪৫ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত এডভান্স এটওয়ার্ল্ড লিমিটেড নামক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যানবাহন যাতায়াতের ১টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৪,৭৮,৬৮৬.৬৭ (চার লক্ষ আটাত্তর হাজার ষয়শত ছিয়াছি টাকা সাতষটি পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব সারওয়াজ আরা খানম, চেয়ারম্যান, এডভান্স এটওয়ার্ল্ড লিমিটেড-এর অনুকূলে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে;

শর্তসমূহ

- এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নকশা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক নির্মাণ/ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নাল, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি - বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে

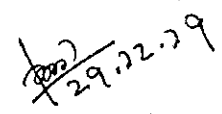
SDE, LPA
9-01-18
12/02/19

জারী নং: ১০২৩ তারিখ: ১২/০২/১৯
নিঃ প্রঃ ল্যান্ড রেকর্ড/কঃ সিঃ এনালিস্ট দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;
নিঃ হাঃ ইঞ্জঃ/সহঃ প্রঃ এমআইএস।
DAE State Engineering College, Dhaka-1017, Tel: 364.
তারিখ: ১২/০২/১৯
অঃপ্রঃপ্রঃ/MSD/ঢাকা জোন
নিঃ আইন কর্মকর্তা/আল.এইচ.জি.টি/এন্ট্রিস অধিদপ্তর
পরিঃনিঃ ও হিঃ/সিঃ এনালিস্ট।
অঃপ্রঃপ্রঃ/MSD/ঢাকা জোন
অঃপ্রঃপ্রঃ/MSD/ঢাকা জোন

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধাবাহকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত হায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব সারওয়াত আরা খানম, চেয়ারম্যান, এডভান্স এটওয়ার্ল্ড লিমিটেড)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত হায়ালিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.১০২.১৭-৩৩৬/১(৮)

তারিখঃ ২৭ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
১৩ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা সড়ক সার্কেল, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগ, মানিকগঞ্জ
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব সারওয়াত আরা খানম, চেয়ারম্যান, এডভান্স এটওয়ার্ল্ড লিমিটেড, ২৫/২, শাহ আলীবাগ, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব

২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোন নং-৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্স-৮৮৭৯৩৭৫
ই-মেইল-semis@rhd.rhd.gov.bd.

০১/১০/১৬
০১/১০/১৬

স্মারক নং- এল, আর-খু-৩৯০/১৭(১৯) ১০৭/১(৪) MS

তারিখঃ ২৮.১২.২০১৭

বিষয় : ব্যক্তিগত জমিতে নির্মিতব্য খুলনা বাইপাস (রূপসা ব্রীজ এ্যাপ্রোচ অংশ) জাতীয় মহাসড়কের ৩য় কিলোমিটারে খোলাবাড়ীয়া মৌজায় সওজ এর হুকুম দখলীয় জমি আবাসিক প্রবেশপথ হিসেবে বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী ইজারা পাওয়ার আবেদন প্রসঙ্গে। (আবেদনকারী : জনাব মোঃ ফোরকান আলী সরদার)।

সূত্র : ১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর ডাইরী নং- ৫২৫ তাং- ১৪/১১/১৭ইং
২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, খুলনা জোন, খুলনা স্মারক নং- এল-২৬/৩৩৮/৩ তাং- ১৩/০৮/১৭ইং

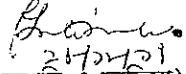
উপর্যুক্ত বিষয়ে তাঁর সুপারিশের প্রেক্ষিতে “খুলনা সড়ক বিভাগাধীন খুলনা বাইপাস (রূপসা ব্রীজ এ্যাপ্রোচ অংশ) জাতীয় মহাসড়কের ৩য় কিলোমিটারে এল এ কেস নং- ০৪/২০০০-২০০১ এর মাধ্যমে খোলাবাড়ীয়া মৌজায় সওজ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ভূমির জে এল নং- ৮৮, এস এ খতিয়ান নং-৩১ ও ৮৬ এর এস এ দাগ নং- ১৫ ও ১৫/১৮৮ এর থেকে আবাসিক প্রবেশপথের জন্য ১৮'-৮" x ৬৪'-০" = ১১৯৩.৬০ বর্গফুট = ০.০২৭৪ একর ভূমি, সূত্রায়িত ১নং স্মারকের মাধ্যমে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, কর্তৃক চুক্তিকালীন সময়ে ইজারা ফি বাবদ টাঃ ৩,৬১,৩১২/- (তিন লক্ষ একষট্টি হাজার তিনশত বার) টাকা মাত্র, সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান এবং নিম্নবর্ণিত শর্তে অস্থায়ী ভিত্তিতে ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়।

শর্তসমূহ :

- ১। অনুমোদিত আবাসিক সড়ক ১ x ৬৪ x ১৮'-৮" = ১১৯৩.৬০ বর্গফুট = ২.৭৪ শতাংশ বা ০.০২৭৪ একর।
- ২। এ অনুমতি ১০(দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।
- ৩। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০(দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং গ্রহোক্তা ভ্যাট ও আয়কর নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে।
- ৪। আবাসিক প্রবেশপথটি সংযুক্ত নক্সা/ড্রইং অনুযায়ী স্থানীয় সওজ কর্মকর্তাগণের পরামর্শে নির্মাণ করতে হবে।।
- ৫। কোনক্রমেই প্রবেশপথ / সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না।
- ৬। প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী ১ঃ২ চালে নির্মাণ করতে হবে।
- ৭। ইজারাকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী (১.৫২ x ১.৫২ x ৫.৭০ মিটার) বক্স কালভার্ট নির্মাণ করতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নক্সা কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ৮। ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি কোন ভাবেই ব্যবহার করা যাবে না এবং যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না; করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯। ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো/বিলবোর্ড/ সাইনবোর্ড স্থাপন/ নির্মাণ করা যাবে না এবং কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না।
- ১০। ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না, বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
- ১১। চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ইজারাকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না এবং আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না।
- ১২। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহণ করবেন যে, “মহাসড়ক সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, পরিশোধিত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন।

- ১৩। উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ১৪। এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।
- ১৫। ভূমি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি চুক্তি সম্পাদনের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অবিদগুর বরাবর প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।


২৫/০৫/১৯
(রোশানি-এ-ফাতিমা)

পরিচিতি নং-০০০৩৯০

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (চঃ দাঃ) সওজ
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

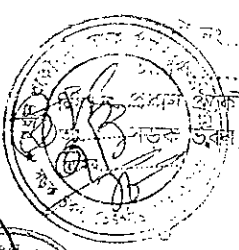
বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ,
খুলনা জোন, খুলনা।

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে :

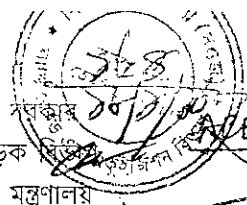
- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অবিদগুর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁর ডাইরী নং-৫২৫-প্রঃ প্রঃ তাং-১৪/১১/১৭ইং এর প্রেক্ষিতে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, খুলনা।

২০/১৮



সংখ্যা: ২৬৫১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd



AE, MSW / Mymensingh zone

তারিখ: ২০/১৮
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা



নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.১০৬.১৭-০৮

বিষয়: ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের (আর ৩৬০) চেইনেজ ৬+৫২৪ হতে ৭+৮৬১ কিলোমিটার পর্যন্ত মহাসড়কের পার্শ্ব ঢাকা টোলটাইল লিমিটেড-এ ভূগর্ভস্থ ট্রিটেড ওয়াটার পাইপ লাইন স্থাপনের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মঈদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক)।



সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অবিদগুরের স্মারক নম্বর-এলআর-৯১১-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-২৯.১১.২০১৭ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের (আর ৩৬০) চেইনেজ ৬+৫২৪ হতে ৭+৮৬১ কিলোমিটার পর্যন্ত সড়কের পার্শ্ব মহাসড়কের Right of Way (RoW) এর শেষ প্রান্ত বরাবর ঢাকা টোলটাইলস লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তাবিত ভূগর্ভস্থ ট্রিটেড ওয়াটার পাইপ লাইন স্থাপনে গাজীপুর, চান্দুপাড়া ও চরশ্রীরামপুর মৌজার বিভিন্ন দাগের ৩৩.২৬৪২ শতাংশ ভূমি ব্যবহারের নিমিত্ত এককালীন ফি (ভ্যাট ও আয়করসহ) বাবদ ৪,৭৮,৮২০.২৬ (চার লক্ষ আটাত্তর হাজার আটশত বিশ টাকা ছাব্বিশ পয়সা) টাকা পরিশোধ এবং মহাসড়কের জমি খননের ক্ষতিপূরণ ব্যয় (ভ্যাট ও আয়করসহ) বাবদ ৪,৯৯,৪৭৬.৬০ (চার লক্ষ নিরানব্বই হাজার চারশত ছিয়াত্তর টাকা ষাট পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে নিম্নোক্ত শর্তে জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মঈদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা টোলটাইলস লিমিটেড-এর অনুকূলে অস্থায়ীভাবে ভূমি ব্যবহারের প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

এম এম ডিউই স্মারক নং ৩৭৭/১৪/১৮
তারিখ: ২০/১৮
প্রঃ সওজ, রক্ষা ও সংরক্ষণ/সেতু/সড়ক/এমআইএস
আইন কর্মকর্তা/সহ-এমআইএস/এস্টেট অফিসার
পরি:মি: ও সি: মি: এমআইএস।
২০/১৮

- ১) এ ভূমি ব্যবহার অনুমতি সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে হবে;
- ২) মহাসড়কের Right of Way (RoW) এর শেষ প্রান্ত বরাবর প্রস্তাবিত ভূগর্ভস্থ ট্রিটেড ওয়াটার পাইপ লাইন স্থাপন করতে হবে;
- ৩) ক্ষতি স্বাক্ষরের পূর্বেই ঢাকা টোলটাইলস লিমিটেড কোম্পানী কর্তৃক এককালীন ফি ও সড়কের কাঁচা অংশ খননের ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ করতে হবে এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত এককালীন ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৪) সড়কের কাঁচা অংশ খননের ক্ষতিপূরণের ব্যয় বাবদ প্রাক্কলিত অর্থ যথাযথ পদ্ধতিতে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৫) কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ও দেখানো মতে মহাসড়কের Right of Way (RoW) এর শেষ প্রান্ত বরাবর সওজ অবিদগুর কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন ও নক্সা মোতাবেক ঢাকা টোলটাইলস লিমিটেড কর্তৃক ভূগর্ভস্থ ট্রিটেড ওয়াটার পাইপ লাইন যথাযথ গভীরতায় স্থাপন করতে হবে;
- ৬) কাজ শুরু পূর্বে উভয় পক্ষের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে যৌথ জরিপের মাধ্যমে পানির পাইপ লাইন স্থাপনের জায়গা চিহ্নিত করে মার্কিং করে নিতে হবে;
- ৭) সড়কের পাকা অংশ (Pavement), হার্ড সোল্ডার, সফট সোল্ডার বা স্লোপে কোন অবস্থাতেই পানির পাইপ লাইন স্থাপন করা যাবে না;
- ৮) ট্রিটেড ওয়াটার পাইপ লাইন স্থাপনের ফলে সড়কের পেভমেন্ট, সড়ক বাঁধের ঢাল ইত্যাদি কোন কারণে ক্ষতি হলে ঢাকা টোলটাইলস লিমিটেড তা নিজ ব্যয়ে সওজ অবিদগুরের Specification অনুযায়ী মেরামত করে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনবে এবং কোন অজুহাতে মেরামত কাজ বিলম্বে সম্পন্ন করা যাবে না;
- ৯) মহাসড়কের উপরে বা ঢালে কোন নির্মাণ সামগ্রী (ইট, বালি, পাইপ, সিমেন্ট, রড, সীট পাইল, ইত্যাদি) কোন অবস্থাতেই রাখা যাবে না;
- ১০) ট্রিটেড ওয়াটার পাইপ লাইন স্থাপনকালে জনসাধারণের ও যান চলাচল যেন বন্ধ না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। কাজ চলাকালীন সময়ে দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে ঢাকা টোলটাইলস লিমিটেড কর্তৃক সাইনসিগন্যালসহ যাবতীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

ইউ/নং: ০৮
তারিখ: ২০/১৮
প্রঃ সওজ/সহ-এমআইএস/এস্টেট অফিসার
পরি:মি: ও সি: মি: এমআইএস।

মহাসড়কের উপরে বা ঢালে কোন নির্মাণ সামগ্রী (ইট, বালি, পাইপ, সিমেন্ট, রড, সীট পাইল, ইত্যাদি) কোন অবস্থাতেই রাখা যাবে না;

১৪-০১-১৮

২৪/১৮

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১১) ট্রিটেড ওয়াটার পাইপ লাইন স্থাপনের পরে খননকৃত সড়কাংশ পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে;
- ১২) ঝুঁক মৌসুমে সড়কের পার্শ্বে পানির পাইপ লাইন স্থাপন করতে হবে। বর্ষা মৌসুমে কোনো খনন কাজ করা যাবে না;
- ১৩) ভবিষ্যতে মহাসড়ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বা অন্য কোন কাজের প্রয়োজনে সড়কের পার্শ্বে স্থাপিত ট্রিটেড ওয়াটার পাইপ লাইন সর্বোচ্চ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে ঢাকা টেক্সটাইলস লিমিটেড নিজ খরচে সরিয়ে নিতে বাধ্য থাকবে। উক্ত সময়ের মধ্যে ঢাকা টেক্সটাইলস লিমিটেড কর্তৃক ট্রিটেড ওয়াটার পাইপ লাইন সরিয়ে না নিলে সড়ক উন্নয়ন/ সম্প্রসারণ কাজে ক্যাবল লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হলে সওজ কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। এ বিষয়ে কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করা যাবে না এবং ঢাকা টেক্সটাইলস লিমিটেড কোন প্রকার আইনের আশ্রয় বা আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবে না;
- ১৪) প্রস্তাবিত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না;
- ১৫) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৬) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ১৭) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ১৮) ঢাকা টেক্সটাইলস লিমিটেড ও সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের মধ্যে উপরে বর্ণিত শর্তাদি ও অন্যান্য দাবার শর্তাদি অন্তর্ভুক্ত করে প্রচলিত নিয়ম অনুসরণপূর্বক চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে এবং সম্পাদিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অবিদগুর এবং জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মঈদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা টেক্সটাইলস লিমিটেড-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৮২২২৭
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী

সড়ক ও জনপথ অবিদগুর

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.১০৬.১৭-০৮/১(৭)

তারিখঃ ০৩ জুম্মারী ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২০ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ

০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ সড়ক সার্কেল, ময়মনসিংহ

০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

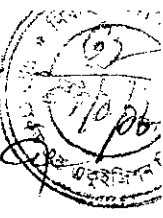
০৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগ, কিশোরগঞ্জ

০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

০৭. জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মঈদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা টেক্সটাইলস লিমিটেড, বি/৮৭, মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, রায়পুরা, ঢাকা

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সওজ এর কার্যালয়
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোনঃ ৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্স : ৮৮৭৯৩৭৫।
ই-মেইল : semis@rhd.gov.bd



২৭

স্মারক নং-এল.আর- ০৫/১(৫) মস

তারিখঃ- ০৪.০২.২০১৬

বিষয় : সিলেট সড়ক বিভাগাধীন রশিদপুর-বিশ্বনাথ-রামপাশা-লামাকাজী সড়কের ১০ম কিঃমিঃ এ মৌজা-রামপাশা, এস.এ দাগ নং- ৩৩৮৫ নিজস্ব ভূমিতে সওজ দাগ নং- ২৫২৫ এর উপর দিয়ে বসত বাড়ীতে যাতায়াতের নিমিত্তে প্রবেশ পথ হিসাবে ব্যবহারের জন্য সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে সংযোগ সড়ক নির্মাণের অনুমতি প্রদানের আবেদন প্রসঙ্গে। আবেদনকারী মোছাঃ হেলেনা আক্তার খান।

সূত্র : তাঁর দপ্তর স্মারক নং- এসজেড/১৬/৩৪৪৪ তারিখঃ ৩০/১১/২০১৭ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে সম্মানের সহিত জানানো যাচ্ছে যে, তাঁহার সুপারিশের প্রেক্ষিতে সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ অধ্যায় অনুচ্ছেদ-১২.৫ এর আলোকে সিলেট সড়ক বিভাগাধীন রশিদপুর-বিশ্বনাথ-রামপাশা-লামাকাজী সড়কের ১০তম কিঃমিঃ এ মৌজা-রামপাশা, এস.এ জেএল নং-৫৭, এস.এ দাগ নং- ৩৩৮৫ দাগে আবাসিক প্রবেশের যাতায়াতের জন্য সওজ এর ২১৬০.০০ বর্গফুট = ০.০৪৯৫ একর ভূমি অস্থায়ী ইজারা অনুমোদন জন্য সরকারী নীতিমালা ও শর্ত মোতাবেক সওজ,র অধিগ্রহণকৃত ভূমির উপর দিয়ে সড়ক নির্মাণের জন্য আবেদন করেন। তাহার আবেদনের প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী সরজমিনে তদন্ত করে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা- ২০১৫ এর আলোকে জানান যে,

ক) এককালীন ফি	= মৌজার মূল্য × ভূমির পরিমাণ × ৪০%
	= টাকা ৩৮৮৬.০০ × ৪.৯৫ শতক × ৪০%
	= টাকা ৬৬৯৪.০০
খ) বাৎসরিক ফি	= এককালীন ফি × ১০%
	= টাকা ৬৬৯৪.০০ × ১০%
	= টাকা ৬৬৯.৪০

সে হিসেবে ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা মূল্য দাঁড়াবে (৬৬৯.৪০ × ১০) = ৬৬৯৪.২৮ টাকা।
অর্থাৎ (ক) এককালীন ফি = ৬৬৯৪.২৮ টাকা।
(খ) ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি = ৬৬৯.৪০ টাকা।

মোট = ১৫,৩৮৮.৫৬

(গ) প্রয়োজ্য ভ্যাট (১৫,৩৮৮.৫৬ এর ১৫%)	= ২৩০৮.২৮
(ঘ) প্রয়োজ্য আয়কর (১৫,৩৮৮.৫৬ এর ৫%)	= ৭৬৯.৪০

মোট = ৩০৭৭.৭১

চুক্তিকালীন সময়ে পরিশোধিতব্য মোট মূল্যের পরিমাণ হবে (ক+খ) = ১৫,৩৮৮.৫৬ (গ+ঘ) = ৩০৭৭.৭১

সর্ব মোট টাকা = ১৮,৪৬৬.২৭ (আঠার হাজার চার শত ছিষটি টাকা সাতাশ পয়সা) মাত্র। সরকারী কোথাগারে জমা প্রদান এবং নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে অস্থায়ীভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

শর্ত সমূহ :

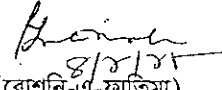
- এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।
- ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে ভ্যাট ও কর ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে।
- প্রতিটি প্রবেশপথ / সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪ (চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ ও বহির্গমন পথের ঢালের অনুপাত ১ঃ২ কম করা যাবে না।
- কোন ক্রেমেই প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না এবং সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে।
- ইজারাকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন পাইপ কালভার্ট/ বক্স কালভার্ট/ ক্রেস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ / সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/ কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না এবং ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ণ বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না।

SDE, LRD
7-01-18

File
08/01/18

- ৭। ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/ অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না এবং কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিল বোর্ড/ সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না।
- ৮। ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেজিস্ট্রার কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।
- ৯। চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল হেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না এবং কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না।
- ১০। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহণ করবেন যে, “ মহাসড়ক সংস্কার মেয়ামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন।
- ১১। উপরোক্ত শর্ত সমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/ বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ১২। এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত স্থায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।



(রোশনি-এ-ফাতিমা)

পরিচিতি নং- ০০০৩৯০

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ (চঃদা)

এম.আই.এস এন্ড এন্ট্রিস্টস সার্কেল

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

বরাবর
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
সিলেট জোন, সিলেট।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁহার ডায়রী নং-৮১২-প্রঃপ্রঃ তারিখঃ ০১/০১/২০১৮ ইং এর অনুমোদনক্রমে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ সিলেট।
- ৫। মোহাঃ হেলেনা আক্তার খান, স্বামী- মাহমুদ জামান খান, গ্রাম- রামপাশা, উপজেলা- বিশ্বনাথ, জেলা- সিলেট।

১০২
 ডাক নং: ২২/২/২৫
 প্রকৌশলীর (সওজ) দপ্তর
 তেজগাঁও, ঢাকা।
 ২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
 সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
 সম্পত্তি শাখা
 www.rthd.gov.bd

ACE, MSW/Rajshahi zone

তারিখ: ০৯ জানুয়ারী ২০১৭ খ্রিঃ
 ২৬ প্রকৌশলীর (সওজ) দপ্তর
 তেজগাঁও, ঢাকা।

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০১৮.২০০০-১৪

বিষয়ঃ কাশিনাথপুর-দাশুরিয়া-নাটোর-রাজশাহী (এন-৬) (পাবনা অংশ) মহাসড়কের ৩৬তম কিলোমিটারে মাছিমপুর মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে নির্মিত এভার নাইস ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের জন্য প্রদত্ত প্রবেশপথের ইজারা নবায়ন প্রসঙ্গে (আবেদনকারীঃ জনাব মোহাম্মদ আফতাব আলী, প্রোপাইটর, এভার নাইস ফিলিং স্টেশন)।

সূত্রঃ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-রাজ-নবাঃ ৩১৫/১৭(৫)-৭৫১-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-০৭.১১.২০১৭ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে পাবনা সড়ক বিভাগের অধীন কাশিনাথপুর-দাশুরিয়া-নাটোর-রাজশাহী (এন-৬) (পাবনা অংশ) মহাসড়কের ৩৬তম কিলোমিটারে মাছিমপুর মৌজার জেএল নম্বর-১১৯, এসএ খতিয়ান নম্বর ৮৪, সিএস/এসএ দাগ নম্বর-৬১৬ ও ৬১৭ (আংশিক) এর সওজ মালিকানাধীন ৫.৭৪ শতাংশ ভূমি জনাব মোঃ আফতাব আলী, প্রোপাইটর, এভার নাইস ফিলিং স্টেশন-এর অনুকূলে প্রদত্ত যানবাহন যাতায়াতের প্রবেশপথের ইজারা (মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ অর্থাৎ ১৭.০৩.২০১৭ তারিখ হতে) বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৩,৭১,৭৭৬.৩৪ (তিন লক্ষ একাত্তর হাজার সাতশত ছিয়াত্তর টাকা চৌত্রিশ পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে নবায়নের অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা ফি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চৌত্রিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর, ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

প্রকৌশলীর (সওজ) দপ্তর
 তেজগাঁও, ঢাকা।

SDE, LR
 ১৪-০১-১৪

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর



- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়াছবি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব মোঃ আফতাব আলী, প্রোপাইটর, এভার নাইস ফিলিং স্টেশন)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়াছবি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

এম এম ডব্লিউ স্বাক্ষর নং: ৪৩৭
তারিখ: ২৬/১০/১৮
জ:প্র:প্র: এম এম ডব্লিউ
নি: আইন কর্মকর্তা/আইন এনালিস্ট/এস্টেট অফিসার
পরি:নি: ও সি: সি: এনালিস্ট।

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোন: ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

জ:প্র:প্র: এম এম ডব্লিউ

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০১৮.২০০০-১৪/১(৮)

তারিখ: ০৯ জানুয়ারী ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৬ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল:

- ০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন, রাজশাহী
- ০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক সার্কেল, পাবনা
- ০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক বিভাগ, পাবনা
- ০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ০৮. জনাব মোঃ আফতাব আলী, প্রোপাইটর, এভার নাইস ফিলিং স্টেশন, হাজী আব্দুল গনি সড়ক, দিলালপুর, পাবনা

চাইলী নং: ৪৪ তারিখ: ০৬/১০/১৮
নিঃ প্রঃ ল্যান্ড রেকর্ড/কঃ সিঃ এনালিস্ট
নিঃ হাঃ ইঞ্জিঃ/সঃ প্রঃ এমআইএস।

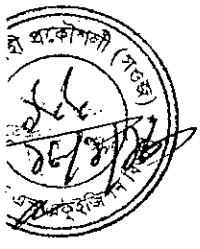
(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব

ডঃ প্রঃ এমআইএস

২০১৭
২০৩২ এম.সি.সি.
স্বাক্ষরিত নং ২২/২/১৮
প্রকৌশলী (সওজ) দপ্তর
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

আ.পু.প্র. MSW/ঢাকা জোন
তারিখ: ১৩/১২/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
১৯ ডিসেম্বর ২০১৭
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, ঢাকা



নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.১১২.১৭-১৩

বিষয়: জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের ১৩তম কিলোমিটারে আড়াইশ প্রসাদ মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত এনএজেড বাংলাদেশ লিমিটেড নামক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক)।

নূত্র: প্রধান-প্রকৌশলী, সওজ অবিদগুরের স্মারক নম্বর-এলআর-ঢাকা-৩৯০/১৭(৭)৯৮৯-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-১৩.১২.২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে গাজীপুর সড়ক বিভাগাধীন জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের ১৩তম কিলোমিটারে আড়াইশ প্রসাদ মৌজার জেএল নম্বর-১৮, এসএ খতিয়ান নম্বর-৫৩৭, সিএস/এসএ দাগ নম্বর ২৮২ (অংশ) এর সওজ মালিকানাধীন ৩.০৯ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত এনএজেড বাংলাদেশ লিমিটেড নামক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যানবাহন যাতায়াতের ১টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ১৯,৪৫,৪৩৩.৫২ (উনিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার চারশত তেত্রিশ টাকা বায়ান্ন পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এনএজেড বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অনুকূলে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা হুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

২৪/১২/১৭

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান বাতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো বাতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা জটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত হায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এনএজেড বাংলাদেশ লিমিটেড)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত হায়ালিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

এম এম ডব্লিউ স্মারক নং: ৪২৬
 তারিখ: ২৬/০১/১৮
 ত:প্র:স:প্র: এম এম ডব্লিউ স্মারক নং: ৪২৬
 সি: আইন কর্মকর্তা/সহ আইন কর্মকর্তা/এনএড অফিসার
 পরি:সি: ও সি: সি: এনএজেড।

(মোঃ গোলাম জিলানী)
 সহকারী সচিব
 ফোন: ৪৭১২৪৩৬০
 sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
 সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
 সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.১১২.১৭-১৩/১(৮)

তারিখ: ০৯ জানুয়ারী ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
 ২৬ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল:

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা সড়ক সার্কেল, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, গাজীপুর সড়ক বিভাগ, গাজীপুর
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এনএজেড বাংলাদেশ লিমিটেড, বাড়ী নম্বর-২এ, রোড নম্বর-৬৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২

তারিখ: ২৬/০১/১৮
 নিঃ প্রঃ ল্যান্ড রেকর্ড/কঃ সিঃ এনালিস্ট
 নিঃ হাঃ ইঞ্জিঃ/সহঃ প্রঃ এমআইএস।

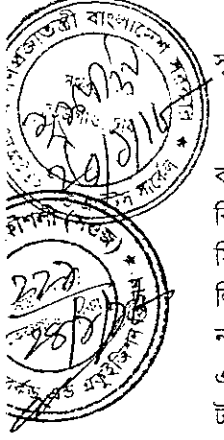
(মোঃ গোলাম জিলানী)
 সহকারী সচিব

তারিখ: ২৬/০১/১৮
 তঃ প্রঃ এমআইএস



সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
তারিখঃ ১৫ জানুয়ারী ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০২ মাস ১৪২৪ বঙ্গাব্দ



নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.১১০.১৭-১৭

বিষয়ঃ ঢাকা-সিলেট (এন-২) মহাসড়কের ১৪৪তম কিলোমিটার (অংশ) ও ১৪৫তম কিলোমিটারে চেইনেজ ১৪৩+৮৭৫ হতে ১৪৪+০৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত সিলেট অভিমুখী মহাসড়কের বাম পার্শ্বে তাফরীদ কটন মিলস লিমিটেড এর ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী শেখ মোঃ সামিউল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তাফরীদ কটন মিলস লিমিটেড)।

সূত্রঃ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-সিলেট অপটিক্যাল-০১/১৪-৯৮৮-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-১২.১২.২০১৭

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা-সিলেট (এন-২) মহাসড়কের ১৪৪তম কিলোমিটার (অংশ) ও ১৪৫তম (অংশ) কিলোমিটারে চেইনেজ ১৪৩+৮৭৫ হতে ১৪৪+০৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত সিলেট অভিমুখী মহাসড়কের বাম পার্শ্বে Right of Way (RoW) এর শেষ প্রান্ত বরাবর তাফরীদ কটন মিলস লিমিটেড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্তৃক প্রস্তাবিত HDD পদ্ধতিতে ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনে অলিপুর মৌজার জেএল নম্বর-১০২, এসএ দাগ নম্বর-১১৪(অংশ) দাগের সওজ মালিকানাধীন ১.০৮০ শতাংশ ভূমি ব্যবহারের নিমিত্ত এককালীন ফি (ভ্যাট ও আয়করসহ) বাবদ ৩৫,৭৭৬.০৮ (পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশত টাকা ছিয়াত্তর টাকা আট পয়সা) টাকা পরিশোধ এবং মহাসড়কের জমি খননের ক্ষতিপূরণ ব্যয় (ভ্যাট ও আয়করসহ) বাবদ ১,৯৬,২৭১.১৮ (এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার দুইশত একাত্তর টাকা আঠার পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে নিম্নোক্ত শর্তে শেখ মোঃ সামিউল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তাফরীদ কটন মিলস লিমিটেড-এর অনুকূলে অস্থায়ীভাবে ভূমি ব্যবহারের প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ

শর্তসমূহ

- এ ভূমি ব্যবহার অনুমতি দম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে হবে;
- মহাসড়কের Right of Way (RoW) এর শেষ প্রান্ত বরাবর গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা অনুসরণপূর্বক খনন করে HDD পদ্ধতিতে ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপ লাইন যথাযথ গভীরতায় স্থাপন করতে হবে;
- চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বেই তাফরীদ কটন মিলস লিমিটেড কর্তৃক এককালীন ফি এবং সড়কের কাঁচা অংশ খননের ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ করতে হবে এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত এককালীন ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- সড়কের কাঁচা অংশ খননের ক্ষতিপূরণের ব্যয় বাবদ প্রাক্কলিত অর্থ যথাযথ পদ্ধতিতে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে;
- হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ও দেখানো মতে মহাসড়কের Right of Way (RoW) এর শেষ প্রান্ত বরাবর সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন ও নক্সা মোতাবেক তাফরীদ কটন মিলস লিমিটেড HDD পদ্ধতিতে ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপ লাইন যথাযথ গভীরতায় স্থাপন করতে হবে;
- কাজ শুরু করার পূর্বে উভয় পক্ষের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে যৌথ জরিপের মাধ্যমে গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের জায়গা চিহ্নিত করে মার্কিং করে নিতে হবে;
- সড়কের পাকা অংশ (Pavement), হার্ড সোল্ডার, সফট সোল্ডার বা স্লোপে কোন অবস্থাতেই গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপন করা যাবে না;
- গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের ফলে সড়কের পেভমেন্ট, সড়ক বাঁধের ঢাল ইত্যাদি কোন কারণে ক্ষতি হলে তাফরীদ কটন মিলস লিমিটেড তা নিজ ব্যয়ে সওজ অধিদপ্তরের Specification অনুযায়ী মেরামত করে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনবে এবং কোন অজুহাতে মেরামত কাজ বিলম্বে সম্পন্ন করা যাবে না;
- মহাসড়কের উপরে বা ঢালে কোন নির্মাণ সামগ্রী (ইট, বালি, পাইপ, সিমেন্ট, রড, সীট পাইল ইত্যাদি) কোন অবস্থাতেই রাখা যাবে না;
- ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনকালে জনসাধারণের ও যান চলাচল যেন বন্ধ না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। কাজ চলাকালীন সময়ে দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে তাফরীদ কটন মিলস লিমিটেড কর্তৃক সাইনসিগন্যালসহ যাবতীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

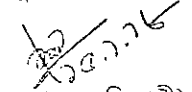
স্মারক নং ২২২ তারিখ ২৩/০২/১৮
নিঃ প্রঃ ল্যাট রেকর্ড/কঃ সিঃ এনালিষ্ট
নিঃ হাঃ ইঞ্জিঃ/সহঃ প্রঃ এমআইএস।
তারিখঃ ২৩/০২/১৮
তারিখঃ ২৩/০২/১৮
তারিখঃ ২৩/০২/১৮

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য
২২/১০/১৮
SDE, LPO
২৪-০১-১৮

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১১) প্রস্তাবিত গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের সময় টেলিফোন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি বা অন্য কোন সার্ভিস লাইনের কোন ক্ষতিসাধন করা যাবে না। এ ধরনের কোন ক্ষতিসাধিত হলে তার দায়-দায়িত্ব তাফরীদ কটন মিলস লিমিটেড-কে বহন করতে হবে;
- ১২) ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের পরে খননকৃত সড়কাংশ পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে;
- ১৩) শুষ্ক মৌসুমে সড়কের পার্শ্বে গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপন করতে হবে। বর্ষা মৌসুমে কোনো খনন কাজ করা যাবে না;
- ১৪) ভবিষ্যতে মহাসড়ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বা অন্য কোন কাজের প্রয়োজনে সড়কের পার্শ্বে স্থাপিত গ্যাস পাইপ লাইন সর্বোচ্চ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে তাফরীদ কটন মিলস লিমিটেড নিজ খরচে সরিয়ে নিতে বাধ্য থাকবে। উক্ত সময়ের মধ্যে তাফরীদ কটন মিলস লিমিটেড কর্তৃক ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপ লাইন সরিয়ে না নিলে সড়ক উন্নয়ন/ সম্প্রসারণ কাজে ক্যাবল লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হলে সওজ কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। এ বিষয়ে কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করা যাবে না এবং তাফরীদ কটন মিলস লিমিটেড কোন প্রকার আইনের আশ্রয় বা আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবে না;
- ১৫) প্রস্তাবিত ভূমিক্ত অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না;
- ১৬) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৭) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ১৮) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ১৯) তাফরীদ কটন মিলস লিমিটেড ও সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মধ্যে উপরে বর্ণিত শর্তাদি ও অন্যান্য সাধারণ শর্তাদি অন্তর্ভুক্ত করে প্রচলিত নিয়ম অনুসরণপূর্বক চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে এবং সম্পাদিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং শেখ মোঃ সামিউল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তাফরীদ কটন মিলস লিমিটেড-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৮২২২৭
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

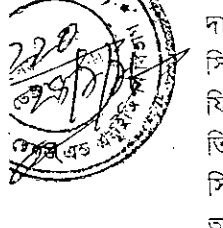
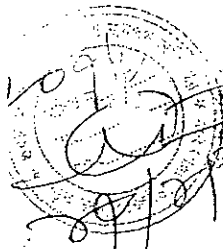
নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.১১০.১৭-১৭/১(৭)

তারিখ: ১৫ জানুয়ারী ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০২ মাঘ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল:

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, সিলেট জোন, সিলেট
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এষ্টেটস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, মৌলভীবাজার সড়ক সার্কেল, মৌলভীবাজার
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগ, হবিগঞ্জ
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৭. শেখ মোঃ সামিউল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তাফরীদ কটন মিলস লিমিটেড, ১৯৫, মতিঝিল সেনা কল্যাণ ভবন, ১৫তম তলা, ঢাকা-১০০০

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব



তারিখ: ২৯/১২/১৬
 প্রধান প্রকৌশলীর (সওজ) দপ্তর
 সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
 সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
 সম্পত্তি শাখা
 www.rthd.gov.bd

২৮২৮
 ২৯/১২/১৬
 ১৭.১২.১৬
 তারিখ: প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০০২.১৮-১৬

বিষয়: শেরপুর-নকলা-ফুলফুর মহাসড়কের ৪র্থ কিলোমিটারে বয়ড়া পরানপুর মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত মেসার্স তাজ সিএনজি ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের প্রবেশ ও বাহির হওয়ার জন্য প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: জনাব এ.এইচ.এম তাজুল ইসলাম, প্রোপাইটর)।

স্মরণ: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-১০৯৪-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-২৯.১২.২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে শেরপুর সড়ক বিভাগাবীন শেরপুর-নকলা-ফুলফুর মহাসড়কের ৪র্থ কিলোমিটারে বয়ড়া পরানপুর মৌজার জেএল নম্বর-৫২, বিআরএস খতিয়ান নম্বর-৮৪৫, বিআরএস দাগ নম্বর ৬৯১, ৬৯২ ও ৬৯৩ এর সওজ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ২.৯৪ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত মেসার্স তাজ সিএনজি ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ১৩,১৩,০০৩.৪৩ (তের লক্ষ তের হাজার তিন টাকা তেতাল্লিশ পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব এ.এইচ.এম তাজুল ইসলাম, প্রোপাইটর, মেসার্স তাজ সিএনজি ফিলিং স্টেশন -এর অনুকূলে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রয়োজন্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বন্ধ কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিনবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

তারিখ: ২৯/১২/১৬
 নং: ৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০০২.১৮-১৬
 প্রঃ এমআইএস
 প্রঃ এমআইএস

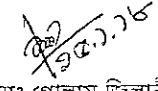
File up
 ২৯/১২/১৬

এম এম জি
 ২৯/১২/১৬
 অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য
 SDE, LHO
 ২৪-০১-১৬

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মোরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মোরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তনমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিবি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত হায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব এ.এইচ.এম তাজুল ইসলাম, প্রোপাইটর, মেসার্স তাজ সিএনজি ফিলিং স্টেশন)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত হায়ালিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোন: ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০০২.১৮-১৬/১(৮)

তারিখঃ ১৫ জানুয়ারী ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০২ মাঘ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, জামালপুর সড়ক সার্কেল, জামালপুর
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, শেরপুর সড়ক বিভাগ, শেরপুর
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব এ.এইচ.এম তাজুল ইসলাম, প্রোপাইটর, মেসার্স তাজ সিএনজি ফিলিং স্টেশন, গ্রাম-মালিকান্দা, উপজেলা-ঝিনাইগাতী, জেলা-শেরপুর

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব



৩২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়
এমআইএওস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোন নং-৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্স-৮৮৭৯৩৭৫
ই-মেইল-semis@rhd.rhd.gov.bd.

স্মারক নং- এল.আর.খু-৩৯০/১৭ (২৫) ১৯/১(৫)MIS

তারিখঃ- ২৬/০১/২০১৬

বিষয়ঃ ব্যক্তিগত জমিতে নির্মিতব্য সাইনবোর্ড-মোডেলগঞ্জ-রায়েন্দা-শরনখোলা-বগী (জেড-৭৭০২) সড়কের ৩৯তম কিলোমিটারে রায়েন্দা মৌজায় সওজ এর হুকুম দখলীয় জমি আবাসিক প্রবেশপথ হিসাবে বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী ইজারা পাইবার আবেদন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ তাঁর দপ্তর স্মারক নং-এল-৩৮/৯২৯/৩ তাং- ১৫/১০/২০১৭ইং

জনাব মোঃ সোলায়মান হাওলাদার, বাগেরহাট সড়ক বিভাগীয় সাইনবোর্ড-মোডেলগঞ্জ-রায়েন্দা-শরনখোলা-বগী (জেড-৭৭০২) সড়কের ৩৯তম কিলোমিটারে এল এ কেস নং-১০৩/১৯৬৬-৬৭, ১০/১৩ (১৯৮২-৮৩) ও ১০/১৪ (১৯৮২-৮৩) এর মাধ্যমে রায়েন্দা মৌজায় সওজ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ভূমি জে এল নং-০৯ এস এ খতিয়ান নং- ৮৫, ৮৮ ও ২৬৬ এর এস এ দাগ নং- ২১৩ এর এর নিজস্ব ভূমিতে যাতায়াতের জন্য সওজ অধিগ্রহণকৃত ২৯'-০" x ২৪'-০" = ৬৯৬.০০ বর্গফুট বা ১.৬০ শতক বা ০.০১৬ একর ভূমি (যাহা সংযুক্ত স্কেচ ম্যাপে চিহ্নিত) / প্রবেশপথ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আবেদনকারী জনাব মোঃ সোলায়মান হাওলাদার, পিতা-মৃত আব্দুল মালেক হাওলাদার, এর অনুকূলে সর্বোচ্চ ১০(দশ) বছর মেয়াদে নবায়ন যোগ্য ইজারা হিসেবে প্রথম প্রকৌশলী, সওজ, বেং সঃ নং- ৮৫৩ প্রঃ প্রঃ তাং- ২২/০১/২০১৮ইং মূলে নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন করেন। এক্ষেত্রে সরকারী বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এককালীন ও বাৎসরিক ইজারার ফি এবং আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ বাগেরহাট কর্তৃক "ডাঙ্গা" শ্রেণীর ভূমি বিবেচনায় নিয়ে বাগেরহাট জেলার শরনখোলা সাব-রেজিস্ট্রী অফিস কর্তৃক ২০১৭-১৮সনের রায়েন্দা মৌজার মূল্য তালিকা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথের ইজারা ফি নির্ধারণ করেছেন-যাহা নিম্নরূপঃ

ক) এককালীন ফি = মৌজার মূল্য x ভূমির পরিমাণ x ৪০ %
= (টাকা ১,১৮,১০৩ x ১.৬০ শতাংশ x ৪০ %
= টাকা ৭৫,৫৮৫.৯২

বাৎসরিক ইজারা ফি = এককালীন ফি x ১০ %
= (টাকা ৭৫,৫৮৫.৯২ x ১০ %
= টাকা ৭,৫৫৮.৫১

খ) সে হিসেবে ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা মূল্য দাঁড়াবে (৭,৫৫৮.৫৯ x ১০) = ৭৫,৫৮৫.৯২ টাকা

অর্থাৎ (ক) এককালীন ফি = ৭৫,৫৮৫.৯২ টাকা
(খ) ১০(দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি = ৭৫,৫৮৫.৯২ টাকা
= ১,৫১,১৭১.৮৪ টাকা

(গ) প্রযোজ্য ভ্যাট (১,৫১,১৭১.৮৪ এর ১৫ %) = ২২,৬৭৫.৭৮
(ঘ) প্রযোজ্য আয়কর (১,৫১,১৭১.৮৪ এর ৫ %) = ৭,৫৫৮.৫৯
= ৩০,২৩৪.৩৭ টাকা

SDE, LRA
29-01-16

চুক্তিকালীন সময়ে পরিশোধিতব্য মোট মূল্যের পরিমাণ হবে $\{(ক+খ) = ১,৫১,১৭১.৮৪ + (গ+ঘ) = ৩০,২৩৪.৩৭\} = ১,৮১,৪০৬.২১$ (এক লক্ষ একাশি হাজার চারশত ছয় টাকা একশ পয়সা) মাত্র। সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান এবং নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে সাময়িক ভাবে ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

শর্তসমূহঃ

- ১। এ অনুমতি ১০(দশ)বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।
- ২। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০(দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও কর নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে।
- ৩। ইজারা গ্রহীতাকে হাইওয়ে এ্যাক্ট ১৯২৫ সীমার বাহিরে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে।
- ৪। প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ১২(বার) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১ঃ২ অতিক্রম করা যাবে না।
- ৫। কোনক্রমেই প্রবেশপথ / সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না এবং সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে।
- ৬। ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন পাইপ-কালভার্ট / বক্স কালভার্ট / ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/ কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ৭। ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না এবং যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না;

৮।

ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/ অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না। কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড / সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না।

৯।

ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত একাকালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।

১০।

চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না এবং কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না।

১১।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহণ করবেন যে, "মহাসড়ক সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন না, প্রদত্ত একাকালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন।

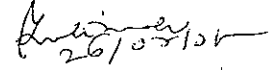
১২।

উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি / বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং

১৩।

এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।



(রোশনি-এ-ফাতিমা)

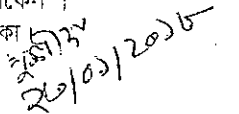
পরিচিতি নং-০০০৩৯০

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (সঃ নাঃ), সওজ,

এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল ;

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা




২৬/০১/২০১৫

বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ,
ফুলনা জেএন, ফুলনা।

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে :

১।

প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁর ডাইরী নং- ৮৫৩-প্রঃ প্রঃ তাং-২২/০১/১৮ইং এর প্রেক্ষিতে।

২।

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

৩।

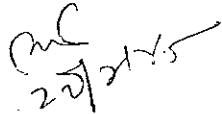
নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

৪।

নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, বাগেরহাট।

৫।

জনাব মোঃ সোলায়মান হাওলাদার, পিতা-মৃত আব্দুল মালেক হাওলাদার, গোলবুনিয়া, ডাকঘর-রায়েন্দা, উপজেলা-শরণখোলা, জেলা বাগেরহাট।


২৬/০১/১৫



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সওজ এর কার্যালয়
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোনঃ ৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্স : ৮৮৭৯৩৭৫।
ই-মেইল : semis@rhd.gov.bd

স্মারক নং-এল.আর-

২১/০৫)মিস

তারিখঃ- ২৬.০২.২০১৮

বিষয় : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ অনুযায়ী বরিশাল সড়ক বিভাগাধীন বরিশাল-ভূরঘাটা মহাসড়কের ১ম কিঃমিঃ বগুড়া আলোকান্দা মৌজার দাগ নং- ৬৮৭০, খতিয়ান নং- ১০৬৪ এল, এ কেস নং- ১(৪)/১৯৬০-৬১ এবং নং- ৪০/১৯৬২-৬৩ মূলে সওজ অধিদপ্তরে অধিগ্রহণকৃত জমি হতে আবাদিক প্রবেশ পথের জন্য ১০ (দশ) বছরের মেয়াদী অস্থায়ী ভূমি ইজারা পাওয়ার / ব্যবহার প্রসঙ্গে।

সূত্র : তাঁর দপ্তর স্মারক নং- ২৬৭০ তারিখঃ ১৪/১১/২০১৭ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্র স্মারকের প্রেক্ষিতে সম্মানের সহিত জানানো যাচ্ছে যে, তাঁহার সুপারিশের প্রেক্ষিতে সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ এর আলোকে বরিশাল সড়ক বিভাগাধীন বরিশাল-ভূরঘাটা মহাসড়কের ১ম কিঃমিঃ এ বরিশাল ১নং সিএভিবি পুল সংলগ্ন সিএভিবি রোড, আলোকান্দা মৌজার খতিয়ান নং- ১০৬৪ এল, এ কেস নং- ১(৪)/১৯৬০-৬১ এবং নং- ৪০/১৯৬২-৬৩ মূলে সওজ অধিদপ্তরে অধিগ্রহণকৃত দাগ নং- ৬৮৭০ (কম/বেশী) ভূমি হতে আবাদিক প্রবেশ পথের জন্য ১০ (দশ) বছরের মেয়াদী অস্থায়ী ভূমি ইজারা পাওয়ার জন্য জনাব মোঃ আবদুস হাশাম, পিতা মরহুম ফরমান আলী হাওলাদার, মাতা মরহুমা জামিলা খাতুন, ফেরদৌস ভিলা- ১নং সিএভিবি পুল সংলগ্ন, সিএভিবি রোড বরিশাল লিজ পাওয়ার জন্য আবেদন করেন। তাহার আবেদনের প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী সরজমিনে তদন্ত করে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা- ২০১৫ এর আলোকে জানান যে,

ক) এককালীন ফি = মৌজার মূল্য × ভূমির পরিমাণ × ৪০%
= টাকা ৫১,১২০.০০ × ২.০১ শতক × ৪০%
= টাকা ৪১,১০০.৪৮
বাৎসরিক ইজারা ফি = এককালীন ফি × ১০%
= টাকা ৪১,১০০.৪৮ × ১০%
= টাকা ৪১১০.০৫

খ) ১০ (দশ) বছরের ইজারা মূল্য (৪১১০.০৫ × ১০) = ৪১,১০০.৪৮

অর্থাৎ (ক) এককালীন ফি = ৪১,১০০.৪৮
(খ) ১০ (দশ) বছরের ইজারা ফি = ৪১,১০০.৪৮

মোট = ৮২,২০০.৯৬

(গ) প্রযোজ্য ভ্যাট (৮২,২০০.৯৬ এর ১৫%) = ১২,৩৩০.১৪

(ঘ) প্রযোজ্য আয়কর (৮২,২০০.৯৬ এর ৫%) = ৪১১০.০৫

মোট = ১৬,৪৪০.১৯

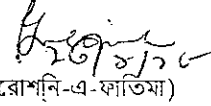
চুক্তিকালীন সময়ে পরিশোধিতবা মোট ইজারা ফি (ক+খ) = ৮২,২০০.৯৬ + (গ+ঘ) ১৬,৪৪০.১৯ সর্ব মোট টাকা = ৯৮,৬৪১.১৫ (আটানব্বই হাজার ছয় শত এক চল্লিশ টাকা এবং পনের পয়সা) মাত্র, সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান এবং নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে অস্থায়ী ভিত্তিতে ইজারার অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

শর্ত সমূহ :

- এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।
- ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভ্যাট ও আয়কর ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে।
- প্রতিটি প্রবেশপথ / সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ১২ (বার) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ ও বর্হিগমন পথের ঢালের অনুপাত ১ঃ২ কম করা যাবে না।
- কোন ক্রেমেই প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না এবং সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে।
- ইজারাকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন পাইপ কালভার্ট/ বক্স কালভার্ট/ ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ / সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/ কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।

- ৬। ইজারাকৃত ভূমির আতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না এবং ইজারা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমি ইজারা গ্রহণের পরেই তার বাহিরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না।
- ৭। ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/ অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না এবং কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিল বোর্ড/ সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না।
- ৮। ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।
- ৯। চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এক্ষেত্রে এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর অস্বীকার বা ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না এবং কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না।
- ১০। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের দ্বারা কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহণ করবেন যে, " মহাসড়ক সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তর স্বীকাৃত থাকবে।
- ১১। উপরোক্ত শর্ত সমূহের কোন একটি শর্ত লঙ্ঘিত হলে এ অনুমতি/ বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ১২। এতদনুসারে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত হায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।



(রোশনি-এ-ফাতিমা)

পরিচিতি নং- ০০০৩৯০

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ (সঙ্গদা)

এম.আই.এস এন্ড এন্ট্রিস্টস সার্কেল

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

বরিশাল জোন, বরিশাল।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁহার ডায়রী নং-৮৫০-প্রঃপ্রঃ তারিখঃ ২২/০১/২০১৮ ইং এর অনুমোদনক্রমে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ বরিশাল।
- ৫। জনাব মোঃ আবদুস ছালাম, পিতা মরহুম ফরমান আলী হাওলাদার, মাতা মরহুমা জামিলা খাতুন, ফেরদৌস ভিলা-১নং সিএন্ডবি পুল সংলগ্ন, সিএন্ডবি রোড বরিশাল।



৩৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়
এমআইএওস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোন নং-৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্স-৮৮৭৯৩৭৫
ই-মেইল-semis@rhd.rhd.gov.bd

স্মারক নং- এল.আর.স্মারক নং- ৩৯০/১৭ (১৭) ২০/১(৫) ১৯/১৯

তারিখঃ- ২০.০১.২০১৯

বিষয় : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ অনুযায়ী কোম্পানীগঞ্জ-নবীনগর সড়কের এলআরপি ২৮+১০০ কিঃ মিঃ এ আলিয়াবাদ মৌজার সোঃ মেঃ দাগ নং- ৫৭৬ যালে ৯৯৫ এর আবাদিক স্থানে যাতায়াতের সংযোগ সড়ক নির্মাণের নিমিত্তে ভূমি ব্যবহারের আবেদন প্রসঙ্গে। (জনাব মোঃ বেলাল উদ্দিন, আলিয়াবাদ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া)।

স্মারক : তাঁর সড়ক স্মারক নং- ২৪৮৩ তাং- ২৭/১১/১৭ইং

জনাব মোঃ বেলাল উদ্দিন চৌধুরী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সড়ক বিভাগবীন কোম্পানীগঞ্জ-নবীনগর সড়কের এল আরপি ২৮+১০০ কিঃমিঃ এ আলিয়াবাদ মৌজার সোঃ মেঃ দাগ নং-৫৭৬ যালে ৯৮২ এ অবস্থিত। উক্ত সড়কের সোস্তার বাদে আবেদনকারীর জায়গার দূরত্ব দৈর্ঘ্যে ১১২'-০" - ৯'-০" (সোস্তার) = ১০৩'-০" প্রস্থ টপ ৮'-০" ও ইটমসহ প্রস্থ দূর মাফুলো ৩৬'-০" আবেদিত প্রবেশপথের ভূমি বর্তমান সড়কের অবস্থান হতে ৭'-০" নীচুতে অবস্থিত বিধায় উচ্চতা অনুযায়ী (১ : ২) ঢালুতে প্রদেয় আবাদিক স্থানের প্রবেশ পথের চূড়ার প্রস্থ ৮'-০" সহ প্রবেশপথের ভিত্তি ৩৬'-০" হবে। উক্ত মাঠকানা ভূমিতে আবাদিক স্থানে যাতায়াতের সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধিগ্রহণ ভূমির সোঃ মেঃ দাগ নং- ৫৭৬ যালে ৯৮২ ভূমির উপর দিয়ে মোট ১০৩'-০" x ৩৬'-০" = ৩৭০৮.০০ বর্গফুট বা ৮.৫১ শতক ভূমি জনাব মোঃ বেলাল উদ্দিন চৌধুরী, পিতা-মৃত আব্দুল মোতালেব চৌধুরী, গ্রাম-আলিয়াবাদ, উপজেলা-নবীনগর, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এর অনুকূলে সর্বোচ্চ ১০(দশ) বছর মেয়াদে নবায়নযোগ্য ইজারা হিসেবে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, বেং সঃ নং- ৮৫২ প্রঃ প্রঃ তাং- ২২/০১/২০১৮ইং মূল নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন করেন। এক্ষেত্রে সরকারী বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এককালীন ও বাৎসরিক ইজারার ফি এবং আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া কর্তৃক নাল শ্রেণীর ভূমি বিবেচনায নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার মাঝ-য়েজিষ্ট্রী অফিস কর্তৃক ২০১৭-১৮ সনের আলিয়াবাদ মৌজার মূল্য তালিকা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথের ইজারা ফি নির্ধারণ করেছেন- যায নিম্নরূপ :

ক) এককালীন ফি	= মৌজার মূল্য x ভূমির পরিমাণ x ৩০ %
	= (টাকা ৭৩৮৩০/- x ৮.৫১ শতাংশ x ৩০ %)
	= টাকা ২,৫১,৩৬১.৫৭
বাৎসরিক ইজারা ফি	= এককালীন ফি x ১০ %
	= (টাকা ২,৫১,৩৬১.৫৭ x ১০ %)
	= টাকা ২৫,১৩৬.১৫
ক) সে হিসেবে ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা মূল্য দাঁড়াবে (২৫,১৩৬.১৫ x ১০) = ২,৫১,৩৬১.৫৭ টাকা	
অর্থাৎ (ক) এককালীন ফি	= ২,৫১,৩৬১.৫৭ টাকা
(খ) ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি	= ২,৫১,৩৬১.৫৭ টাকা
	= ৫,০২,৭২৩.১৪ টাকা
(গ) প্রযোজ্য ভ্যাট (৫.০২,৭২৩.১৪ এর ১৫ %)	= ৭৫,৪০৮.৪৭
(ঘ) প্রযোজ্য আয়কর (৫.০২,৭২৩.১৪ এর ৫ %)	= ২৫,১৩৬.১৫
	= ১,০০,৫৪৪.৬২ টাকা

চুক্তিকালীন সময়ে পরিশোধিতব্য মোট মূল্যের পরিমাণ হবে $\{(ক+খ) = ৫,০২,৭২৩.১৪ + (গ+ঘ) = ১,০০,৫৪৪.৬২\} = ৬,০৩,২৬৭/৭৬$ (ছয় লক্ষ তিন হাজার দুইশত সাতষট্টি টাকা ছিয়ানতর পয়সা মাত্র)। সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান এবং নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ অনুযায়ী অস্থায়ী ভিত্তিতে আবাদিক প্রবেশপথ হিসাবে ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

শর্তসমূহঃ

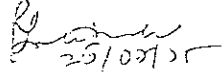
- ১। এ অনুমতি ১০(দশ)বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।
- ২। ইজারা সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০(দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও কর নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে।
- ৩। ইজারা গ্রহীতাকে হাটুয়ে এ্যাক্ট ১৯২৫ সীমার ব্যাহারে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে।
- ৪। প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ১২(বার) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১ঃ২ অতিক্রম করা যাবে না।
- ৫। কোনক্রমেই প্রবেশপথ / সংযোগ সড়কের উচ্চতা স্থল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না এবং সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে।
- ৬। ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নব্বা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন পাইপ-কালভার্ট / বক্স কালভার্ট / ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নব্বা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/ কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ৭। ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না এবং যে উপদেশো ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না;
- ৮। ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/ অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না। কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড / সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না।

SDE, LAP
24-01-18

Filed
Cons
28/1/18

- ৯। ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে পাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।
- ১০। চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না এবং কোন আদালতে মামলা সৌকন্দমা করতে পারবে না।
- ১১। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহণ করবেন যে, 'মহাসড়ক সংস্কার মেসারস' ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধা থাকবেন।
- ১২। উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি / বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং
- ১৩। এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি বিধান যেনে চলতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত স্থায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

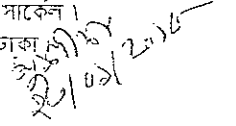

২৩/০৭/১৮
(রোশনি-এ-ফাতিমা)

পরিচিতি নং-০০০৩৯০

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (সঃ দাঃ), সওজ,
গ্রুপআইএম এড এস্টেটস পার্কস।

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।




২৩/০৭/১৮

বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ,
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।

জন্মালিপি : সদর জন্মতার্থে :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইয়া তার আইডি নং- ৮৫২-প্রঃ প্রঃ তাং-২২/০১/১৮ইং এর প্রেক্ষিতে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, বি-বাড়ীয়া।
- ৫। জনাব মোঃ বেলাল উদ্দিন চৌধুরী, পিতা-মৃত আব্দুল মোতালেব চৌধুরী, গ্রাম-আলিয়ারাবাদ, উপজেলা-নবীনগর, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

SPE-124
29-01-13



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

৩৫

স্মারক নং- এল.আর.ঢাকা-৩৯০/১৭(৩২) ২৫/১(৪)মাস

তারিখঃ- ২২.০১.২০১৬

বিষয়ঃ নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের (পোল্ডার সড়ক) ৬ষ্ঠ কিঃ মিঃ এ মৌজা-খোর্দঘোসপাড়া, জে.এল নং সিএস-১৪৭, আর.এস-০৫, দাগ নং-১৯৭(অংশ) আরএস-২৭৫(অংশ) এর নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত আবাসিক ভবনে যাতায়াতের জন্য সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি দাগ নং সি.এস-১৯৭, ২৬৩ ও ২৬৪(প্রতিটির অংশ), আর.এস-২৮৫(অংশ) এর উপর দিয়ে ১(এক)টি আবাসিক প্রবেশপথ নির্মাণের আবেদন প্রসঙ্গে। (আবেদনকারীঃ জনাব মোঃ নূরুল আমিন, পক্ষে বৃহত্তর নোয়াখালী পেপার মার্চেন্টস বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ)।

সূত্রঃ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, ঢাকা জোনের স্মারক নং-এস্টেট এন্ড-ল-০৪৮/১৬-৬২৯৪-ডিজিড তাং- ১১/১২/২০১৭ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্র স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, "জনাব মোঃ নূরুল আমিন, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের (পোল্ডার সড়ক) ৬ষ্ঠ কিঃ মিঃ এ মৌজা-খোর্দঘোসপাড়া, জে.এল নং সিএস-১৪৭, আর.এস-০৫, দাগ নং-১৯৭(অংশ) আরএস-২৭৫(অংশ) এর নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত আবাসিক ভবনে যাতায়াতের জন্য সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি দাগ নং সি.এস-১৯৭, ২৬৩ ও ২৬৪(প্রতিটির অংশ), আর.এস-২৮৫(অংশ) এর উপর দিয়ে ১(এক)টি আবাসিক প্রবেশপথ নির্মাণের আবেদনের প্রেক্ষিতে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সরেজমিনে তদন্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, ঢাকা জোনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে অনুমোদিত ইজারা ফি পরিশোধ এবং নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে আবাসিক প্রবেশপথ হিসাবে ৯.০০ শতাংশ ভূমি, সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা- ২০১৫ অনুযায়ী প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর অনুমোদনক্রমে অস্থায়ী ভিত্তিতে ইজারা প্রদান করা হলো।

শর্তসমূহঃ

১১
২১

- ১। এ অনুমতি ১০(দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে এবং ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০(দশ) বছরের ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর বাবদ অনুমোদিত ৬৩,৮৮,৫৫৫.০০ (তেষটি লক্ষ আটশি হাজার পাঁচ শত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে।
- ২। প্রস্তাবিত আবাসিক সড়কটি ১৪০'-০" x ২৮'-০" বা ৩৯২০.০০ বর্গফুট বা ৯.০০ শতাংশ বা ১.০৯০০ একর এবং বিঘরাট সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ৩। আবাসিক প্রবেশপথটি সংযুক্ত নক্সা/ড্রইং অনুযায়ী স্থানীয় সওজ কর্মকর্তাগণের পরামর্শে অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক ১ঃ২ চালে নির্মাণ করতে হবে।
- ৪। কোনক্রমেই প্রবেশপথ / সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না।
- ৫। প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী ১ঃ২ চালে নির্মাণ করতে হবে।
- ৬। ইজারাকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী (১.৫২ X ১.৫২ X ৪২.৬৮ মিটার) বক্স কালভার্ট নির্মাণ করতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ৭। ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি কোন ভাবেই ব্যবহার করা যাবে না এবং ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না; করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৮। ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো/বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন নির্মাণ করা যাবে না এবং কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না।
- ৯। ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।
- ১০। চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না এবং আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না।
- ১১। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহণ করবেন যে, "মহাসড়ক সংস্কার মোরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন।
- ১২। উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সকল বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির দত্যাযিত ছায়ালিপি চুক্তি সম্পাদনের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

Y. Khan
২২/০১/১৮
(রোশান-এ-ফাতিমা)

পরিচিতি নং-০০০৩৯০

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

Y. Khan

২২/০১/১৮

বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ,
ঢাকা জোন, ঢাকা।

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁর ডাইরী নং ৮৫১-প্রঃ প্রঃ তাং- ২২/০১/২০১৮ইং এর প্রেক্ষিতে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ।

(১৬)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সওজ এর কার্যালয়
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোনঃ ৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্স : ৮৮৭৯৩৭৫।
ই-মেইলঃ semis@rhd.gov.bd

১৫
২৩/৩/১৮
১৮

স্মারক নং-এল.আর- ২৪/৩(১)মিস

তারিখঃ- ২.৩.০১.২০১৮

বিষয় : ভূমি নীতিমালা ২০১৫ অনুযায়ী বগুড়া-নওগাঁ-মহাদেবপুর-পত্নীতলা-ধামুরহাট-জয়পুরহাট (আর-৫৪৫) আঞ্চলিক মহাসড়কের ৩৮তম কিলোমিটারে সড়কের দক্ষিণপার্শ্বে আবেদনকারীর নিজস্ব জমিতে (বাসভবন) এ যাতায়াতের নিমিত্তে সড়ক বিভাগ, বগুড়ার হুকুম দখলকৃত সওজ, ভূমি সংযোগ সড়ক (প্রবেশ পথ) নির্মানের ইজারা প্রদানের অনুমতি প্রসঙ্গে।

সূত্র : তাঁর দপ্তর স্মারক নং- ৩৪৭২(৩)-আরজেড, তারিখঃ ১২/১১/২০১৭ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্র স্মারকের প্রেক্ষিতে সম্মানের সহিত জানানো যাচ্ছে যে, তাঁহার সুপারিশের প্রেক্ষিতে সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ এর আলোকে বগুড়া-নওগাঁ-মহাদেবপুর-পত্নীতলা-ধামুরহাট-জয়পুরহাট (আর-৫৪৫) আঞ্চলিক মহাসড়কের ৩৮তম কিলোমিটারে সড়কের দক্ষিণপার্শ্বে আদমদিঘি মৌজার জে.এল নং- ১৫৫ সিএস দাগ নং- ৩২(অংশ) ও ২০ (অংশ) অধিগ্রহণ মূলে সওজ এর আওতাভুক্ত ০.০০৯৩ (শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য নয় তিন) একর নিজস্ব জমিতে যাতায়াতের নিমিত্তে সংযোগ সড়ক (প্রবেশ পথ) নির্মান ও ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে ১) মোঃ আলমগীর হোসেন, (২) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, উভয়ের পিতা- মৃত আলহাজ্ব রজব উদ্দিন মোল্লা, উভয়ের মাতা- মৃত আনোয়ারা বেগম, সাং- গোরগাঁও, উপজেলা- আদমদিঘী, জেলা- বগুড়া আবেদন করেছেন। তাহার আবেদনের প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী সরজমিনে তদন্ত করে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা- ২০১৫ এর আলোকে জানান যে,

ক) এককালীন ফি = মৌজার মূল্য × ভূমির পরিমাণ × ৪০%
= টাকা ২১০০.০০ × ১.০৭ শতক × ৪০%
= টাকা ৮৯৮.৮০
বাৎসরিক ইজারা ফি = এককালীন ফি × ১০%
= টাকা ৮৯৮.৮০ × ১০%
= টাকা ৮৯.৮৮

খ) ১০ (দশ) বছরের ইজারা মূল্য (৮৯.৮৮ × ১০) = ৮৯৮.৮০ টাকা।

অর্থাৎ (ক) এককালীন ফি = ৮৯৮.৮০ টাকা।
(খ) ১০ (দশ) বছরের ইজারা ফি = ৮৯৮.৮০ টাকা।

মোট = ১৭৯৭.৬০ টাকা

(গ) প্রযোজ্য ভ্যাট (১৭৯৭.৬০ এর ১৫%) = ২৬৯.৬৪

(ঘ) প্রযোজ্য আয়কর (১৭৯৭.৬০ এর ৫%) = ৮৯.৮৮

মোট = ৩৫৯.৫২

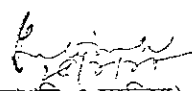

চুক্তিকালীন সময়ে পরিশোধিতব্য মোট ইজারা ফি (ক+খ) = ১৭৯৭.৬০ + (গ+ঘ) ৩৫৯.৫২ সর্ব মোট টাকা = ২১৫৭.১২ (দুই হাজার এক শত সাতান্ন টাকা এবং বার পয়সা) মাত্র, সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান এবং নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে অস্থায়ী ভিত্তিতে ভূমি ব্যবহারের ইজারার অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

শর্ত সমূহ :

- ১। এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।
- ২। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভ্যাট ও আয়কর ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে।
- ৩। প্রতিটি প্রবেশপথ / সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ১২ (বার) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ ও বহির্গমন পথের ঢালের অনুপাত ১ঃ২ কম করা যাবে না।
- ৪। কোন ক্রমেই প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না এবং সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে।

- ৫। ইজারাকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অবিদগুনের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন পাইপ কালভার্ট/ বক্স কালভার্ট/ ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ / সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/ কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ৬। ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না এবং ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহন করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ণ বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না।
- ৭। ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/ অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না এবং কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এক বিল বোর্ড/ সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না।
- ৮। ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে শাব্দ নীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহন করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।
- ৯। চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষনিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না এবং কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না।
- ১০। সড়ক ও জনপথ অবিদগুনের উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহন করবেন যে, " মহাসড়ক সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহন করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন।
- ১১। উপরোক্ত শর্ত সমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/ বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ১২। এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অবিদগুনের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অবিদগুনে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।


 (রোশনি-এ-ফাতিমা)
 পরিচিতি নং- ০০০৩৯০
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ (চঃদা)
 এম.আই.এস এন্ড এন্টেষ্টন্স সার্কেল
 সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।


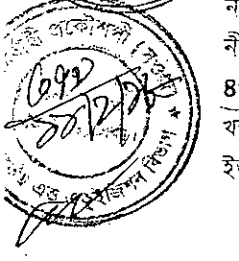
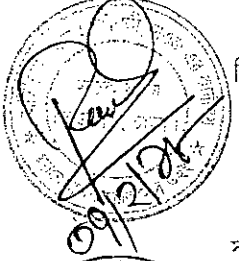
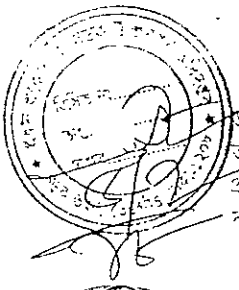
২৪/৩/১৮

বরাবর
 অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
 রংপুর জোন, রংপুর।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক ও জনপথ অবিদগুনে, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁহার ডায়রী নং-৮৫৯-প্রঃপ্রঃ তারিখঃ ২২/০১/২০১৮ ইং এর অনুমোদনক্রমে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ বগুড়া।
- ৫। জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন ও জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, উভয়ের পিতা- মৃত আলহাজ্ব রজব উদ্দিন মোল্লা, উভয়ের মাতা- মৃত আনোয়ারা বেগম, সাং- গোরগাঁও, উপজেলা- আদমদিঘী, জেলা- বগুড়া।


 ২৩/৩/১৮



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

ACE, MSW/Dhaka Zone

তারিখ: ০১ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ
১৪তম বঙ্গবন্ধু স্মরণ দিবস

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.১১৩.১৭-৩৭

বিষয়: নবীনগর-ডিইপিজেড-কালিয়াকৈর (চন্দ্রা) জাতীয় মহাসড়কের (এন-৫৪০) ১৪তম কিলোমিটারে বাড়ইপাড়া মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে নির্মিত নন্দন পার্ক লিমিটেড নামক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের ১টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: জনাব খন্দকার সাখায়াত হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, নন্দন পার্ক লিমিটেড)

সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-ঢাকা-৩৯০/১৭(২৭) ১০১৬-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-১৮.১২.২০১৭

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন নবীনগর-ডিইপিজেড-কালিয়াকৈর (চন্দ্রা) জাতীয় মহাসড়কের (এন-৫৪০) ১৪তম কিলোমিটারে বাড়ইপাড়া মৌজার জেএল নম্বর-৫৩১, সিএস দাগ নম্বর-৭ ও ১০৪(প্রতিটির অংশ), আরএস দাগ নম্বর-৬১২ এর সওজ মালিকানাধীন ৯.২৯ শতাংশ ভূমি নন্দন পার্ক লিমিটেড নামক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যানবাহন যাতায়াতের ১টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৪৬,৭৯,৮৮৫.৮১ (ছিচল্লিশ লক্ষ উন্বাশি হাজার আটশত পঁচাশি টাকা একাশি পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব খন্দকার সাখায়াত হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, নন্দন পার্ক লিমিটেড-এর অনুকূলে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং অধিকৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চল্লিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বস্তু কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ বায় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং

জারী নং: ০০৭/১৪/২০১৯
তারিখ: ০১/১২/১৯
নিঃ প্রঃ ল্যান্ড রেকর্ড/কঃ সিঃ এনালিসিস
নিঃ হাঃ ইঞ্জিঃ/সহঃ প্রঃ এমআইএস।

সংযুক্তি: ০১/১২/১৯
তারিখ: ০১/১২/১৯
নিঃ হাঃ ইঞ্জিঃ/সহঃ প্রঃ এমআইএস।

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য
SDET 40
11-02-18

D:\Manuals\Manual Letter\2019 doc-12-
তারিখ: ০১/১২/১৯

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ-প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এ ক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এ ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা জাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব খন্দকার সাখায়াত হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, নন্দন পার্ক লিমিটেড)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rihd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.১১৩.১৭-৩৭/১(৮)

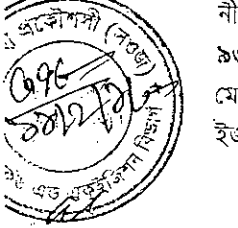
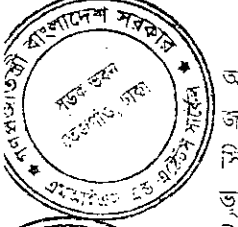
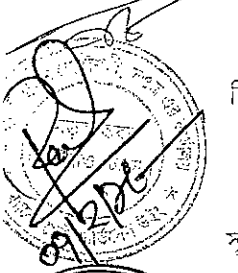
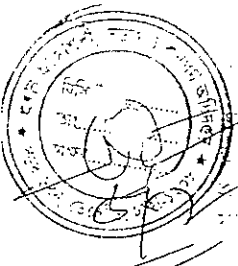
তারিখঃ ০১ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
১৯ মাঘ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা সড়ক সার্কেল, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগ, মানিকগঞ্জ
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব খন্দকার সাখায়াত হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, নন্দন পার্ক লিমিটেড, বাড়ইপাড়া, থানা-আওলিয়া, সাতার, ঢাকা

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব

৩.৮০০



স্মারক নং: ৬৯৬৯/এস.স্পা.
তারিখ: ০২/১২/১৬
প্রকৌশলীর (সওজ) দপ্তর
সড়ক তরন, তেজগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

ACE/MSW/Mymensingh Zone
০২.১৬

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০০১.১৮-৩৬

তারিখ: ০২/১২/১৬
৩৯ মাঘ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
সড়ক তরন

বিষয়: জয়দেবপুর-টাসাইল-জামালপুর মহাসড়কের ১২৯তম কিলোমিটারে হরিদ্রহাটা মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত মেসার্স মুমু মিথি ফিলিং স্টেশনে (পেট্রোল পাম্প) যানবাহন যাতায়াতের প্রবেশ ও বাহির হওয়ার জন্য প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: জনাব মিজানুর রহমান, প্রোপাইটর)।

সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অবিদগুরের স্মারক নম্বর-এলআর-১০৯৩-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-২৭.১২.২০১৭, খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে জামালপুর সড়ক বিভাগাধীন জয়দেবপুর-টাসাইল-জামালপুর মহাসড়কের ১২৯তম কিলোমিটারে হরিদ্রহাটা মৌজার জেএল নম্বর-১৪০, সিএস খতিয়ান নম্বর-৩৪ ও সিএস দাগ নম্বর ৮৬, বিআরএস খতিয়ান নম্বর-২, বিআরএস ১৬৯ নম্বর দাগের সওজ মালিকানাধীন ৬.৩৭ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত মেসার্স মুমু মিথি ফিলিং স্টেশনে (পেট্রোল পাম্প) যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী বার্ষিক এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৯৩,৪৪৭.৯১ (তিরানব্বই হাজার চারশত সাতচল্লিশ টাকা একানব্বই পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, প্রোপাইটর, মেসার্স মুমু মিথি ফিলিং স্টেশন-এর অনুকূলে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আনয়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চল্লিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং মোট দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

স্মারক নং: ৬৯৬৯/এস.স্পা.
তারিখ: ০২/১২/১৬
নিঃ প্রঃ ল্যান্ড রেকর্ড/কঃ সিঃ এনালিসিট
নিঃ হাঃ ইঞ্জিঃ/সহঃ প্রঃ এমআইএস

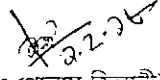
তারিখ: ০২/১২/১৬
নিঃ আইস কর্মকর্তা/সহঃ আইস কর্মকর্তা/প্রকৌশলী
তারিখ: ০২/১২/১৬

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য
SDE/CPD
১১-০২-১৬

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তর বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, প্রোপাইটর, মেনার্স মুম্বি মিথি ফিলিং স্টেশন)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০০১.১৮-৩৬/১(৮)

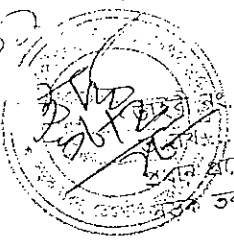
তারিখঃ ০১ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
১৯ মাঘ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, জামালপুর সড়ক সার্কেল, জামালপুর
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, জামালপুর সড়ক বিভাগ, জামালপুর
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, প্রোপাইটর, মেনার্স মুম্বি মিথি ফিলিং স্টেশন, গ্রাম-হরিদ্রহাটা, দিগপাইত, উপজেলা-জামালপুর সদর, জেলা-জামালপুর

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব

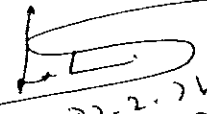
6507



৬২০২ (২) ২০/২/১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

ACE, MSW/Dhaka Zone



২১-২-১৮
প্রবান প্রকৌশলী
তারিখ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
সড়ক বিভাগ

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০০৪.১৮-৪৭



বিষয়: ঢাকা (যাত্রাবাড়ী)-কুমিল্লা (ময়নামতি)-চট্টগ্রাম-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়কের (এন-১) ৩৩তম কিলোমিটারে বাউশিয়া মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত এসিএস টোলটাইলস (বাংলাদেশ) লিমিটেড নামক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: জনাব মোঃ জহুরুল কবির, নির্বাহী পরিচালক)।

সূত্র: প্রবান প্রকৌশলী, সওজ অবিদগুরের স্মারক নম্বর-এলআর-ঢাকা-৩৯০/১৭(৩১) ১১৮৮-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-১০.০১.২০১৮

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগাবীন ঢাকা (যাত্রাবাড়ী)-কুমিল্লা (ময়নামতি)-চট্টগ্রাম-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়কের (এন-১) ৩৩তম কিলোমিটারে বাউশিয়া মৌজার জেএল নম্বর-সিএস ৩৮৯, সিএস দাগ নম্বর-১৪১ ও ২৪২ (প্রতিটির অংশ) এবং আরএস খতিয়ান নম্বর-২ ও আরএস দাগ নম্বর ৪১৮ (অংশ)-এর সওজ মালিকানাধীন ১১.১৬ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত এসিএস টোলটাইলস (বাংলাদেশ) লিমিটেড নামক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যানবাহন যাতায়াতের ১টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৪০,৯০,৪৯৯.৩৫ (চল্লিশ লক্ষ নব্বই হাজার চারশত নিরানব্বই টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব মোঃ জহুরুল কবির, নির্বাহী পরিচালক, এসিএস টোলটাইলস (বাংলাদেশ) লিমিটেড-এর অনুকূলে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ

শর্তসমূহ

- এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চল্লিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বরাদ্দ রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

DE/ LPA

২০-০২-১৮
নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ)
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক বিভাগ, ঢাকা

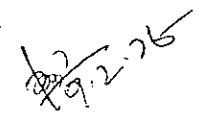
জি.সি. নং ৬৬৭
সিঃ প্রঃ সীঃ রেকর্ড/কঃ সিঃ এনালিস্ট
সিঃ হাঃ ইঞ্জিঃ/সহঃ প্রঃ এমআইএস
তঃ প্রঃ এমআইএস

২৬/২/১৮
অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল হেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তনমূহের কোন একটি শর্ত লঙ্ঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব মোঃ জহুরুল কবির, নির্বাহী পরিচালক, এসিএস টেক্সটাইলস (বাংলাদেশ) লিমিটেড)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোন: ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০০৪.১৮-৪৭/১(৮)

তারিখ: ০৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৫ মাঘ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

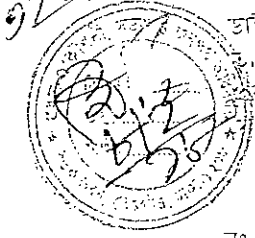
অনুলিপি: সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল:

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, নারায়ণগঞ্জ সড়ক সার্কেল, ১৩২,/৪, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব মোঃ জহুরুল কবির, নির্বাহী পরিচালক, এসিএস টেক্সটাইলস (বাংলাদেশ) লিমিটেড, তেতলাবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব

৩২ নং

৬২০৪ এ স. প.

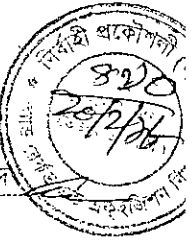


স্মারক নং ৬২০৪ এ স. প.
তারিখ ২২/১২/১৮
প্রধান প্রকৌশলীর (সওজ) দপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

ACE, MSC/Sylhet Zone

প্রধান প্রকৌশলী
তারিখ: ২০/১২/১৮
সড়ক নং ১৪২৪ বঙ্গাব্দ



বিষয়: মৌলভীবাজার-রাজনগর-ফেঞ্চুগঞ্জ-সিলেট মহাসড়কের ১৫তম কিলোমিটারে গয়গড় মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত ডেল্টা সিএনজি ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের প্রবেশ ও বাহির হওয়ার জন্য প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: কাজী মাহবুব হোসেন, প্রোপাইটর)।

সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-১২১১-প্রঃ ৩ঃ, তারিখ-১১.০১.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ



উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে মৌলভীবাজার সড়ক বিভাগাধীন মৌলভীবাজার-রাজনগর-ফেঞ্চুগঞ্জ-সিলেট মহাসড়কের ১৫তম কিলোমিটারে গয়গড় মৌজার জেএল নম্বর-১১৩, এসএ খতিয়ান নম্বর-৩৯৫ ও এসএ ৪৫৬ ও ৪৫৭ নম্বর দাগের সওজ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ১৪.৯৪ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত ডেল্টা সিএনজি ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী বার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৯,০৪,০০১.৪৭ (নয় লক্ষ চার হাজার এক টাকা সাতচল্লিশ পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে কাজী মাহবুব হোসেন, প্রোপাইটর, ডেল্টা সিএনজি ফিলিং স্টেশন -এর অনুকূলে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আনায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিকাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রেস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং

SDE, LRA

২০-০২-১৯

স্মারক নং ৬৬৬ তারিখ ২০/০২/১৯

সিঃ এঃ ল্যান্ড রেকর্ড/কঃ সিঃ এম্প্লয়ী

২০/০২/১৯

২০/১২/১৮

২০/১২/১৮

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লঙ্ঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা জটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিবি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত হায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (কাজী মাহাবুব হোসেন, প্রোপাইটর, ডেল্টা সিএনজি ফিলিং স্টেশন)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত হায়ালিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০০৫.১৮-৪৫/১(৮)

তারিখঃ ০৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৫ মাঘ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, সিলেট জোন, সিলেট
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, মৌলভীবাজার সড়ক সার্কেল, মৌলভীবাজার
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, মৌলভীবাজার সড়ক বিভাগ, মৌলভীবাজার
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. কাজী মাহাবুব হোসেন, প্রোপাইটর, ডেল্টা সিএনজি ফিলিং স্টেশন, স্বর্ণালী-ব্লক-সি, বাসা নং-৪, ভার্থখলা, ২৬ নম্বর ওয়ার্ড, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়
এমআইএস এন্ড এস্টেটস মার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।



স্মারক নং- এল.আর.-ঢাকা-৩৯০/১৭(৩২) ৭৫/১ (৫) M/S

তারিখ :- ১২, ০২, ২০১৮

বিষয় : নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগাবীন ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সংযোগ সড়কের ৪র্থ কিঃমিঃ এ মৌজা-জালকুড়ি, জে.এল নং সিএস-২০২, আর.এস-০৬, দাগ নং-১২৩৯(অংশ) অন্স.এস-৩০৫০(অংশ) এর নিজস্ব ভূমিতে যাতায়াতের জন্য সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি দাগ নং সি.এস-১২৩৯ ও ১২৪০ (প্রতিটির অংশ), আর.এস-৩৪৭০ (প্রতিটির অংশ) এর উপর দিয়ে ১(এক)টি আবাসিক প্রবেশপথ নির্মাণের আবেদন প্রসঙ্গে। (আবেদনকারী : জনাব মোঃ ইফতেখাইরুল ইসলাম)।

সূত্র : অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, ঢাকার স্মারক নং-এস্টেট এন্ড-ল-০৪৮/১৬-৬৪২২-ডিজিড তাং-১৮/১২/২০১৭ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জনাব মোঃ ইফতেখাইরুল ইসলাম ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সংযোগ সড়কের ৪র্থ কিঃমিঃ এ মৌজা-জালকুড়ি, জে.এল নং সিএস-২০২, আর.এস-০৬, দাগ নং-১২৩৯(অংশ) আর.এস-৩০৫০(অংশ) এর নিজস্ব ভূমিতে যাতায়াতের জন্য সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি দাগ নং সি.এস-১২৩৯ ও ১২৪০ (প্রতিটির অংশ), আর.এস-৩৪৭০ (প্রতিটির অংশ) এর উপর দিয়ে ১(এক)টি আবাসিক প্রবেশপথ নির্মাণের আবেদনের প্রেক্ষিতে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সরেজমিনে তদন্ত ও/পরিদর্শন প্রতিবেদন ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, ঢাকা জোনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে অনুমোদিত ইজারা ফি পরিশোধ এবং নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে আবাসিক প্রবেশপথ হিসাবে ২.৪০ শতাংশ ভূমি, সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ অনুযায়ী প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর অনুমোদনক্রমে অস্থায়ী ভিত্তিতে ইজারা প্রদান করা হলো।

শর্তসমূহ :

- এ অনুমতি ১০(দশ) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০(দশ) বছরের ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর বাবদ অনুমোদিত ৮,৭১,৩৩১.৩৩/- (আট লক্ষ একাত্তর হাজার তিনশত একত্রিশ টাকা তিন তিন পয়সা) টাকা মাত্র নির্ধারিত অপরিশোধিত ফোন্ড জমা প্রদান করতে হবে।
- প্রস্তাবিত আবাসিক সড়কটি ৮'-০" x ১২'-০" বা ১০৪৪.০০ বর্গফুট বা ২.৪০ শতাংশ বা ০.০২৪০ একর এবং বিষয়টি সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- আবাসিক প্রবেশপথটি সংযুক্ত নক্সা/ড্রইং অনুযায়ী স্থানীয় সওজ কর্মকর্তাগণের পরামর্শে অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক ১ঃ২ টালে নির্মাণ করতে হবে।
- কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না।
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী ১ঃ২ টালে নির্মাণ করতে হবে।
- ইজারাকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী (১.৫২ X ১.৫২ X ৩.৬৬ মিটার) বক্স কালভার্ট নির্মাণ করতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক ও কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না এবং ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না; করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো/বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন নির্মাণ করা যাবে না এবং কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না।
- ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
- চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না এবং আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না।

SUPERIOR
[Signature]

[Signature]

১১।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহণ করবেন যে, "মহাসড়ক সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন।

১২।

উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লঙ্ঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সকল বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি চুক্তি সম্পাদনের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(রোশনি-এ-ফাতিমা)

পরিচিতি নং-০০০৩৯০

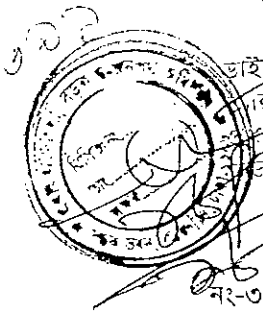
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (সঃ দাঃ) সওজ
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

বরাবর,

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ,
ঢাকা জোন, ঢাকা।

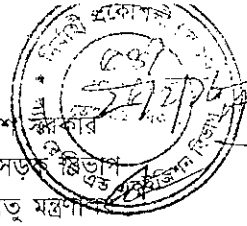
অনুলিপি : সদর জ্ঞাতার্থে :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁর ডায়েরী নং-৯৬৪ প্রঃ প্রঃ তাং-০৮/২/২০১৮ইং এর প্রেক্ষিতে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ।
- ৫। এস.এম ইফতেখাইরুল ইসলাম, বন্দর টেকিচর মধ্যা, চন্দ্রকোনা-২১৫১, নকলা, শেরপুর।



স্বাক্ষরিত নং: ১৬/১২/১৬
স্বাক্ষরিত তারিখ: ১৬/১২/১৬
প্রধান প্রকৌশলীর (সওজ) দপ্তর
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd



তারিখ: ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৬
০৩ ফাল্গুন ১৪২৪
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

বিষয়: ভাঙ্গা-ভাটিয়াপাড়া-মোল্লাহাট জাতীয় মহাসড়কের ৩৭তম কিলোমিটারে পিংগলিয়া মৌজার নিজস্ব ভূমিতে নির্মাণাধীন মেসার্স এস এস ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের প্রবেশ ও বাহির হওয়ার জন্য প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: জনাবা লুনা পারভীন, স্বত্বাধিকারী)।

সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-গোপা-৩৯০/১৮(০১)-১৩৫৪-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-০৫.০২.২০১৮ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে গোপালগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ভাঙ্গা-ভাটিয়াপাড়া-মোল্লাহাট জাতীয় মহাসড়কের ৩৭তম কিলোমিটারে পিংগলিয়া মৌজার জেএল নম্বর-৩৭, বিএস খতিয়ান নম্বর-২, বিএস ১৩৭৫ নম্বর দাগের সওজ মালিকানাধীন ১৬.৮৯ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত মেসার্স এস.এস ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ১৩,৮৪,৭৫০.৩২ (তের লক্ষ চুরাশি হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা বত্রিশ পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব লুনা পারভীন, স্বত্বাধিকারী, মেসার্স এস.এস ফিলিং স্টেশন-এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আনায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে উল্লেখ করা হবে।
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না; করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাঁওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা র্যাবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

১৬/১২/১৬

১৬/১২/১৬

স্বাক্ষরিত নং: ৬২০, তারিখ: ১৬/১২/১৬

সিঃ প্রঃ ল্যান্ড রেকর্ড/কঃ সিঃ এনালিস্ট
সিঃ হাঃ ইঞ্জিঃ/সঃ প্রঃ এমআইএস।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

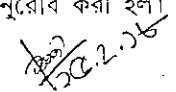
১৬/১২/১৬
সিঃ প্রঃ এমআইএস

SDE LRP
১৬/১২/১৬

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তর বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা তাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব লুনা পারভীন, স্বত্বাধীকারী, মেসার্স এস.এস ফিলিং স্টেশন)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


 (মোঃ গোলাম জিলানী)
 সহকারী সচিব
 ফোন: ৪৭১২৪৩৬০
sascstate@rthd.gov.bd


✓ প্রধান প্রকৌশলী
 সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
 সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০১০.১৮-৫৪/১(৮)

তারিখ: ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
 ০৩ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

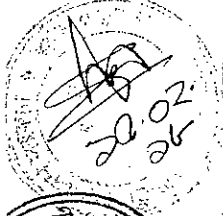
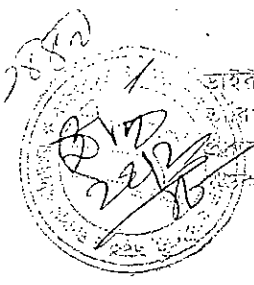
০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ জোন, গোপালগঞ্জ
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ সড়ক সার্কেল, গোপালগঞ্জ
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ সড়ক বিভাগ, গোপালগঞ্জ
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব লুনা পারভীন, স্বত্বাধীকারী, মেসার্স এস.এস ফিলিং স্টেশন, গ্রাম+পোঃ+থানা-কাশিয়ানী, জেলা-গোপালগঞ্জ


 (মোঃ গোলাম জিলানী)
 সহকারী সচিব

স্মারক নং: ১৪০০ ৩ পূঃ স্মঃ
তারিখ: ২২/২/০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

অঃ প্রঃ পূঃ, MSW/খুলনা জোন
তঃ প্রঃ MTS & Estate
তারিখ: ২২.২.০৮
১৯ একরয়ারী ই-০১ চক্ৰিষ্টাব্দ
১৯৯৯ সাল ১৯৮২৪ বঙ্গাব্দ



নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০০৬.১৮-৬৪

বিষয়ঃ কালীগঞ্জ-শ্যামনগর-ভেটখালী মহাসড়কের (জেড-৭৬১৭) ৯ম কিলোমিটারে জাহাজঘাটা মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত ফরিদ নাইন ষ্টারস এগ্রো ফুডস (বিডি) লিমিটেড নামক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারীঃ জনাব মোঃ বেলাল হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক)।

সূত্রঃ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অবিদগুরের স্মারক নম্বর-এলআর-খ-৩৯০/১৭(২৪) ১২৫৬-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-২২.০১.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে সাতক্ষীরা সড়ক বিভাগাবীন কালীগঞ্জ-শ্যামনগর-ভেটখালী মহাসড়কের (জেড-৭৬১৭) ৯ম কিলোমিটারে জাহাজঘাটা মৌজার জেএল নম্বর-৪, বিএস খতিয়ান নম্বর-২, বিএস দাগ নম্বর-৪০ (অংশ) ও ৪১ (অংশ) এর সওজ মালিকানাধীন ১১.২২ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত ফরিদ নাইন ষ্টারস এগ্রো ফুডস (বিডি) লিমিটেড নামক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের ১টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৪,৪১,২০২.৭৮ (চার লক্ষ একচল্লিশ হাজার দুইশত দুই টাকা আটাত্তর পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব মোঃ বেলাল হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ফরিদ নাইন ষ্টারস এগ্রো ফুডস (বিডি) লিমিটেড-এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আনুকূলে ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চক্ৰিংশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিকাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের নগ্না অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

স্মারক নং: ১২২ জাঃ পূঃ ২১/০২/০৮
শিঃ প্রঃ অঃ প্রঃ সঃ প্রঃ সিঃ এনঃ সিঃ
অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

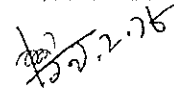
৭/৩/০৮

২১/০২/০৮
৩ঃ প্রঃ এমআইএস

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব মোঃ বেলাল হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ফরিদ নাইন ষ্টারস এগ্রো ফুডস (বিডি) লিমিটেড)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

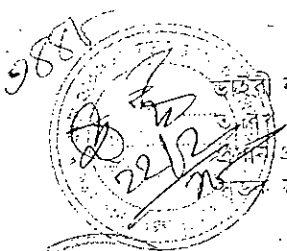
নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০০৬.১৮-৬৪/১(৮)

তারিখঃ ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০৭ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, খুলনা জোন, খুলনা
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এপ্টেস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, খুলনা সড়ক সার্কেল, খুলনা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সাতক্ষীরা সড়ক বিভাগ, সাতক্ষীরা
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব মোঃ বেলাল হোসেন, 'ব্যবস্থাপনা' পরিচালক, ফরিদ নাইন ষ্টারস এগ্রো ফুডস (বিডি) লিমিটেড, বাড়ী নং- ২১৮/২১৯, মমতাজ ভিলা, ২য় কান্দির পাড় রোড, ডাকঘর-কুমিল্লা আদর্শ সদর, কুমিল্লা পৌরসভা, কুমিল্লা

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব



স্বাভ্যন্তরীণ বাংলাদেশ সরকার
 পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
 পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
 সম্পত্তি শাখা
 www.rthd.gov.bd

ACE, MSW/Dhaka Zone
 SE, MIS & Estate

22-2-18

তারিখ: ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৮
 ০৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৮

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০০৭.১৮-৬২

বিষয়: ঢাকা(মিরপুর)- উখলী- পাটুরিয়া- নটাখোলা-কাশিনাথপুর জাতীয় মহাসড়কের (এন-৫) ৩৬তম কিলোমিটারে আরিচা অভিমুখী মহাসড়কের ডানপার্শ্বে সূতিপাড়া মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত এশিয়ান কনজুমার কেয়ার (প্রাঃ) লিমিটেড নামক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য প্রদত্ত প্রবেশপথের ইজারা নবায়ন প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: জনাব কৌশিক বর্মন, এশিয়ান কনজুমার কেয়ার (প্রাঃ) লিমিটেড এর পক্ষে)।

সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-ঢাকা-নবা ৩১৫/১৭(৭) ১২৫৭-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-২২.০১.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাবীন ঢাকা(মিরপুর)- উখলী- পাটুরিয়া- নটাখোলা-কাশিনাথপুর জাতীয় মহাসড়কের (এন-৫) ৩৬তম কিলোমিটারে আরিচা অভিমুখী মহাসড়কের ডানপার্শ্বে সূতিপাড়া মৌজার জেএল নম্বর-১৭২, সিএস দাগ নম্বর-৪২ (অংশ), আরএস দাগ নম্বর-৭১ ও ৭২ এর সওজ মালিকানাধীন ৯.২৭ শতাংশ ভূমি এশিয়ান কনজুমার কেয়ার (প্রাঃ) লিমিটেড-এর অনুকূলে প্রদত্ত যানবাহন যাতায়াতের প্রবেশপথের ইজারা (মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ অর্থাৎ ০৫.০৮.২০১৫ তারিখ হতে) বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ১৪,৬০,০২৫.০০ (চৌদ্দ লক্ষ বাট হাজার পঁচিশ টাকা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে নবায়নের অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও অগ্গকর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নথ্যা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

স্মারক নং ১০৩ তারিখ ২৬/১২/১৮
 সিঃ প্রঃ শ্যান্ড রেকর্ড/সিঃ সিঃ এনালিস্ট
 সিঃ হাঃ ইঞ্জিঃ/সহঃ প্রঃ এমআইএস
 তঃ প্রঃ এমআইএস

এর এম অফিসিট নম্বর ২৬৬
 তারিখ ২৬/১২/১৮
 সিঃ প্রঃ শ্যান্ড রেকর্ড/সিঃ সিঃ এনালিস্ট
 সিঃ হাঃ ইঞ্জিঃ/সহঃ প্রঃ এমআইএস
 তঃ প্রঃ এমআইএস

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব কৌশিক বর্মণ, এশিয়ান কনজুমার কেয়ার (প্রাঃ) লিমিটেড)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

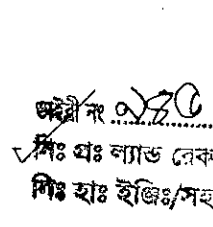
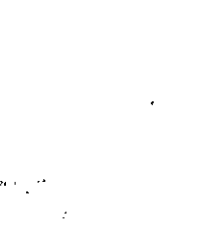
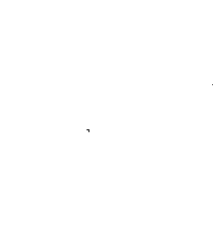
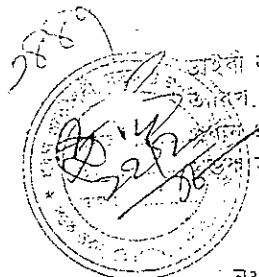
নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০০৭.১৮-৬২/১(৮)

তারিখঃ ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০৭ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস্ট সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা সড়ক সার্কেল, ঢাকা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগ, মানিকগঞ্জ
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব কৌশিক বর্মণ, এশিয়ান কনজুমার কেয়ার (প্রাঃ) লিমিটেড, বরাটিয়া, সুতিপাড়া, ১৭২ ও ১৭৩ কালামপুর, ধামরাই, ঢাকা

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব



স্বরাষ্ট্র নং: ২২১২১২৬
 প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ সরকার
 পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
 পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
 সম্পত্তি শাখা
 www.rthd.gov.bd

ACE/HSE/Gopalgonj zone
 SE, MIS & Estate

২২.১২.১৬

তারিখ: ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
 ০৭ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০১১.১৮-৫৯

বিষয়: মাদারীপুর (মোস্তফাপুর)-শরীয়তপুর মহাসড়কের ৪র্থ কিলোমিটারে ১২৫ নম্বর গৈদী মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে নির্মাণাবীন সার্বিক ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের প্রবেশ ও বাহির হওয়ার জন্য প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: মোঃ হাফিজুর রহমান খান, প্রোপাইটর)।

সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অবিদগুরের স্মারক নম্বর-এলআর-গোপা-৩৯০/১৭(৯)-১২৬৩ প্রঃ প্রঃ, তারিখ-২২.০১.২০১৮

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে মাদারীপুর সড়ক বিভাগাবীন মাদারীপুর (মোস্তফাপুর)-শরীয়তপুর মহাসড়কের ৪র্থ কিলোমিটারে গৈদী মৌজার জেএল নম্বর-১২৫, বিএস খতিয়ান নম্বর-০২ ও বিএস ১৫৮ (আংশিক) নম্বর দাগের সওজ মালিকানাধীন ১১.১৩ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত সার্বিক ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৯৮,৮২৭.৭৩ (আটানব্বই হাজার আটশত সাতাশ টাকা তেহাত্তর পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান খান, প্রোপাইটর, সার্বিক ফিলিং স্টেশন-এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চল্লিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিকাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, ব্লক কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

স্বরাষ্ট্র নং: ২২০ তারিখ: ২৪/০২/১৬
 শিঃ প্রঃ ল্যান্ড নেকর্ড/ফঃ সিঃ এমআইএস
 শিঃ হাঃ ইঞ্জিঃ/সহঃ প্রঃ এমআইএস
 তঃ প্রঃ এমআইএস

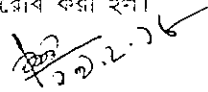
এম এন জরিফ
 তারিখ: ২৫/২/১৬
 জঃ প্রঃ সওজ
 নিঃ অফিস-কার্যকর্তা/সহকারী/সিঃ এমআইএস
 স্মারক নং: ও বিঃ/স্মারক নং: এমআইএস
 ২৪/২/১৬

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধা থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা মোঃ হাফিজুর রহমান খান, প্রোপাইটর, সার্ভিক ফিলিং স্টেশন)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


 (মোঃ গোলাম জিলানী)
 সহকারী সচিব
 ফোন: ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
 সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
 সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০১১.১৮-৫৯/১(৮)

তারিখঃ ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
 ০৭ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ জোন, গোপালগঞ্জ
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ সড়ক সার্কেল, গোপালগঞ্জ
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, মাদারীপুর সড়ক বিভাগ, মাদারীপুর
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান খান, প্রোপাইটর, সার্ভিক ফিলিং স্টেশন, প্রধান সড়ক, হরিকুমারিয়া, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর

(মোঃ গোলাম জিলানী)
 সহকারী সচিব



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd



নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০০৮.১৮-৫৮

তারিখঃ ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০৭ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

বিষয়ঃ দৌলতদিয়া-ফরিদপুর (গোয়ালচামট)- মাগুরা- বিনাইদহ- যশোর- খুলনা- মোংলা (দ্বিগরাজ) জাতীয় মহাসড়কের (এন-৭) ২৪৩তম কিলোমিটারে টেংরামারী মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত ডেলটা এলপিজি লিমিটেড নামক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারীঃ জনাব মোহাম্মদ আমিরুল হক, প্রোপাইটর)

সূত্রঃ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-খু-৩৯০/১৮(১) ১২৫৮-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-২২.০১.২০১৮

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে বাগেরহাট সড়ক বিভাগাধীন দৌলতদিয়া-ফরিদপুর (গোয়ালচামট)- মাগুরা- বিনাইদহ- যশোর- খুলনা-মোংলা (দ্বিগরাজ) জাতীয় মহাসড়কের (এন-৭) ২৪৩তম কিলোমিটারে টেংরামারী মৌজার জেএল নম্বর-৩৪, এসএ খতিয়ান নম্বর-১১৬,১১৭ ও ১২২ এবং এসএ দাগ নম্বর ১০৩, ১০৪, আরএস খতিয়ান নম্বর-০২, আরএস দাগ নম্বর ১৯৮ এর সওজ মালিকানাধীন ২৭.৪৪ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত ডেলটা এলপিজি লিমিটেড নামক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের ১টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৮,৩৯,৮৬১.৫৬ (আট লক্ষ উনচল্লিশ হাজার আটশত একষষ্টি টাকা ছাপ্পান পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব মোহাম্মদ আমিরুল হক, প্রোপাইটর, ডেলটা এলপিজি লিমিটেড-এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নগ্না অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

Handwritten signature and initials on the right side of the page.

অস্থায়ী নং: ৮-২৪ তারিখ: ২৫/২/১৮

শিঃ প্রঃ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট/কঃ সিঃ এনালিস্ট

শিঃ হাঃ ইঞ্জিনিয়ারিং/কঃ প্রঃ এমআইএস।

অপর পঠায় দৃষ্টব্য

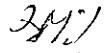
Handwritten signature and date at the bottom left.

Handwritten signature and date at the bottom right.

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ভাট্যাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব মোহাম্মদ আমিরুল হক, প্রোপাইটর, ডেলটা এলপিজি লিমিটেড)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd


প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০০৮.১৮-৫৮/১(৮)

তারিখঃ ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
০৭ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, খুলনা জোন, খুলনা
- ✓ ০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, খুলনা সড়ক সার্কেল, খুলনা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, বাগেরহাট সড়ক বিভাগ, বাগেরহাট
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব মোহাম্মদ আমিরুল হক, প্রোপাইটর, ডেলটা এলপিজি লিমিটেড, ২০ মংলা পোর্ট ইন্ডাস্ট্রি এরিয়া, মংলা, বাগেরহাট


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব

১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

SDB/MS
সুফা

৬৯৬
১৭/০৮/১৬

স্মারক নং- এল.আর-ঢাকা-৩৯০/১৭(২৩) ৭০১/১(৫) M/S

তারিখ :- ২৬.০২.২০১৬

বিষয় : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের (পোন্ডার সড়ক) ২য় কিঃমিঃ এ মৌজা-দনিয়া, জে.এল নং সি.এস-৩৩৩, এম.এস-৩০, দাগ নং সি.এস-৩৬৫ (অংশ), এম.এস-২৫৫৮ এর নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত আবাসিক ভবনে যাতায়াতের জন্য সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি দাগ নং সি.এস-৩৫৪, ৩৬৫, ৩৬৬ ও ৩৬৭ (প্রতিটির অংশ), এম.এস-২৫৫০ (অংশ) এর উপর দিয়ে ১(এক)টি আবাসিক প্রবেশ পথ নির্মাণের আবেদন প্রসঙ্গে। (আবেদনকারী : জনাব আব্দুল কাদের খান)।

সূত্র : অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, ঢাকার স্মারক নং- এস্টেট এন্ড ল-০৪৮/১৬-৩৭২২-ডিজিড তাং-১১/০৭/১৭ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, “জনাব আব্দুল কাদের, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের (পোন্ডার সড়ক) ২য় কিঃমিঃ এ মৌজা-দনিয়া, জে.এল নং সি.এস-৩৩৩, এম.এস-৩০, দাগ নং সি.এস-৩৬৫ (অংশ), এম.এস-২৫৫৮ এর নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত আবাসিক ভবনে যাতায়াতের জন্য সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি দাগ নং সি.এস-৩৫৪, ৩৬৫, ৩৬৬ ও ৩৬৭ (প্রতিটির অংশ), এম.এস-২৫৫০ (অংশ) এর উপর দিয়ে ১(এক)টি আবাসিক প্রবেশ পথ নির্মাণের আবেদনের প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সরেজমিনে তদন্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, ঢাকা জোনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে অনুমোদিত ইজারা: ফি পরিশোধ এবং নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে আবাসিক প্রবেশপথ হিসাবে ১০.২৮ শতাংশ ভূমি, সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ অনুযায়ী প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর অনুমোদনক্রমে অস্থায়ী ভিত্তিতে ইজারা প্রদান করা হলো।

শর্তসমূহ :

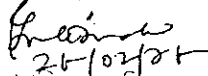
- ১। এ অনুমতি ১০(দশ) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০(দশ) বছরের ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়তর বাবদ অনুমোদিত ২৩,৭৫,০১৬.০০ (তেইশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার বোল) টাকা মাত্র নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।
- ২। প্রস্তাবিত আবাসিক নড়কটি ১৪০'-০" X ৩২'-০" বা ৪৪৮০.০০ বর্গফুট বা ১০.২৮ শতাংশ বা ০.১০২৮ একর এবং বিষয়টি সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ৩। আবাসিক প্রবেশপথটি নতুন নক্সা/ড্রইং অনুযায়ী স্থানীয় সওজ কর্মকর্তাগণের পরামর্শে অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক উপরের প্রশস্ত ১২ফুট ও ১৪২ চালে নির্মাণ করতে হবে এবং নিম্নক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না।
- ৬। ইজারাকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী (১.৫২ X ১.৫২ X ৯.৭৬ মিটার) বক্স কালভার্ট নির্মাণ করতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক ও কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ৭। ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না এবং ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না; করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না।
- ৮। ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো/বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন নির্মাণ করা যাবে না এবং কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না।
- ৯। ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
- ১০। চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না এবং আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না।
- ১১। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহন

১৭/০৮/১৬

করবেন যে, “মহাসড়ক সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন।

১২। উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সকল বিধি বিধান যেনে চলতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি চুক্তি সম্পাদনের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।


26/10/24
(রোশান-এ-ফাতিমা)

পরিচিতি নং-০০০৩৯০

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (চঃ দাঃ) সওজ
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ,
ঢাকা জোন, ঢাকা।

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে :

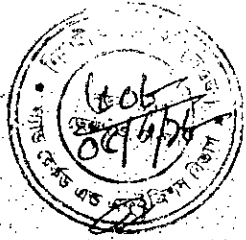
১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁর ডাইরী নং ১০২৩ শঃ প্রঃ তাং-২০-০২-২০১৮ইং এর প্রেক্ষিতে।

২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ।

৫। জনাব আব্দুল কাদের খান, ৫৮১, উত্তর শাহজাহানপুর, শান্তি নগর-১২১৭, মতিঝিল, ঢাকা।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়
এমআইএওস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোন নং-৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্স-৮৮৭৯৩৭৫
ই-মেইল-semis@rhd.rhd.gov.bd.

স্মারক নং-এল,আর-খু-৩৯০/১৮ (২) ৫-৬/১(৩)মিস

তারিখঃ ১৪.০৬.২০১৬

বিষয় : নওয়াপাড়া-বাগেরহাট-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের (আর-৭৭০) ২০তম কিলোমিটারে মৌজা-চিতলী, জে এল নং- ১৬৪, এস এ খতিয়ান নং- ২৮৮, ১৮২ ও ২৭৮ দাগ নং- ৭২৮, ৭৩০ ও ৭০৭ এর উপর পার্শ্ববর্তী খতিয়ান নং- ১৬৩ দাগ নং- ৭২৪ ও ৭২৫ এর মালিক নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত বসত বাড়ীতে যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি এ্যাপ্রোচ নির্মানের নিমিত্তে সওজ বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী ইজারা পাওয়ার আবেদন প্রসঙ্গে।

সূত্র : তাঁর দপ্তর স্মারক নং-এল-৩৮/১৮৫৫/২ তাং- ২৫/০১/২০১৮ইং

জনাবা রিজিয়া বেগম, বাগেরহাট সড়ক বিভাগ এর আওতাধীন নওয়াপাড়া-বাগেরহাট-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের (আর-৭৭০) ২০তম কিলোমিটারে এল এ কেস নং- ০৬/১৯৭২-৭৩ এর মাধ্যমে মৌজা- চিতলী, জে এল নং- ১৬৪ এস এ খতিয়ান নং- ২৮৮, ১৮২ ও ২৭৮ দাগ নং- ৭২৮, ৭৩০ ও ৭০৭ এর মধ্যে সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি থেকে বসতবাড়ীতে যাতায়াতের জন্য ০.০৩৩৯ একর ভূমি ব্যবহৃত হবে, যার বিস্তারিত বিবরণ ক্ষেচ ম্যাপে দেখানো হয়েছে। প্রস্তাবিত এ্যাপ্রোচ সড়কের ভূমির হিসাব $৩৬'-০'' \times ৪১'-০'' = ১৭৭৬.০০$ বর্গফুট = ৩.৩৯ শতক বা ০.০৩৩৯ একর ভূমি যা সংযুক্ত ক্ষেচ ম্যাপে চিহ্নিত করা হয়েছে। আবেদনকারী জনাবা রিজিয়া বেগম, স্বামী মৃত : মোঃ মহিরউদ্দিন হাওলাদার এর অনুকূলে সর্বোচ্চ ১০(দশ) বছর মেয়াদে, নবায়ন বোধ্য ইজারা হিসেবে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, বেং সঃ নং- ১০৩০ প্রঃ প্রঃ তাং- ২০/০২/২০১৮ইং মূলে নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন করেন। এক্ষেত্রে সরকারী বিধি মোতাবেক প্রবোজ্য ক্ষেত্রে এককালীন ও বাৎসরিক ইজারার ফি এবং আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ বাগেরহাট কর্তৃক "বিলান/ডোবা" শ্রেণীর ভূমি বিবেচনায় নিয়ে বাগেরহাট সাব-রেজিস্ট্রী অফিস কর্তৃক ২০১৭-১৮ সনের চিতলী মৌজার মূল্য তালিকা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথের ইজারা ফি নির্ধারণ করেছেন- যাহা নিম্নরূপঃ

ক) এককালিন ফি	= মৌজার মূল্য × ভূমির পরিমাণ × ৪০ %
	= (টাকা ১৪,৩৯৪.০০ × ৩.৩৯ শতাংশ × ৪০ %
	= টাকা ১৯,৫১৮.২৬
বাৎসরিক ইজারা ফি	= এককালিন ফি × ১০ %
	= (টাকা ১৯,৫১৮.২৬ × ১০ %
	= টাকা ১,৯৫১.৮২
খ) সে হিসেবে ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা মূল্য দাঁড়াবে	(১,৯৫১.৮২ × ১০) = ১৯,৫১৮.২৬ টাকা
অর্থাৎ (ক) এককালিন ফি	= ১৯,৫১৮.২৬ টাকা
(খ) ১০(দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি	= ১৯,৫১৮.২৬ টাকা
	= ৩৯,০৩৬.৫২ টাকা
(গ) প্রযোজ্য ভ্যাট (৩৯,০৩৬.৫২ এর ১৫ %)	= ৫,৮৫৫.৪৭
(ঘ) প্রযোজ্য আয়কর (৩৯,০৩৬.৫২ এর ৫ %)	= ১,৯৫১.৮২
	= ৭,৮০৭.২৯ টাকা

চুক্তিকালীন সময়ে পরিশোধিতব্য মোট মূল্যের পরিমাণ হবে $\{(ক+খ) = ৩৯,০৩৬.৫২ + (গ+ঘ) = ৭,৮০৭.২৯\} = ৪৬,৮৪৩.৮১$ (ছয় চল্লিশ হাজার আটশত তেতাল্লিশ টাকা একাশি পয়সা) মাত্র। সরকারী কোম্পানীর জমা প্রদান এবং নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে সাময়িক ভাবে ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

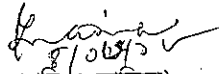
শর্তসমূহঃ

- এ অনুমতি ১০(দশ)বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।
- ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০(দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও কর নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে।
- ইজারা গ্রহীতাকে হাইওয়ে এ্যাক্ট ১৯২৫ সীমার বাহিরে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে।
- প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ১২(বার) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১ঃ২ অতিক্রম করা যাবে না।
- কোনক্রমেই প্রবেশপথ / সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না এবং সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে।
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন পাইপ-কালভার্ট / বক্স কালভার্ট / ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/ কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না এবং যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না;
- ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/ অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না। কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড / সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না।
- ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।

৭/৬/১৬

- ১০। চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না এবং কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না।
- ১১। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন।
- ১২। উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি / বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং
- ১৩। এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কিবি বিধান মেনে চলতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়াছবি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।


(রোশনি-এ-ফাতিমা)

পরিচিতি নং-০০০৩৯০

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (চঃ দাঃ), সওজ,
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ,
খুলনা জোন, খুলনা।

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে :

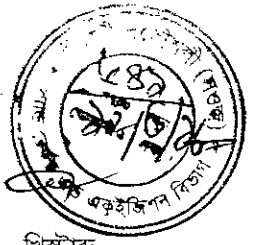
- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁর ডাইরী নং- ১০৩০-প্রঃ প্রঃ তাং-২০/০২/১৮ইং এর প্রেক্ষিতে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস টাইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, বাগেরহাট।
- ৫। জনাবা রিজিয়া বেগম, স্বামী মৃত : মোঃ মহিরউদ্দিন হাওলাদার, গ্রাম-ছোট বিলুপুর, ডাকঘর-ফতেপুর, উপজেলা-বাগেরহাট, জেলা বাগেরহাট।



৪৪

CDE/100
স্বাক্ষর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd



নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০১২.১৮-৮২

তারিখ: ০৬ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২২ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

বিষয়: জয়দেবপুর- মাওনা- ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের ৪৪তম কিলোমিটারে কাঠালী মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে নির্মিত উর্বি সিএনজি ফিলিং স্টেশনে যাতায়াতের জন্য প্রদত্ত প্রবেশপথের ইজারা নবায়ন প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: কাজী শওকত হোসেন, স্বত্বাধিকারী)।

সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-১৩৩৫-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-৩১.০১.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগাধীন জয়দেবপুর- মাওনা- ময়মনসিংহ মহাসড়কের ৪৪তম কিলোমিটারে (ময়মনসিংহ হতে) মহাসড়কের পশ্চিমপার্শ্বে কাঠালী মৌজার জেএল নম্বর-সাবেক ৩৫, হাল-৪১/সি, সিএস/এসএ দাগ নম্বর-০২, ডিপি খতিয়ান নম্বর-০৩, বিআরএস দাগ নম্বর-১৯০ এর সওজ মালিকানাধীন ৮.৫৪ শতাংশ ভূমি উর্বি সিএনজি ফিলিং স্টেশনের স্বত্বাধিকারী কাজী শওকত হোসেন-এর অনুকূলে প্রদত্ত যানবাহন যাতায়াতের প্রবেশপথের ইজারা (মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ অর্থাৎ ১২.১২.২০১৭ তারিখ হতে ১০ বছর) বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ২২,২৪,৩৭৪.৫২ (বাইশ লক্ষ চব্বিশ হাজার তিন শত চুয়াত্তর টাকা বায়ান্ন পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে নবায়নের অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপবিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিকাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

স্বাক্ষর ৩০৪৬ তারিখ ০২/০৩/১৮

শিঃ প্রঃ ল্যান্ড রেকর্ড/কও/সিঃ এমআইএস Letter 2018.doc- 65 -

শিঃ হাঃ ইঞ্জিঃ/সহঃ প্রঃ এমআইএস।

তঃ প্রঃ এমআইএস

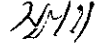
স্বাক্ষর

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব কাজী শওকত হোসেন, স্বত্বাধিকারী, উর্বি সিএনজি ফিলিং স্টেশন)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।



(মোঃ গোলাম জিলানী)

সহকারী সচিব

ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০

sasestate@rthd.gov.bd

প্রধান প্রকৌশলী

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০১২.১৮-৮২/১(৮)

তারিখঃ ০৬ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২২ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ
- ✓ ০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ সড়ক সার্কেল, ময়মনসিংহ
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগ, ময়মনসিংহ
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব কাজী শওকত হোসেন, স্বত্বাধিকারী, উর্বি সিএনজি ফিলিং স্টেশন, কাঠুলী ভালুকা, ময়মনসিংহ

(মোঃ গোলাম জিলানী)

সহকারী সচিব



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

SDE
397/10

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০১৬.১৮-৮৫

তারিখঃ ০৮ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৪ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

বিষয়ঃ যশোর-খুলনা জাতীয় মহাসড়কের ৩৭তম কিলোমিটারে নাওদাড়ী মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে নির্মিতব্য মেসার্স সাউথ বেঙ্গল ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের নিমিত্ত সওজ মালিকানাধীন ভূমিতে প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারীঃ জনাব মোঃ রবিউল আহসান সিকো, প্রোপাইটর)।

সূত্রঃ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-খু-৩৯০/১৬(১৪)-১৪০৯ প্রঃপ্রঃ, তারিখ-১৩.০২.২০১৮

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে খুলনা সড়ক বিভাগাধীন যশোর-খুলনা জাতীয় মহাসড়কের ৩৭তম কিলোমিটারে নাওদাড়ী মৌজার জেএল নম্বর-১১৫, এসএ খতিয়ান নম্বর-৩৮৬ ও ১০, সিএস ৩৭৬ ও ৩৭৮ নম্বর দাগের সওজ মালিকানাধীন ১৫.১০ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত মেসার্স সাউথ বেঙ্গল ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৭,৯৬,৬৭২.৯৬ (সাত লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার ছয়শত বাহাত্তর টাকা ছিয়ানব্বই পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব মোঃ রবিউল আহসান সিকো, প্রোপাইটর, মেসার্স সাউথ বেঙ্গল ফিলিং স্টেশন -এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিকাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

ক

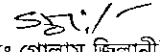
অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

Handwritten signature and stamp.

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব মোঃ রবিউল আহসান সিকো, প্রোপাইটর, মেসার্স সাউথ বেঙ্গল ফিলিং স্টেশন)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোন: ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

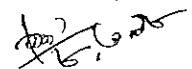
প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

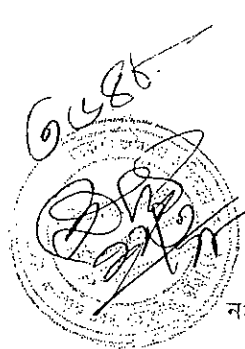
নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০১৬.১৮-৮৫/১(৮)

তারিখ: ০৮ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৪ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল:

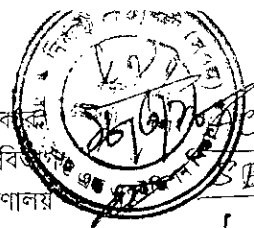
০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, খুলনা জোন, খুলনা
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এণ্টেস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, খুলনা সড়ক সার্কেল, খুলনা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, খুলনা সড়ক বিভাগ, খুলনা
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব মোঃ রবিউল আহসান (সিকো), প্রোপাইটর; মেসার্স সাউথ বেঙ্গল ফিলিং স্টেশন, হোল্ডিং নং-৪৬১; খান-এ-সবুর রোড, দৌলতপুর, খুলনা


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব



স্বাক্ষর নং: ৬৬৬৬৬৬
তারিখ: ২২/০৬/১৮
প্রধান প্রকৌশলীর (সওজ) দপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd



RE, MSO/Dhaka Zone
S.E, MIS & Estate

তারিখ: ০৮ মার্চ ২০১৮
২৪ ফাল্গুন ১৪২৪
প্রধান প্রকৌশলীর
সওজ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০১৩.১৮-৮৪

বিষয়: ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ৩৬তম কিলোমিটারে লক্ষীপুর মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে নির্মিত হাসান রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড নামক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: জনাব নৈয়দ হাসনাইন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক)

সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-ঢাকা-১৩৩৬-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-৩১.০১.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগাবীন ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ৩৬তম কিলোমিটারে লক্ষীপুর মৌজার জেএল নম্বর-সিএস ৩৯৪ (অংশ), সিএস দাগ নম্বর-৩৭৯ ও ৩৯৭ (প্রতিটির অংশ) এবং আরএস জেএল নম্বর-৮২, আরএস খতিয়ান নম্বর-০২, আরএস দাগ নম্বর ৫৮৪ ও ৫৮৭ (প্রতিটির অংশ) এর সওজ মালিকানাধীন ১২.২১ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত হাসান রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের ১টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৪৭,৯৭,৫১১.৬৮ (সাতচল্লিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচশত এগার টাকা আটষট্টি পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব নৈয়দ হাসনাইন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হাসান রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড -এর অনুকূলে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের চালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।

SDE/CP
১৪/৩/১৮

বেসরকারী নং: ২০৮৬
তারিখ: ২০/০৩/১৮
সি.ও. সওজ

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
এমআইএস এড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

D:\Estate Section\Letter\Letter 2018.doc- 69 -

এম এম ডব্লিউ স্মারক নং: ১০৩৬
তারিখ: ২০/০৩/১৮
ত:প্রঃ,সওজ, প্রশা: ৬ নং/ত:প্রঃ এমআইএস
নি: আইন কর্মকর্তা/স্মারক/ইচডিটিসি/এস্টেটস অফিসার
পরি:নি: ও হি:/সি: সি: এনালিসিস

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

অ:প্রঃপ্রঃ এম এম ডব্লিউ

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধা থাকবে না। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব সৈয়দ হাসনাইন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হাসান রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোন: ৩৭১২৪৩৬০
sasestata@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০১৩.১৮-৮৪/১(৮)

তারিখ: ০৮ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৪ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অভিযুক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, নারায়ণগঞ্জ সড়ক সার্কেল, ১৩২/৪, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ, শিমরাইল, নারায়ণগঞ্জ
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব সৈয়দ হাসনাইন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হাসান রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড, ১১ বিসিসি রোড (২য় তলা), থানা-সূত্রাপুর, জেলা: ঢাকা-১২০৩

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

ACE, MSW/Dhaka Zone
SE, MIS & Estate

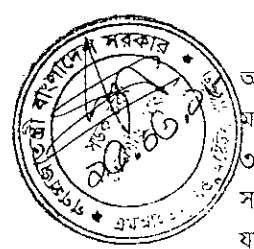
তারিখ: ০৮ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০১৪.১৮-৮৩



বিষয়: ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের জাতীয় মহাসড়কের ২৫তম কিলোমিটারে পিরোজপুর মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে বাহাজাদ টেক্সটাইল লিমিটেড নামক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের প্রবেশপথ নির্মাণের, অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: জনাব এ এম এম বাহাউদ্দীন)।

সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অবিদগুরের স্মারক নম্বর-এলআর-ঢাকা-৩৯০/১২(১১)-১৩৮৯-প্র; প্রঃ, তারিখ-০৮.০২.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ



উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ২৫তম কিলোমিটারে পিরোজপুর মৌজার জেএল নম্বর-সিএস ৪৮২, সিএস দাগ নম্বর-২৯৩, ২৯৯ ও ৩০৫ (প্রতিটির অংশ) এবং আরএস খতিয়ান নম্বর-২৩৫, আরএস দাগ নম্বর ৯০২ ও ৯০৩ (প্রতিটির অংশ) এর সওজ মালিকানাধীন ২৫.৪২ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত বাহাজাদ টেক্সটাইল লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে যানবাহন যাতায়াতের ১টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী দার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৫৬,১১,৯৭৩.৪০ (ছাপ্পান লক্ষ এগার হাজার নয়শত ত্রিশতর টাকা চল্লিশ পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব এ এম এম বাহাউদ্দীন, পিতা-মরহুম আব্দুল মান্নান, বাহাজাদ টেক্সটাইল লিমিটেড-এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে;

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চল্লিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিকাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রেস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

SDE UKD
[Signature]

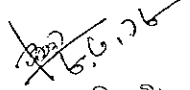
বেসরকারী নং: [Handwritten]
তারিখ: ২০/০৩/১৮
স্বত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
এমআইএস এন্ড এনিসিস সার্কুল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

এম এস ডিও স্মারক নং: [Handwritten]
তারিখ: ২০/০৩/১৮
নি: আইন কর্মকর্তা/স্মারক এনিসিসিসি/এস্টেট অফিসার
পরি:নি: ও হি:/সি: এনালিস্ট।
[Signatures]

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ভাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং.
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ খরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব এ এম এম বাহাউদ্দীন, পিতা-মরহুম আব্দুল মান্নান, বাহাজাদ টেক্সটাইল লিমিটেড)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

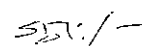
✓ প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.৩০০০.০২৩.১৮.০১৪.১৮-৮৩/১(৮)

তারিখঃ ০৮ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৪ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, নারায়ণগঞ্জ সড়ক সার্কেল, ১৩২/৪, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ, শিমরাইল, নারায়ণগঞ্জ
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব এ এম এম বাহাউদ্দীন, পিতা-মরহুম আব্দুল মান্নান, বাহাজাদ টেক্সটাইল লিমিটেড, বাড়ী নম্বর-১৮, রাস্তা নম্বর-৮, সেক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়
এমআইএওস এন্ড এস্টেটস মার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোন নং-৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্স-৮৮৭৯৩৭৫
ই-মেইল-semis@rhd.rhd.gov.bd.



৩০/৫/১৫
১৫/১৫

স্মারক নং- এল,আর-ঢাকা-৩১৫/১৭ (০৩) ১২/১/১৫) মস

তারিখঃ- ১২. ০৬. ২০১৬

বিষয়ঃ কিশোরগঞ্জ-কটিয়াদী-ভৈরব বাজার সড়কের ১ম কিঃ মিঃ এ মুকসেদপুর মৌজাহিত জে. এল. নং- ৮৬, খতিয়ান নং- ১৩৩, দাগ নং- ৩৪ এ সওজ মালিকানাধীন ভূমির উপর দিয়া নিজস্ব বসতবাড়ীতে যাতায়াতকল্পে প্রবেশপথের জন্য ব্যবহৃত ৩.০০ শতাংশ ভূমির বিপরীতে ০৫/০২/২০১৭ইং হতে ০৫/০২/২০২৭ পর্যন্ত ১০ (দশ) বছর সময়ের জন্য ইজারা নবায়ন প্রদানের আবেদন প্রসঙ্গে (আবেদনকারীঃ জনাব মোছাঃ নাজমুন নাহার বেগম (পান্না)।

সূত্রঃ তাঁর দপ্তর স্মারক নং- ১৩৫৮ এমজেড তারিখ-০৭/০১/২০১৮ইং

আবেদনকারী মোছাঃ নাজমুন নাহার বেগম (পান্না) সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- সজস-৩/২-এল-৯/৯৭-৬০১ তারিখঃ ২৮/০৬/২০০৪ পত্র মূলে বিষয়ে বর্ণিত স্থানে কিশোরগঞ্জ- কটিয়াদী-ভৈরব বাজার সড়কের পার্শ্বে মুকসেদপুর মৌজাহিত জে. এল. নং- ৮৬, দাগ নং-৩৪ এ সওজ অধিগ্রহণকৃত ৩.০০ শতাংশ ভূমিতে আবাসিক প্রবেশ পথ নির্মাণের অনুমতির জন্য আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে জনাব মোছাঃ নাজমুন নাহার বেগম (পান্না), স্বামী- মোঃ রুহুল আমীন, সাং- মুকসেদপুর, উপজেলা-কিশোরগঞ্জ সদর, জেলা-কিশোরগঞ্জ এর অনুকূলে সর্বোচ্চ ১০(দশ) বছর মেয়াদে নবায়ন যোগ্য ইজারা হিসেবে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, বেঃ সঃ নং- ১০৭৪ প্রঃ প্রঃ তাং- ০৬/০৩/২০১৮ইং মূলে নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন করেন। এক্ষেত্রে সরকারী বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এককালীন ও বাৎসরিক ইজারার ফি এবং আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ কিশোরগঞ্জ কর্তৃক পতিত শ্রেনীর ভূমি বিবেচনায় নিয়ে কিশোরগঞ্জ সাব-রেজিস্টার অফিস হতে প্রস্তুতকৃত ২০১৭-২০১৮ সনের মুকসুদপুর মৌজার গড় মূল্য তালিকা অনুযায়ী প্রস্তাবিত আবাসিক প্রবেশপথের ইজারা ফি নিম্নরূপঃ

এককালীন ফি	= টাঃ ৩০০০০ × ৩.০০ শতাংশ × ৪০% = টাঃ ৩৬০০০.০০
বাৎসরিক ইজারা ফি	= টাঃ ৩৬০০০.০০ × ১০% = টাঃ ৩৬০০০.০০
১০(দশ) বছরের ইজারা মূল্য দাড়াবে	(৩৬০০০.০০ × ১০ বৎসর) = ৩৬০০০.০০ টাকা।
(ক) এককালীন ফি	= টাঃ ৩৬০০০.০০
(খ) ১০(দশ) বৎসরের ইজারা ফি	= টাঃ ৩৬০০০.০০
মোট টাকা	= টাঃ ৭২,০০০.০০
(গ) প্রযোজ্য ভ্যাট (৭২,০০০.০০) ১৫%	= টাঃ ১০,৮০০.০০
(ঘ) প্রযোজ্য আয়কর (৭২,০০০.০০) ৫%	= টাঃ ৩৬০০.০০
মোট টাকা	= টাঃ ১৪,৪০০.০০

চুক্তিকালীন সময়ে মোট ইজারা ফি হবে $\{(ক+খ+গ+ঘ) = (৩৬০০০.০০ + ৩৬০০০.০০ + ১০,৮০০.০০ + ৩৬০০.০০)\} =$ সর্বমোট ৮৬,৪০০.০০ (ছিয়াশি হাজার চারশত টাকা মাত্র)। সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান এবং নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে সাময়িকভাবে ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

শর্ত সমূহঃ

- এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।
- ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয় কর সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবরে জমা করতে হবে।
- আবাসিক প্রবেশপথ / সংযোগ সড়কের উপ-রিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ১২(বার) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১ঃ২ এর কম করা যাবে না।
- প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না এবং সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে।
- ইজারাকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী পাইপ কালভার্ট/ বক্স কালভার্ট/ ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ / সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/ কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না এবং ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহন করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং সকল ফি সমূহ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না।
- ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/ অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না এবং কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিল বোর্ড/ সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না।
- ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহন করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি সমূহ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।

- ৯। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যক্তিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা অভ্যর্থনার গ্রহণ করবেন যে, “মহাসড়ক সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন।
- ১০। উপরোক্ত শর্ত সমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/ বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ১১। এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি বিধানমেনে চলতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

Rana
২২/০৩/১৮
(রোশনি-এ-ফাতিমা)

পরিচিতি নং-০০০৩৯০

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (চঃ দাঃ), সওজ,

এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল

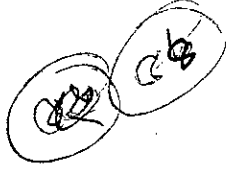
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ,
ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ।

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁর ডাইরী নং-১০৭৪-প্রঃ প্রঃ তাং-০৬/০৩/১৮ইং এর প্রেক্ষিতে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, কিশোরগঞ্জ।
- ৫। জনাবা মোহঃ নাজমুন নাহার বেগম (পান্না), স্বামী -মোঃ রুহুল আমীন, সাং-মুকসেদপুর, উপজেলা-কিশোরগঞ্জ সদর, জেলা-কিশোরগঞ্জ।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

SDE/VRD
১৫ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০১ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৪৫.০৬-৯৭

তারিখ: ১৫ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০১ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

বিষয়: সিলেট-তামাবিল-জাফলং মহাসড়কের ৪র্থ কিলোমিটারে সড়কের ডান পার্শ্বে দেবপুর মৌজার জেএল নম্বর ৯৬, দাগ নম্বর-১০১৫ ও ১০১৬ দাগের ০.৩০ একর সওজ মালিকানাধীন ভূমিতে স্থাপিত সিএনজি রি-ফুয়েলিং এবং কনভারশন স্টেশনের ইজারা নবায়ন প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: জনাব আমিরুজ্জামান চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা অংশীদার, মেসার্স আল-জালাল কর্পোরেশন)

সূত্র: ১। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-সিলেট নবা-১১৪৮-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-৩১.০১.২০১৭, খ্রিস্টাব্দ
২। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-১২৫১-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-২২.০১.২০১৮, খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রদ্বরে প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে সিলেট সড়ক বিভাগাধীন সিলেট-তামাবিল-জাফলং মহাসড়কের ৪র্থ কিলোমিটারে সড়কের ডান পার্শ্বে দেবপুর মৌজার জেএল নম্বর ৯৬, এস এ দাগ নম্বর-১০১৫ ও ১০১৬ এর সওজ মালিকানাধীন ৩০.০০ (ত্রিশ) শতাংশ ভূমি সিএনজি রি-ফুয়েলিং এবং কনভারশন স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত জনাব আমিরুজ্জামান চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা অংশীদার, মেসার্স আল-জালাল কর্পোরেশন-এর অনুকূলে প্রদত্ত ইজারা (মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ অর্থাৎ ০১.১১.২০১৬ তারিখ হতে ১০ বছর) বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৬২,১৮,১০০.০০ (ষাষট্টি লক্ষ আঠার হাজার একশত টাকা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে নবায়নের অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

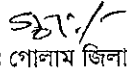
- এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা জটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব আমিরুজ্জামান চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা অংশীদার, মেসার্স আল-জালাল কর্পোরেশন)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

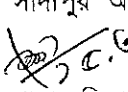
প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

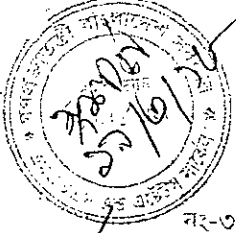
নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৪৫.০৬-৯৭/১(৮)

তারিখঃ ১৫ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০১ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, সিলেট জোন, সিলেট
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এপ্টেস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, সিলেট সড়ক সার্কেল, সিলেট
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সিলেট সড়ক বিভাগ, সিলেট
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব আমিরুজ্জামান চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা অংশীদার, মেসার্স আল-জালাল কর্পোরেশন, ৫৭ সাদীপুর আ/এ, সিলেট-৩১০০


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব



০৫

নড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
নড়ক পরিবহন ও সড়ক মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

SDE/CPD
22/01/18



নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০১৯.১৮-৯৮

তারিখ: ১৫ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০১ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

বিষয়: ঢাকা (বনানী)-জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের ৫২তম (অংশ) ও ৫৩তম (অংশ) কিলোমিটারে সড়কের পশ্চিম পার্শ্ব জামিরদিয়া মৌজাস্থিত এনভয় টেক্সটাইল লিমিটেড এ গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী জনাব মোঃ কৃত্তব উদ্দিন আহমেদ, চেয়ারম্যান, এনভয় টেক্সটাইল লিমিটেড)।

সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-১৪৪০-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-১৯.০২.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে ময়মনসিংহ নড়ক বিভাগাধীন ঢাকা (বনানী)-জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের ৫২তম (অংশ) ও ৫৩তম (অংশ) কিলোমিটারে সড়কের পশ্চিম পার্শ্ব Right of Way (RoW) এর শেষ প্রান্ত বরাবর এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তাবিত এইচডিডি/বোরিং পদ্ধতিতে ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনে জামিরদিয়া মৌজার জেএল নম্বর-২৭৫, সিএস খতিয়ান নম্বর-১৫০ ও দাগ নম্বর- ৩৩, ডিপি খতিয়ান নম্বর-৩ ও দাগ নম্বর-৭৪১ ও ৭৪২ এর সওজ মালিকানাধীন (দৈর্ঘ্য ১৩০০.০০ মিটার x প্রস্থ ১.২৫ মিটার) = ১৬২৫.০০ বর্গমিটার বা ৪০.১৪ শতাংশ ভূমি ব্যবহারের নিমিত্ত এককালীন ফি (ভাট ও আয়করসহ) বাবদ ৬৩,৪০,৭৩৯.১৮ (তেষাট লক্ষ চল্লিশ হাজার দাতশত উনচল্লিশ টাকা আঠার পয়সা) টাকা পরিশোধ এবং মহাসড়কের জমি খননের ক্ষতিপূরণ ব্যয় (ভাট ও আয়করসহ) বাবদ ২৫,০১,৫৭৩.৭৯ (পঁচিশ লক্ষ এক হাজার পাঁচশত তেহাত্তর টাকা উনাশি পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে নিয়োক্ত শর্তে জনাব মোঃ কৃত্তব উদ্দিন আহমেদ, চেয়ারম্যান, এনভয় টেক্সটাইল লিমিটেড-এর অনুকূলে অস্থায়ীভাবে ভূমি ব্যবহারের প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- এ ভূমি ব্যবহার অনুমতি সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে হবে;
- মহাসড়কের Right of Way (RoW) এর শেষ প্রান্ত বরাবর গ্যাস নিষাপত্তা বিধিমালা অনুসরণপূর্বক খনন করে এইচডিডি/বোরিং পদ্ধতিতে ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপ লাইন বিদ্যমান সমতল ভূমি থেকে ন্যূনতম ২.০০ মিটার গভীরতায় স্থাপন করতে হবে;
- চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বেই এনভয় টেক্সটাইল লিমিটেড কর্তৃক ভূমির এককালীন ফি এবং সড়কের কাঁচা অংশ খননের ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ করতে হবে এবং প্রয়োজ্য ভাট ও কর পরিশোধ করতে হবে এবং আনায়কৃত এককালীন ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- সড়কের কাঁচা অংশ খননের ক্ষতিপূরণের ব্যয় বাবদ প্রাক্কলিত অর্থ যথাযথ পদ্ধতিতে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে;
- ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ও দেখানো মতে মহাসড়কের Right of Way (RoW) এর শেষ প্রান্ত বরাবর সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন ও নক্সা মোতাবেক এনভয় টেক্সটাইল লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তাবিত ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপ লাইন যথাযথ গভীরতায় স্থাপন করতে হবে;
- কাজ শুরু পূর্বে উভয় পক্ষের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে যৌথ জরিপের মাধ্যমে গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের জায়গা চিহ্নিত করে মার্কিং করে নিতে হবে;
- সড়কের পাকা অংশ (Pavement), হার্ড সোল্ডার, সফট সোল্ডার বা স্লোপে কোন অবস্থাতেই গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপন করা যাবে না;
- গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের ফলে সড়কের পেভমেন্ট, সড়ক বাঁধের ঢাল ইত্যাদি কোন কারণে ক্ষতি হলে এনভয় টেক্সটাইল লিমিটেড কর্তৃপক্ষ তা নিজ ব্যয়ে সওজ অধিদপ্তরের Specification অনুযায়ী মেরামত করে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনবে এবং কোন অজহাতে মেরামত কাজ বিলম্বে সম্পন্ন করা যাবে না;
- মহাসড়কের উপরে বা ঢালে কোন নির্মাণ সামগ্রী (ইট, বালি, পাইপ, সিমেট, রত, সীট পাইল ইত্যাদি) কোন অবস্থাতেই রাখা যাবে না;

স্বাক্ষর নং ২০৬২ তারিখ ২০/০৩/১৮

অপর পক্ষীয় প্রতিনিধি

সিঃ পঃ স্মারক নং/কঃ সিঃ এনালিস্ট

সিঃ হাট ইন্সপেক্টর ওঃ পঃ এমআইএস।

৩ঃ পঃ এমআইএস।

- ১০) ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনকালে জনসাধারণের ও যান চলাচল যেন বন্ধ না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। কাজ চলাকালীন সময়ে দু'ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে এনভয় টেক্সটাইল লিমিটেড কর্তৃক সাইন সিগন্যালসহ যাবতীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;
 - ১১) প্রস্তাবিত গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের সময় টেলিফোন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি বা অন্য কোন সার্ভিস লাইনের কোন ক্ষতিসাধন করা যাবে না। এ ধরনের কোন ক্ষতিসাধিত হলে তার দায়-দায়িত্ব এনভয় টেক্সটাইল লিমিটেড কর্তৃপক্ষকে বহন করতে হবে;
 - ১২) ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের পরে খননকৃত দড়কাংশ পূর্ব অবস্থায় ফিগিয়ে আনতে হবে;
 - ১৩) শুষ্ক মৌসুমে সড়কের পার্শ্ব গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপন করতে হবে। বর্ষা মৌসুমে কোনো খনন কাজ করা যাবে না;
 - ১৪) ভবিষ্যতে মহাসড়ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বা অন্য কোন কাজের প্রয়োজনে সড়কের পার্শ্ব স্থাপিত গ্যাস পাইপ লাইন সর্বোচ্চ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে এনভয় টেক্সটাইল লিমিটেড কর্তৃপক্ষ নিজ খরচে সরিয়ে নিতে বাধ্য থাকবে। উক্ত সময়ের মধ্যে এনভয় টেক্সটাইল লিমিটেড কর্তৃক ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপ লাইন সরিয়ে না নিলে সড়ক উন্নয়ন/ সম্প্রসারণ কাজে ক্যাবল লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হলে সওজ কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। এ বিষয়ে কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করা যাবে না এবং এনভয় টেক্সটাইল কর্তৃপক্ষ লিমিটেড কোন প্রকার আইনের আশ্রয় বা আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবে না;
 - ১৫) প্রস্তাবিত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না;
 - ১৬) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি বাতিল বলে গণ্য হবে;
 - ১৭) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
 - ১৮) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
 - ১৯) এনভয় টেক্সটাইল লিমিটেড কর্তৃপক্ষ ও সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মধ্যে উপরে বর্ণিত শর্তাদি ও অন্যান্য সাধারণ শর্তাদি অন্তর্ভুক্ত করে প্রচলিত নিয়ম অনুসরণপূর্বক চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে এবং সম্পাদিত চুক্তির সত্যায়িত হায়ালিপি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।
০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন আহমেদ, চেয়ারম্যান, এনভয় টেক্সটাইল লিমিটেড -এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত হায়ালিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০১৯.১৮-৯৮/১(৭)

তারিখঃ ১৫ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০১ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ সড়ক সার্কেল, ময়মনসিংহ
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগ, ময়মনসিংহ
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৭. জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন আহমেদ, চেয়ারম্যান, এনভয় টেক্সটাইল লিমিটেড, জামিরদিয়া, ভালুকা, ময়মনসিংহ

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব

৩৭৭০
উইসি নং
তারিখ: ২১/৩/২০১৮
প্রধান প্রকৌশলীর (সওজ) দপ্তর
সড়ক ও জনপথ, সওজপাও, ঢাকা।

৬৬-৫৫৫ পূঃ সূঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

ACE, MBL/মুহম্মদ সিদ্দিক হোসেন

১২.০৬.১৮
প্রধান প্রকৌশলী
সওজ অধিদপ্তর
জরিফাং ও জরীমাং ২৩১৮ খ্রিস্টাব্দ
সড়ক ভবন ০১ চেম্বার ১৪২৪ বঙ্গলাদেহ

উইসি নং
তারিখ: ২১/৩/২০১৮
প্রধান প্রকৌশলীর (সওজ) দপ্তর
সড়ক ও জনপথ, সওজপাও, ঢাকা।

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০১৭.১৮-৯৫

বিষয়: জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের ৩৫তম কিলোমিটারে ধনুয়া মৌজার নিজস্ব ভূমিতে নির্মিত এএ ইয়ার্প মিলস্ লিমিটেড নামক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: জনাব এম সাহাবুদ্দিন আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক)।

সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-ঢাকা-৩৯০/১৮(৭)-১৪৫৪ প্রঃ প্রঃ, তারিখ-২০.০২.২০১৮ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে গাজীপুর সড়ক বিভাগাধীন জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের ৩৫তম কিলোমিটারে সড়কের বামপার্শ্বে ধনুয়া মৌজার জেএল নম্বর-৪, এসএ খতিয়ান নম্বর-৯২৮, সিএস/এসএ দাগ নম্বর-১৫১৪ (জংশ) এর সওজ মালিকানাধীন ৩.৪৭ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত এএ ইয়ার্প মিলস্ লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের ১টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৩,৩৪,৮১০.৫৮ (তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার আটশত দশ টাকা আটপয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব এম সাহাবুদ্দিন আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এএ ইয়ার্প মিলস্ লিমিটেড-এর অনুকূলে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নয়া অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বস্ত্র কালভার্ট, ক্রেস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে

SABE/LLD
১৬/৩/১৮

SDE ued
১৬/৩/১৮

উইসি নং: ২০২০ তারিখ: ২১/৩/১৮ ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং নিঃ প্রঃ/লাভ রেকর্ড/কঃ সিঃ এনালিষ্ট সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে:

নিঃ হাঃ ইঞ্জিঃ/সহঃ প্রঃ এমআইএস।

৩ঃ প্রঃ এমআইএস

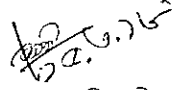
এম এল ডব্লিউ আরএফ নং: ২৩৩৩
তারিখ: ২৩/৩/১৮
তঃ প্রঃ সওজ, সওজ ও সওজ প্রঃ এমআইএস
নিঃ আইন কর্মকর্তা/অনুষ্ঠানিক/এইসটিস অফিসার
পরিঃ নিঃ ও ইঃ/ সিঃ সিঃ এনালিষ্ট।

২১/৩/১৮

পূর্ব শর্তা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী বাক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরাতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধা থাকবে না। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধাবাহকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অনুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব এম সাহাবুদ্দিন আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এএ ইয়ার্ণ মিলস্ লিমিটেড)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোন: ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd


প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০১৭.১৮-৯৫/১(৮)

তারিখ: ১৫ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০১ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল:

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা সড়ক সার্কেল, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, গাজীপুর সড়ক বিভাগ, গাজীপুর
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব এম সাহাবুদ্দিন আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এএ ইয়ার্ণ মিলস্ লিমিটেড, সেনা কল্যাণ ভবন (৭ম তলা), ১৯৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব

6602

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ACE, MSW / Gopalgonj Zone

ডায়েরী নং:

৬৬-৭৬ এমসিঃ প্রসিঃ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

স্মারক নং: ২১৬/০৮

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

প্রধান প্রকৌশলীর (সওজ) দপ্তর

সম্পত্তি শাখা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৮২.১৭-৯৯

www.rthd.gov.bd

২০.০৬.১৮
প্রধান প্রকৌশলী
সওজ
তারিখঃ ১৯/০৬/১৮
সড়ক ভবন, ডেপুটি সেক্রেটারী
১৯২৪ বঙ্গলাদ

বিষয়ঃ ভাংগা-ভাটিয়াপাড়া-মোল্লাহাট জাতীয় মহাসড়কের ৭৫তম কিলোমিটারে গোবরা মৌজাহিত জে এল নং-৯৫, এস এ ২২৯৮ (আংশিক) নম্বর দাগের নিজস্ব জমিতে প্রস্তাবিত "মেসার্স শরীফ নুরজাহান ফিলিং স্টেশন"-এ যানবাহন যাতায়াতের নিমিত্ত প্রবেশপথ ও বাহির পথ নির্মাণের জন্য সওজ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ভূমি ইজারা প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী জনাব এস এম নুরুজ্জামান)।

সূত্রঃ ১। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-গোপা-৩৯০/১৬(০৬)-৫৬৬, তারিখ-১২.১০.২০১৭
২। নির্বাহী প্রকৌশলী, গোপালগঞ্জ সড়ক বিভাগ-এর স্মারক নম্বর-এল-৬/৩৩৭, তারিখ-১৮.০২.২০১৮

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রদ্বয়ের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে গোপালগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ভাংগা-ভাটিয়াপাড়া-মোল্লাহাট জাতীয় মহাসড়কের ৭৫তম কিলোমিটারে গোবরা মৌজার জে এল নং-৯৫, এসএ খতিয়ান নম্বর ১৯১১, ২১৯৪, ২০৪২, ও ২৬৬৩, এবং এসএ দাগ ২২৯৮ (অংশ) ও ২২৯৯ (অংশ) নম্বর দাগের সওজ মালিকানাধীন ৩৮.৪২ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত মেসার্স শরীফ নুরজাহান ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ১৩,৪১,৬২৬.৪০ (তের লক্ষ একচল্লিশ হাজার ছয়শত ছাব্বিশ টাকা চল্লিশ পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব এস, এস নুরুজ্জামান, স্বত্ত্বাধিকারী, মেসার্স শরীফ নুরজাহান ফিলিং স্টেশন-এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার/ব্যবহারের অনুমতি প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ

শর্তসমূহ

- এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিণোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চল্লিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নকশা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বন্দ কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধান করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এ ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

ইয়ী নং: ২০১৮
তারিখ: ১৯/০৬/১৮
প্রঃ প্রঃ স্মারক/কঃ সিঃ এনসিঃ
হাঃ ইঞ্জিঃ/সঃ প্রঃ এমআইএস
ZAEI/LRD
2/5/18

SPB
2/2/18

এম এস ডব্লিউ স্মারক নং: ২২৬৪

তারিখ: ২৯/০৬/১৮

উঃ প্রঃ সওজ, প্রঃ সঃ সঃ/উঃ প্রঃ এমআইএস

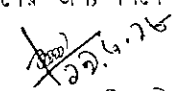
নিঃ অধীন কর্মকর্তা/স্বরেইচিডিপি/এইস্টস অফিসার

পরিঃ নিঃ ও হিঃ/পিঃ নিঃ এনসিঃ

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থায়ের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা জাগেবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব এস, এম নুরজ্জামান, স্বত্বাধিকারী, মেসার্স শরীফ নুরজাহান ফিলিং স্টেশন)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


 (মোঃ গোলাম জিলানী)
 সহকারী সচিব
 ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd


✓ প্রধান প্রকৌশলী
 সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
 সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৮২.১৭-৯৯/১(৮)

তারিখঃ ১৯ মার্চ ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
 ০৫ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

- ০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ জোন, গোপালগঞ্জ
- ০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ সড়ক সার্কেল, গোপালগঞ্জ
- ০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ সড়ক বিভাগ, গোপালগঞ্জ
- ০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ০৮. জনাব এস, এম নুরজ্জামান; স্বত্বাধিকারী, মেসার্স শরীফ নুরজাহান ফিলিং স্টেশন, চরপাখালিয়া, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ


 (মোঃ গোলাম জিলানী)
 সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd



নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০২২.১৮-১০১

তারিখ: ২২ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০৮ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

বিষয়: ঢাকা-টঙ্গী ডাইভারশন (ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়ক) মহাসড়কের মাছরাঙ্গা টেলিভিশন ভবনের পার্শ্বে (সড়কের ডান পার্শ্বে) ধামালকোট মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে নির্মিত স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজ লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: জনাব অঞ্জন চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক)

সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অবিদগুরের স্মারক নম্বর-এলআর-ঢাকা-৩৯০/১৮(৮) ১৪৮৯-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-০৫.০৩.২০১৮ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে ঢাকা সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা-টঙ্গী ডাইভারশন (ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়ক) মহাসড়কের মাছরাঙ্গা টেলিভিশন ভবনের পার্শ্বে (সড়কের ডান পার্শ্বে) ধামালকোট মৌজার জেএল নম্বর-২৭০, সিএস খতিয়ান নম্বর-৪৩, সিএস দাগ নম্বর-২৯৬ (অংশ), আরএস খতিয়ান নম্বর-২২, আরএস দাগ নম্বর-১০১(অংশ) ও ১০২ (অংশ)-এর সওজ মালিকানাধীন ৫.০১ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজ লিমিটেড প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের ১টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৮০,২৪,৩০৫.৩২ (আশি লক্ষ চব্বিশ হাজার তিনশত পাঁচ টাকা বত্রিশ পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব অঞ্জন চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজ লিমিটেড-এর অনুকূলে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ

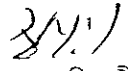
শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব অঞ্জন চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজ লিমিটেড)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

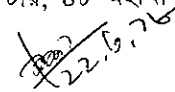
প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০২২.১৮-১০১/১(৮)

তারিখঃ ২২ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০৮ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এপ্টেস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা সড়ক সার্কেল, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা সড়ক বিভাগ, বনানী, ঢাকা
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব অঞ্জন চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজ লিমিটেড, স্কয়ার সেন্টার, ৪৮ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়
এমআইএস এন্ড এস্টেটস মার্কেস
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

SAE/LPD
১৯/১২/১৬

স্মারক নং- এল.আর.ঢাকা-৩৯০/১৮(৬) ১০৪/১(৫)মস

তারিখ: ০১.০৪.২০১৬

বিষয়: নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগাবীন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের (পোল্ডার সড়ক) ৩য় কিঃমিঃ এ মৌজা-মাতুয়াইল, জে.এল নং সি.এস-৩৩২, এমএস-২০, দাগ নং সি.এস-৩৪০৪(অংশ), এমএস-২৮১৫৯(অংশ) এর নিজস্ব ভূমিতে যাতায়াতের জন্য, সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি দাগ নং সি.এস-৩৪০৪ ও ৫৩১৫ (প্রতিটির অংশ), এম.এস-২৮১৫০ ও ২৮১৫১ (প্রতিটির অংশ) এর উপর দিয়ে ১(এক)টি আবাসিক প্রবেশপথ নির্মাণের আবেদন প্রসঙ্গে। (আবেদনকারী: জনাব এম এ সবুর)

সূত্র: অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, ঢাকার স্মারক নং-এস্টেট এন্ড-ন-০৪৮/১৬-৬৪২৭-ডি জেড তাং-১৮/১২/২০১৭ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জনাব এম এ সবুর ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের (পোল্ডার সড়ক) ৩য় কিঃমিঃ এ মৌজা-মাতুয়াইল, জে.এল নং সি.এস-৩৩২, এমএস-২০, দাগ নং সি.এস-৩৪০৪(অংশ), এমএস-২৮১৫৯(অংশ) এর নিজস্ব ভূমিতে যাতায়াতের জন্য সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি দাগ নং সি.এস-৩৪০৪ ও ৫৩১৫ (প্রতিটির অংশ), এম.এস-২৮১৫০ ও ২৮১৫১ (প্রতিটির অংশ) এর উপর দিয়ে ১(এক)টি আবাসিক প্রবেশপথ নির্মাণের আবেদনের প্রেক্ষিতে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সরেজমিনে তদন্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, ঢাকা জোনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে অনুমোদিত ইজারা ফি পরিশোধ এবং নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে আবাসিক প্রবেশপথ হিসাবে ৯.৭৫ শতাংশ ভূমি, সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ অনুযায়ী প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর অনুমোদনক্রমে অস্থায়ী ভিত্তিতে ইজারা প্রদান করা হলো।

শর্তসমূহ:

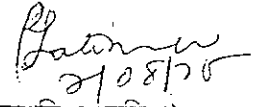
- ১। এ অনুমতি ১০(দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে এবং ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০(দশ) বছরের ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর রাবদ অনুমোদিত ৯৪,২১,৯০৭.০৪ (চরানব্বই লক্ষ একশ হাজার নয় শত সাত টাকা শুনা চার পয়সা) মাত্র নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে।
- ২। প্রস্তাবিত আবাসিক সড়কটি ১১৮'-০" x ৩৬'-০" বা ৪২৪৮.০০ বর্গফুট বা ৯.৭৫ শতাংশ বা ০.০৯৭৫ একর এবং বিকল্পটি সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ৩। আবাসিক প্রবেশপথটি সংযুক্ত নক্সা/ড্রইং অনুযায়ী স্থানীয় সওজ কর্মকর্তাগণের পরামর্শে অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক ১৪২ টালে নির্মাণ করতে হবে।
- ৪। কোনক্রমেই প্রবেশপথ / সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না।
- ৫। প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী ১৪২ টালে নির্মাণ করতে হবে।
- ৬। ইজারাকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী বক্স কালভার্ট নির্মাণ করতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ৭। ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি কোন ভাবেই ব্যবহার করা যাবে না এবং ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না; করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৮। ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো/বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন নির্মাণ করা যাবে না এবং কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না।
- ৯। ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।
- ১০। চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার গুজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না এবং আদালতে মামলা যোকদ্দমা করতে পারবে না।

১৯/১২/১৬

(চলমান পাতা-০২)

- ১১। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে।-ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হস্তাক্ষরিত Affidavit গ্রহণ করবেন যে, "মহাসড়ক সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন।
- ১২। উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সকল বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত হায়ালিপি চুক্তি সম্পাদনের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।



(রোশনি-এ-ফাতিমা)

পরিচিতি নং-০০০৩৯০

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (চঃ দাঃ) সওজ

এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।



বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ,
ঢাকা জোন, ঢাকা।

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁর ডাইরী নং-১০৩১ প্রঃ প্রঃ তাং- ২০/০২/২০১৮ইং এর প্রেক্ষিতে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ।
- ৫। এম.এ. সবুর, গ্রামঃ-গোহাট্টা, পোঃ- বড়নগড়, ১৪৪১, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সওজ এর কার্যালয়
 এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
 নড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
 ফোনঃ ৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্স : ৮৮৭৯৩৭৫।
 ই-মেইল : semis@rhd.gov.bd

SAE/LRD
 ৫/৪/১৬

৫০

স্মারক নং-এল.আর- ৩০৬/১ (SEMIS)

তারিখঃ- ০২.০৪.২০১৬

বিষয় : সিলেট সড়ক বিভাগাধীন সিলেট-ফেঞ্চগঞ্জ সড়কের (পুরাতন) ১৮তম কিঃমিঃ এ.মৌজা মামুদপুর, জে.এল.নং- ১৯৭, এস.এ দাগ নং-৫০৪ এ নিজস্ব ভূমিতে সওজ এর এস.এ ৪১৫ নং দাগের ভূমির উপর দিয়ে ব্যক্তি মালিকানা আবাসিক ভূমিতে যাতায়াতের সংযোগ সড়ক নির্মাণের অনুমতি প্রদানের আবেদন প্রসঙ্গে। (আবেদনকারী : জেবা রশিদ)।

সূত্র : তাঁর দপ্তর স্মারক নং- এসজেড/১৬/২৩৭৫ তারিখঃ ০৪/১০/২০১৬ ইং।

SAE LRD
 ৪/৫/১৬

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্র স্মারকের প্রেক্ষিতে সম্মানের সহিত জানানো যাচ্ছে যে, জনাবা জেবা রশিদ, সিলেট সড়ক বিভাগাধীন সিলেট-ফেঞ্চগঞ্জ সড়কের (পুরাতন) ১৮তম কিঃমিঃ এ মৌজা মামুদপুর, জে.এল.নং- ১৯৭, এস.এ দাগ নং-৫০৪ এ নিজস্ব ভূমিতে সওজ এর এস.এ ৪১৫ নং দাগের ভূমিতে যাতায়াতের জন্য সরকারী নীতিমালা ও শর্ত মোতাবেক সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমির উপর দিয়ে মূল পাকা সড়কে যাতায়াতের নিমিত্তে ১টি আবাসিক প্রবেশ পথ নির্মাণের আবেদনের প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সরেজমিনে তদন্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, সিলেট জোন, সিলেটের সুপারিশের প্রেক্ষিতে অনুমোদিত ইজারা ফি পরিশোধ এবং নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে আবাসিক প্রবেশপথ হিসাবে ৪.৯৫ শতাংশ ভূমি, সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা- ২০১৫ অনুযায়ী প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর অনুমোদনক্রমে অস্থায়ী ভিত্তিতে ইজারা প্রদান করা হলো।

শর্ত সমূহ :

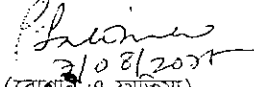
- ১। এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে এবং ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর বাবদ অনুমোদিত ২৬,২৩৫.৮০ (ছাব্বিশ হাজার দুই শত পঁত্রিশ টাকা এবং পয়সা আট শূন্য) মাত্র নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে।
- ২। প্রস্তাবিত আবাসিক সড়কটি দৈর্ঘ্য ৬০'-০" x প্রস্থ ৩৬'-০" = ২১৬০ বর্গফুট = ০.০৪৯৫ একর বা ৪.৯৫ শতাংশ (সংযোগ সড়ক নির্মাণের নিমিত্তে) এবং বিষয়টি সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ৩। আবাসিক প্রবেশপথটি সংযুক্ত নক্সা/ড্রইং অনুযায়ী স্থায়ী সওজ কর্মকর্তাগণের পরামর্শে অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক উপরের প্রশস্ততা ১২ ফুট ও ১৪২ চালে নির্মাণ করতে হবে এবং কোন ক্রমেই প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না।
- ৪। ইজারাকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন পাইপ কালভার্ট/ বক্স কালভার্ট/ ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ / সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/ কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ৫। ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না এবং ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না।
- ৬। ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/ অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না, কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিল বোর্ড/ সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না।
- ৭। ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে।
- ৮। চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না এবং আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না।
- ৯। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহণ করবেন যে, " মহাসড়ক সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন

৫/৪/১৬

ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে দাখ্য থাকবেন।

১০। উপরোক্ত শর্ত সমূহের কোন একটি শর্ত লঙ্ঘিত হলে এ অনুমতি/ বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে। এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।


২/০৪/২০১৮
(রোশানী-এ-ফাতিমা)

পরিচিতি নং- ০০০৩৯০

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ (চঃদা)
এম.আই.এস এন্ড এন্ট্রিস্টস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
সিলেট জোন, সিলেট।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁহার ডায়রী নং-১২৪৪-প্রঃপ্রঃ তারিখঃ ২১/০৩/২০১৮ ইং এর অনুমোদনক্রমে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ সিলেট।
- ৫। জনাবা জেবা রশিদ, গ্রাম- মোহাম্মদপুর, ডাক-রেঙ্গা হাজীগঞ্জ বাজার, থানা- মোগলাবাজার, জেলা-সিলেট।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়
এমআইএওস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোন নং-৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্স-৮৮৭৯৩৭৫
ই-মেইল-semis@rhd.rhd.gov.bd

সওজ
৪/৪/১৮

৪/৪/১৮

স্মারক নং- এল.আর.খ-৩৯০/১৮ (৩) ৪২২/৩(৩)মিস

তারিখঃ ৪/৪/১৮

বিষয়ঃ ব্যক্তিগত জমিতে নির্মিতব্য খুলনা বাইপাস সড়ক (রূপসা ব্রীজ এ্যাপ্রোচ অংশ) জাতীয় মহাসড়কের ৪র্থ কিলোমিটারে খোলাবাড়ীয়া মৌজায় সওজ এর হুকুম দখলীয় জমি আবাসিক প্রবেশপথ হিসাবে বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী ইজারা পাইবার আবেদন প্রসঙ্গে। (আবেদনকারী জনাবা মঞ্জু আরা খানম, স্বামী মোঃ আব্দুল বারী, গুলামারী, খুলনা)।

সূত্রঃ তাঁর দপ্তর স্মারক নং- ২৬/২০৬০/২ তার- ০৫/০২/১৮ইং।

জনাবা মঞ্জু আরা খানম, খুলনা সড়ক বিভাগীয় খুলনা বাইপাস সড়ক (রূপসা ব্রীজ এ্যাপ্রোচ অংশ) জাতীয় মহাসড়কের ৪র্থ কিলোমিটারে এল. এ. কেস নং-০৪/২০০০-২০০১ এর মাধ্যমে খোলাবাড়ীয়া মৌজায় সওজ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ভূমি জে, এল নং-৮৮ এস, এ খতিয়ান নং- ৭৯ এর এস, এ দাগ নং- ১২৯ এর উপর নিজস্ব বাড়িতে যাতায়াতের প্রবেশপথের জন্য সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি থেকে আবাসিক প্রবেশপথের জন্য $১২'-০'' \times ৬৭'-০'' = ৮০৪.০০$ বর্গফুট $= ০.০১৮৪$ একর ভূমি (যায়া সংযুক্ত ক্ষেত্র মাপে চিহ্নিত) প্রবেশপথ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আবেদনকারী জনাবা মঞ্জু আরা খানম, স্বামী মোঃ আব্দুল বারী, ১৯৪/৯ পুরাতন দরগাহ রোড গুলামারী, খুলনা এর অনুকূলে সর্বোচ্চ ১০(দশ) বছর মেয়াদে নবায়ন যোগ্য ইজারা হিসেবে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, বেং সঃ নং- ১২৮৪ প্রঃ প্রঃ তার-২৫/০৩/২০১৮ইং মূলে নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন করেন। এক্ষেত্রে সরকারী বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এককালীন ও বাৎসরিক ইজারার ফি এবং আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ খুলনা কর্তৃক "বিলান/ ডোবা" শ্রেণীর ভূমি বিবেচনায় নিয়ে খুলনা সাব-রেজিস্ট্রী অফিস কর্তৃক ২০১৭-১৮ সনের খোলাবাড়ীয়া মৌজার প্রতি শতাংশ মূল্য ১.৩৭.৩৬০ টাকা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথের ইজারা ফি নির্ধারণ করেছেন-যায়া নিম্নরূপঃ

ক) এককালীন ফি (মৌজার মূল্য \times ভূমির পরিমাণ \times ৭৫%)	= (টাঃ ১.৩৭.৩৬০ \times ১.৮৪৫ শতাংশ \times ৪০%)
	= ১.০১.৩৭১.৬৮
বাৎসরিক ইজারা ফি (এককালীন ফি এর ১০%)	= ১.০১.৩৭১.৬৮ \times ১০%
	= ১০.১৩৭.১৬
খ) ১০ (দশ) বছরের ইজারা ফি (১০.১৩৭.১৬ \times ১০)	= ১.০১.৩৭১.৬৮
মোট (এককালীন ফি + ১০ (দশ) বছরের ইজারা ফি)	= ১.০১.৩৭১.৬৮ + ১.০১.৩৭১.৬৮
	= ২.০২.৭৪৩.৩৬
(গ) প্রযোজ্য ভ্যাট (২.০২.৭৪৩.৩৬ এর ১৫%)	= ৩০.৪১১.৫০
(ঘ) প্রযোজ্য আয়কর (২.০২.৭৪৩.৩৬ এর ৫%)	= ১০.১৩৭.১৬

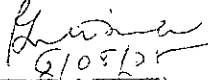
চুক্তিকালীন সময়ে পরিশোধিতব্য সর্বমোট ইজারা ফি = (ক + খ + গ + ঘ) = (১.০১.৩৭১.৬৮ + ১.০১.৩৭১.৬৮ + ৩০.৪১১.৫০ + ১০.১৩৭.১৬) = ২.৪৩.২৯২.০০ (দুই লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার দুইশত বিরানব্বই) টাকা মাত্র সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান এবং নিম্নের শর্ত সাপেক্ষে অস্থায়ী ভিত্তিতে ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

শর্ত সমূহঃ

- এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।
- ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয় কর সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবরে জমা করতে হবে।
- আবাসিক প্রবেশপথ / সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ১২(বার) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১ঃ২ এর কম করা যাবে না।
- প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না এবং সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে।
- ইজারাকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী পাইপ কালভার্ট/ বক্স কালভার্ট/ ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ / সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/ কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না এবং ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং সকল ফি সমূহ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ণ বাবদ যে অর্পণ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না।
- ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/ অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না এবং কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিল বোর্ড/ সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না।
- ইজারাকৃত ভূমি অপরি কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার অর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি সমূহ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।

- ৯। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কাবজ দর্শনো ব্যক্তিরকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলকনামা Affidavit গ্রহন করবেন যে, "মহাসড়ক সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা আদালতের আশ্রয় গ্রহন করতে পারবেন না, কোন প্রকার কতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন।
- ১০। উপরোক্ত শর্ত সমূহের কোন একটি শর্ত লঙ্ঘিত হলে এ অনুমতি/ বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ১১। এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরনের জন্য অনুরোধ করা হলো।


১/০৪/১৮
(রোশনি-এ-ফাতিমা)

পরিচিতি নং-০০০৩৯০

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (সঃ দাঃ), সওজ,

এমআইএস এন্ড এস্টেটস মার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ,
খুলনা জোন, খুলনা।

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁর ডাইরী নং- ১২৮৪-থঃ শঃ তাং-২৫/০৩/১৮ইং এর প্রেক্ষিতে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, খুলনা।
- ৫। জনাবা মঞ্জু আরা খানম, স্বামী মোঃ আব্দুল বারী, ১৯৪/৯ পুরাতন দরগাহ রোড গুল্মারী, খুলনা।

১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সওজ এর কার্যালয়
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোনঃ ৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্স : ৮৮৭৯৩৭৫।
ই-মেইল : semis@rhd.gov.bd

SPE 120
১/৪/১৪



স্মারক নং-এল.আর- ১১৯/১ (৪) MIS

তারিখঃ ১/৪/১৪

বিষয় : সওজ ভূমি নীতিমালা ২০১৫ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সফওয়্যার অনুযায়ী রংপুর সড়ক বিভাগের অধীন রংপুর-বড়বাড়ি-কুড়িগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ৭ম কিলোমিটারে অবস্থিত নিজস্ব বাড়ীতে যাতায়াতের জন্য আবাসিক প্রবেশপথের সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও ব্যবহারের নিমিত্তে সওজ এর ০.০৬০ একর ভূমি ইজারা প্রদানের অনুমতি প্রসঙ্গে।

আবেদনকারী : মোঃ সাজ্জাদুল হাসান আল মামুন, পিতা-মৃত তোফাইলুর রহমান, মাতা-মোছাঃ শাহমিম আরা, শালবন মিল্লিপাড়া, রংপুর।

সূত্র : তাঁর দপ্তর এর স্মারক নং- ৪৪২(৩)-আরজেড তারিখঃ ০৭/০২/২০১৮ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্র স্মারকের প্রেক্ষিতে সম্মানের সহিত জানানো যাচ্ছে যে, জনাব মোঃ সাজ্জাদুল হাসান আল মামুন, রংপুর সড়ক বিভাগের অধীন রংপুর-বড়বাড়ি-কুড়িগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ৭ম কিলোমিটারে তালুক উপাংশ মৌজার জে.এল নং-৬, সি.এস খতিয়ান নং-৬০, দাগ নং-১৩৮ ভূমিতে যাতায়াতের জন্য সরকারী নীতিমালা ও শর্ত মোতাবেক সওজ'র অধিগ্রহণকৃত ভূমির উপর দিয়ে মূল পাকা সড়কে যাতায়াতের নিমিত্তে ১টি আবাসিক প্রবেশ পথ নির্মাণের আবেদনের প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাগণ সরেজমিনে তদন্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রংপুর জোন, রংপুরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত ইজারা ফি পরিশোধ এবং নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে আবাসিক প্রবেশপথ হিসাবে ০.০৬০ (শূন্য দশমিক ছয় শূন্য) একর ভূমি, সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা- ২০১৫ অনুযায়ী প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর অনুমোদনক্রমে অস্থায়ী ভিত্তিতে ইজারা প্রদান করা হলো।

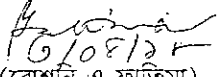
শর্ত সমূহ :

- ১। এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে এবং ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর বাবদ অনুমোদিত ২৬,২৩৫.৮০ (ছাব্বিশ হাজার দুই শত পঁত্রিশ টাকা এবং পয়সা আট শূন্য) মাত্র নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে।
- ২। প্রস্তাবিত আবাসিক সড়কটি দৈর্ঘ্য ৫৫'-০" x প্রস্থ ৪৮'-০" = ২৬৪০ বর্গফুট = ০.০৬০ একর বা ৬.০৬ শতাংশ (সংযোগ সড়ক নির্মাণের নিমিত্তে) এবং বিষয়টি সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ৩। আবাসিক প্রবেশপথটি সংযুক্ত নক্সা/ড্রইং অনুযায়ী স্থানীয় সওজ কর্মকর্তাগণের পরামর্শে অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক উপরের প্রশস্ততা ১২ ফুট ও ১ঃ২ ঢালে নির্মাণ করতে হবে এবং কোন ক্রমেই প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না।
- ৪। ইজারাকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন পাইপ কালভার্ট/ বক্স কালভার্ট/ ক্রেস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ / সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/ কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ৫। ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না এবং ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ইজারা গ্রহন করেছেন তার বাইরে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না।
- ৬। ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/ অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না, কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিল বোর্ড/ সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না।
- ৭। ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহন করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে।
- ৮। চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার গুজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না এবং আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

- ৯। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহণ করবেন যে, “ মহাসড়ক সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা গ্রহণ করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধা থাকবেন।
- ১০। উপরোক্ত শর্ত সমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/ বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে। এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি বিধান যেনে চলতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।


 (রোশনি-এ-ফাতিমা)
 পরিচিতি নং- ০০০৩৯০
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ (চঃদা)
 এম.আই.এস এন্ড এন্ট্রিস্টস সার্কেল
 সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

বরাবর
 অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
 রংপুর জোন, রংপুর।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁহার ডায়েরী নং-১২৮০-প্রঃপ্রঃ তারিখঃ ২৫/০৩/২০১৮ ইং এর অনুমোদনক্রমে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। মোঃ সাজ্জাদুল হাসান আল মামুন, পিতা-মৃত তোফাইলুর রহমান, মাতা-মোছাঃ শাহমিম আরা, শালবন মিত্তিপাড়া, রংপুর।

১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোন নং-৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্স-৮৮৭৯৩৭৫
ই-মেইল-semis@rhd.rhd.gov.bd.

SDE UPD
১/৮/১৬

১৬
১/৮/১৬

স্মারক নং- এল.আর.রাজ-৩৯০/১৮(১) ১১০/১(১) MIS

তারিখ :- ১/৮/১৬

বিষয় : পাবনা সড়ক বিভাগাধীন কাশিনাথপুর-দাওরিয়া-নাটোর-রাজশাহী (এন-৬) (পাবনা অংশ) মহাসড়কের ২৪তম (অংশ) কিঃ মিঃ এ ডান পার্শ্বে আবেদনকারীর নিজস্ব ভূমিতে যাতায়াতের নিমিত্তে সওজ এর মালিকানাধীন ভূমি হতে ০.০৪৯৬ একর ভূমি আবাসিক প্রবেশ পথের জন্য ব্যবহারের অনুমতি / ইজারার আবেদন প্রসঙ্গে। (আবেদনকারীঃ মোঃ আবুল কাশেম খাঁ)

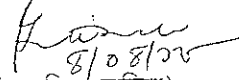
সূত্র : তাঁর দপ্তর স্মারক নং- জি-১৯৯/৮৮ (৬) তাং- ০৮/০১/২০১৮ইং

পাবনা সড়ক বিভাগাধীন কাশিনাথপুর-দাওরিয়া-নাটোর-রাজশাহী (এন-৬) (পাবনা অংশ) মহাসড়কের ২৪তম (অংশ) কিঃ মিঃ এ ডান পার্শ্বে মোজা- আতাইকুলা, জে এল নং-১৯৮, আর এস ষষ্ঠিয়ন নং- ০৩, আর এস দাগ নং- ২৫৩৮, এর উপর সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি থেকে নিজস্ব বসতবাড়ীতে যাতায়াতের নিমিত্তে এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণের জন্য ০.০৪৯৬ একর ভূমি আবেদনকারী জনাব মোঃ আবুল কাশেম খাঁ, পিতা- জেন্দার আলী খাঁ, মাতা-মোছাঃ ফাতেমা খাতুন, গ্রাম-সড়াগ্রাসি, পোঃ ও পানঃ আতাইকুলা, জেলা-পাবনা এর অনুকূলে ১০(দশ) বছর মেয়াদে পরিশোধযোগ্য সর্বমোট ২,৩০,৫৭০.৯৪ টাকা ইজারা ফি নিয়মিত যোগ্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, বেঃ সঃ নং-১২৮২ এঃ প্রঃ তাং- ২৫/০৩/২০১৮ইং মূলে নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন করেন।

শর্ত সমূহ :

- ১। এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।
- ২। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের ইজারা ফি এবং ভ্যাট ও আয় কর সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবরে জমা করতে হবে।
- ৩। আবাসিক প্রবেশপথ / সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ১২(বার) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১ঃ২ এর অতিক্রম করা যাবে না।
- ৪। প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না এবং সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে।
- ৫। ইজারাকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী পাইপ কালভার্ট/ বক্স কালভার্ট/ ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রস্তুতি প্রবেশপথ এবং ড্রেন/ কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ৬। ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না এবং ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং সকল ফি সমূহ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না।
- ৭। ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/ অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না ও কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিল বোর্ড/ সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না।
- ৮। ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বরক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি সমূহ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।
- ৯। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের ব্যাপে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা/ Affidavit গ্রহণ করবেন যে, "মহাসড়ক সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমি ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, প্রদত্ত ফি সমূহ ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন"।
- ১০। উপরোক্ত শর্ত সমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/ বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ১১। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের এতদসংক্রান্ত সকল বিধি বিধান যেনে চলতে হবে।

বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি / বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত প্রতিলিপি চুক্তি সম্পাদনের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।


(রোশনি-এ-ফাতিমা)
পরিচিতি নং-০০০৩৯০

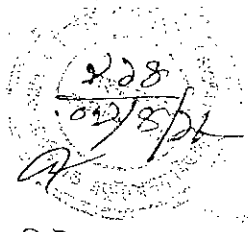
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (সঃ দাঃ), সওজ,
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

বরাবর
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ,
রাজশাহী জোন, রাজশাহী।

অনুলিপি ৩ সদয় জ্ঞাতার্থে:

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, চেজফ্লো, ঢাকা। ইদ: তাঁর ডায়েরী নং-১২৮২-প্রঃ প্রঃ তাং-২৫/০৩/১৮ইং এর প্রেক্ষিতে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, মাসনজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, চেজফ্লো, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, চেজফ্লো, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিস্তার, পাবনা।
- ৫। জনাব মোঃ আবুল কাশের খাঁ, পিতা- জেন্দার আলী খাঁ, মাতা-মহম্মদা ফাতেমা খাতুন, গ্রাম-সড়াডাঙ্গি, পোঃ ও থানা আতাইকুলা, জেলা-পাবনা।

৬৪



নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০০৪.১৭-১১৩

তারিখ: ০৫ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২২ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

বিষয়: ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটারে তেতলাব মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে নির্মিত এসিএস টেক্সটাইলস (বাংলাদেশ) লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য প্রদত্ত প্রবেশপথের ইজারা নবায়ন প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: জনাব মোঃ জহুরুল কবির, নির্বাহী পরিচালক, এসিএস টেক্সটাইলস (বাংলাদেশ) লিমিটেড)।

সূত্র: ১। তাঁর দপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-ঢাকা-৩১৫/১৬(৫)-৯৭৬-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-০৩.০১.২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
২। তাঁর দপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-ঢাকা-নবাঃ ৩১৫/১৬(৫)-১৬১৪-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-২০.০৩.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রদ্বয়ের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগের অধীন ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটারে তেতলাব মৌজার জেএল নম্বর-সিএস-০৬, সিএস দাগ নম্বর-১৩৫, আরএস দাগ নম্বর-৪৯০ (অংশ) এর সওজ মালিকানাধীন ১৫.৫২ শতাংশ ভূমি জনাব মোঃ জহুরুল কবির, নির্বাহী পরিচালক, এসিএস টেক্সটাইলস (বাংলাদেশ) লিমিটেড-এর অনুকূলে প্রদত্ত বাণিজ্যিক প্রবেশপথের ইজারা (মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ অর্থাৎ ০৮.০৯.২০১৫ তারিখ হতে ১০ বছর) বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৩,৭৪,৩৪২.৪০ (তিন লক্ষ চুয়াত্তর হাজার তিনশত বিয়াল্লিশ টাকা চল্লিশ পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে নবায়নের অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশপথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নজর অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

SDB LRD
১৫/৪/১৮

SAE LRD
১৫/৪/১৮

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল হেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অনুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব মোঃ জহুরুল কবির, নির্বাহী পরিচালক, এসিএস টেলিটাইলস (বাংলাদেশ) লিমিটেড)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

স্বাক্ষর: /-
(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোন: ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০০৪.১৭-১১৩/১(৮)

তারিখ: ০৫ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২২ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল:

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, নারায়ণগঞ্জ সড়ক সার্কেল, নারায়ণগঞ্জ
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ, শিমরাইল, নারায়ণগঞ্জ
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব মোঃ জহুরুল কবির; নির্বাহী পরিচালক, এসিএস টেলিটাইলস (বাংলাদেশ) লিমিটেড, তেতলাবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

স্বাক্ষর: /-
(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব



স্মারক নং: ৪৬৭৭/০৩/স্বঃসঃ
তারিখ: ২৬/৪/১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

ACE, MBO/Rangpur Zone
SE, MIS & Estate

১২ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৯ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০২৭.১৮-১২৪

তারিখ:

বিষয়: ঢাকা (মিরপুর)- উখলী- পাটুরিয়া- নটাখোলা-কাশিনাথপুর- বগুড়া- রংপুর- বেলভাঙ্গা- বাংলাবান্ধা মহাসড়কের ৩০০তম (রংপুর অংশের ৮ম) কিলোমিটারে সড়কের পার্শ্বে লোহানী মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে নির্মাণাধীন কনফিডেন্স পাওয়ার রংপুর লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: ক্যাপ্টেন এম ইমদাদুল হক, চীফ অপারেটিং অফিসার, কনফিডেন্স পাওয়ার রংপুর লিমিটেড)

সূত্র: প্রবান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-১৬৭১-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-২৫.০৩.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রাক্ত পত্রের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে রংপুর সড়ক বিভাগাবীন ঢাকা (মিরপুর)- উখলী- পাটুরিয়া- নটাখোলা-কাশিনাথপুর- বগুড়া- রংপুর- বেলভাঙ্গা- বাংলাবান্ধা মহাসড়কের ৩০০তম কিলোমিটারে সড়কের পার্শ্বে লোহানী মৌজার জেএল নম্বর-১৭২, সিএস খতিয়ান নম্বর-৬২, সিএস দাগ নম্বর-৩০৫-এর সওজ মালিকানাধীন ২.৭৫ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত কনফিডেন্স পাওয়ার রংপুর লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের ১টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৮৭,৭৬৩.৫১ (সাতাশি হাজার সাতশত তেষট্টি টাকা একাল্ল পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে ক্যাপ্টেন এম ইমদাদুল হক, চীফ অপারেটিং অফিসার, কনফিডেন্স পাওয়ার রংপুর লিমিটেড-এর অনুকূলে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোঁচ ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

১৬/৪/১৮
২৬/৪/১৮
২৮/৪/১৮

তারিখ: ২৬/৪/১৮

নিঃ প্রঃ ল্যান্ড রেকর্ড/সহঃ প্রঃ এমআইএস

২৬/৪/১৮

এম এম জরিফ স্মারক নং: ২৬৩৩
তারিখ: ২২/৪/১৮
অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য
নিঃ আইন কন্ট্রোল/সহঃ আইন/সহঃ এমআইএস
পরিঃ নিঃ/সিঃ নিঃ/এক্সিকিউটিভ

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত উদ্ধ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি জরিফারের মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (ক্যাপ্টেন এম ইমদাদুল হক, চীফ অপারেটিং অফিসার, কনফিডেন্স পাওয়ার রংপুর লিমিটেড)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ গোলাম জিলানী)

সহকারী সচিব

ফোন: ৪৭১২৪৩৬০

sasesate@rthd.gov.bd

প্রধান প্রকৌশলী

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০২৭.১৮-১২৪/১(৮)

তারিখ: ১২ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৯ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল:

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রংপুর জোন, রংপুর
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, রংপুর সড়ক সার্কেল, রংপুর
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, রংপুর সড়ক বিভাগ, রংপুর
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. ক্যাপ্টেন এম ইমদাদুল হক, চীফ অপারেটিং অফিসার, কনফিডেন্স পাওয়ার রংপুর লিমিটেড, ৩বি-২, রোড নং-১৮, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

(মোঃ গোলাম জিলানী)

সহকারী সচিব

তারিখঃ ১২ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৯ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০২১.১৮-১২৩

বিষয়ঃ ঢাকা(মিরপুর)-উখুলী-পাটুরিয়া-কাশিনাথপুর জাতীয় মহাসড়কের (এন-৫) ২৭তম কিলোমিটারে আরিচা অভিমুখী সড়কের ডানপার্শ্বে দক্ষিণপাড়া মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে নির্মিত ফ্রেম হাউজ এ্যাপারেলস লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারীঃ সৈয়দ সাক্বির রাজা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক)

সূত্রঃ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-ঢাকা-১৪৬৮-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-২০.০২.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা(মিরপুর)-উখুলী-পাটুরিয়া-কাশিনাথপুর জাতীয় মহাসড়কের (এন-৫) ২৭তম কিলোমিটারে আরিচা অভিমুখী সড়কের ডানপার্শ্বে দক্ষিণপাড়া মৌজার জেএল নম্বর-২৪৬, সিএস দাগ নম্বর-৩৫৯ (অংশ), আরএস দাগ নম্বর ৩৫০ ও ৩৫১ (প্রতিটির অংশ)-এর সওজ মালিকানাধীন ১৭.৬৩ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত ফ্রেম হাউজ এ্যাপারেলস লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের ১টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৫৫,৩৫,৮৬৯.৩৪ (পঞ্চাশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার আটশত ঊনসত্তর টাকা চৌত্রিশ পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে সৈয়দ সাক্বির রাজা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ফ্রেম হাউজ এ্যাপারেলস লিমিটেড-এর অনুকূলে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতি প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিকাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নকশা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বগ্ন কালভার্ট, ফ্রেন ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিনবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

ডায়েরী নং ২৩৭২ তারিখ ২০/৪/১৮

নিঃ স্মারক রেকর্ড/সহঃ প্রঃ এমআইএস

তঃ প্রঃ এমআইএস

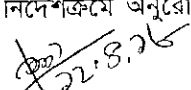
এম এস ডিএস/সহঃ প্রঃ এমআইএস
তারিখঃ ২৩/৪/১৮
সহঃ সওজ, প্রঃ এমআইএস
নিঃ আইন কর্মসূচী/সহঃ সওজ/সহঃ প্রঃ এমআইএস
পরিদর্শন: ও বিঃ/সিঃ/সিঃ/সিঃ

সহঃ সওজ/সহঃ প্রঃ এমআইএস

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি জব্দমাতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জনা ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (সৈয়দ সাক্বির রাজা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ফ্রেম হাউজ এ্যাপারেলস লিমিটেড)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


 (মোঃ গোলাম জিলানী)
 সহকারী সচিব
 ফোন: ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
 সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
 সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০২১.১৮-১২৩/১(৮)

তারিখ: ১২ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
 ২৯ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল:

- ০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
- ০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা সড়ক সার্কেল, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
- ০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগ, মানিকগঞ্জ
- ০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ০৮. সৈয়দ সাক্বির রাজা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ফ্রেম হাউজ এ্যাপারেলস লিমিটেড, বাসা নং-১৮, রাজা নং-১৬, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

(মোঃ গোলাম জিলানী)
 সহকারী সচিব



নং ৪৬৭৮-৩/২০১৮
২৫/৪/১৮

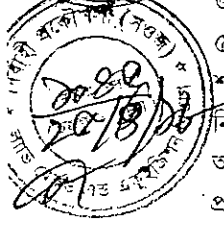
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rhd.gov.bd

ACA, MSW/Rangpur zone
SE, MIS & Estate

২৫/৪/১৮
প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০২৬.১৮-১২৫

তারিখ: ১২ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি:স:স:
২৯ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ



বিষয়: বগুড়া (জাহাঙ্গীরাবাদ)-নাটোর জাতীয় মহাসড়কের ৮ম কিলোমিটারে সড়কের পশ্চিম পার্শ্বে বীরগ্রাম মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে নির্মিত কনফিডেন্স পাওয়ার বগুড়া লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: জনাব মোঃ সাইফুল আলম, প্রোপাইটর)

সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অবিদগুরের স্মারক নম্বর-এলআর-১৬৭০-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-২৫.০৩.২০১৮ খ্রি:স:স:

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে বগুড়া সড়ক বিভাগাধীন বগুড়া (জাহাঙ্গীরাবাদ)-নাটোর জাতীয় মহাসড়কের ৮ম কিলোমিটারে সড়কের পশ্চিম পার্শ্বে বীরগ্রাম মৌজার জেএল নম্বর-১৯০, খতিয়ান নম্বর-৫২৩, সিএস দাগ নম্বর-১৩০৭ (অংশ), ১৩০৮ (অংশ), ১৩১৪ (অংশ), ১৩১৫ (অংশ)-এর সওজ মালিকানাধীন ৭.১০ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত কনফিডেন্স পাওয়ার বগুড়া লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের ১টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী বার্ষিক এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ১,৭৩,৩৩৫.১৫ (এক লক্ষ তিয়াত্তর হাজার তিনশত পঁয়ত্রিশ টাকা পনের পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব মোঃ সাইফুল আলম, প্রোপাইটর, কনফিডেন্স পাওয়ার বগুড়া লিমিটেড-এর অনুকূলে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবস্থা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বদল রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

SDB/ED
২২/৪/১৮

SAE/ED
২২/৪/১৮

ডায়েরী নং ২০০৪ তারিখ ২৫/৪/১৮
নিঃ প্রঃ প্যান্ড রেকর্ড/সহঃ প্রঃ এমআইএস

এস এন ডব্লিউ স্মারক নং ২৬০০
তারিখ: ২২/৪/১৮
অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য
নিঃ প্রঃ এমআইএস

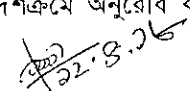
২৬/৪/১৮
ভঃ প্রঃ এমআইএস

এস এন ডব্লিউ

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জনা ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধাব্যতিকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব মোঃ সাইফুল আলম, প্রোপাইটর, কনফিডেন্স পাওয়ার বণ্ডা লিমিটেড)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোন: ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

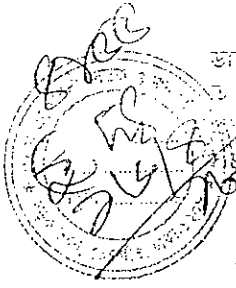
নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০২৬.১৮-১২৫/১(৮)

তারিখঃ ১২ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
২৯ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রংপুর জোন, রংপুর
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, বণ্ডা সড়ক সার্কেল, বণ্ডা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, বণ্ডা সড়ক বিভাগ, বণ্ডা
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব মোঃ সাইফুল আলম, প্রোপাইটর, কনফিডেন্স পাওয়ার বণ্ডা লিমিটেড, সাং-বীরগ্রাম, ডাকঘর-খরনাসহাট, থানা-শাহজাহানপুর, জেলা-বণ্ডা

৩১৭/-
(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব



ডায়েরী নং: ৪৬৭৫০ প্রঃ প্রঃ
তারিখ: ২৬/৪/১৮
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd
নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০২৫.১৮-১২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

ACE, MSW/Dhaka zone
SE, MIS & Estate

প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
ডায়েরী নং: ১২ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
তারিখ: ২৯ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

বিষয়: ঢাকা (যাত্রাবাড়ী)-কুমিল্লা (ময়নামতি)-চট্টগ্রাম-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়কের ২৯তম (অংশ) কিলোমিটার হতে ৩৭তম (অংশ) কিলোমিটার পর্যন্ত সড়কের পার্শ্ব তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিমিটেড কর্তৃক ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনকল্পে সড়কের কাঁচা অংশ খনন কাজের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী প্রকৌঃ মোঃ আফতাব উদ্দিন, ব্যবস্থাপক, ইএন্ডপি)।

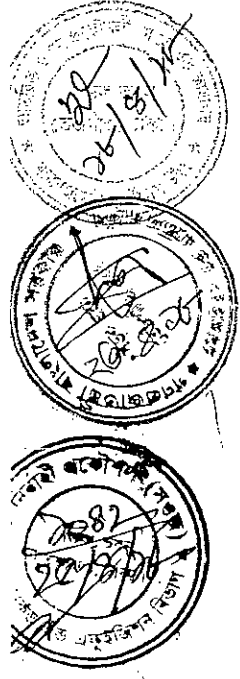
সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-ঢাকা-১৬৩৭ প্রঃ প্রঃ, তারিখ-২১.০৩.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা (যাত্রাবাড়ী)-কুমিল্লা (ময়নামতি)-চট্টগ্রাম-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়কের ২৯তম (অংশ) কিলোমিটার হতে ৩৭তম (অংশ) কিলোমিটার পর্যন্ত মহাসড়কের পার্শ্ব Right of Way (RoW) এর শেষ প্রান্ত বরাবর প্রস্তাবিত ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের নিমিত্ত নিম্নোক্ত শর্ত পালন সাপেক্ষে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড- এর অনুকূলে সাময়িকভাবে সওজ'র ভূমি ব্যবহারের প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- ১) এ ভূমি ব্যবহার অনুমতি সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে হবে;
- ২) মহাসড়কের Right of Way (RoW) এর শেষ প্রান্ত বরাবর গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা অনুসরণপূর্বক প্রস্তাবিত গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপন করতে হবে;
- ৩) তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক রাস্তা খননের ক্ষতিপূরণের ব্যয় (ভোটা আয়করসহ) বাবদ ৩,৭৮,৬৫,৪৫৬.৬৪ (তিন কোটি আটাত্তার লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার চারশত ছাশ্বান্ন টাকা চৌষট্টি পয়সা) টাকা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে;
- ৪) সড়কের কাঁচা অংশ খননের ক্ষতিপূরণের ব্যয় বাবদ প্রাক্কলিত অর্থ যথাযথ পদ্ধতিতে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৫) নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ও দেখানো মতে মহাসড়কের Right of Way (RoW) এর শেষ প্রান্ত বরাবর সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন ও নক্সা মোতাবেক তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তাবিত ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপ লাইন যথাযথ গভীরতায় স্থাপন করতে হবে;
- ৬) কাজ শুরু পূর্বে উভয় পক্ষের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে যৌথ জরিপের মাধ্যমে গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের জায়গা চিহ্নিত করে মার্কিং করে নিতে হবে;
- ৭) সড়কের পাকা অংশ (Pavement), হার্ড সোল্ডার, সফট সোল্ডার বা স্লোপে কোন অবস্থাতেই গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপন করা যাবে না;
- ৮) গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের ফলে সড়কের পেভমেন্ট, সড়ক বাঁধের ঢাল ইত্যাদি কোন কারণে ক্ষতি হলে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক নিজ ব্যয়ে সওজ অধিদপ্তরের Specification অনুযায়ী মেরামত করে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনবে এবং কোন অজুহাতে মেরামত কাজ বিলম্বে সম্পন্ন করা যাবে না;
- ৯) মহাসড়কের উপরে বা ঢালে কোন নির্মাণ সামগ্রী (ইট, বালি, পাইপ, সিমেন্ট, রড, সীট পাইল ইত্যাদি) কোন অবস্থাতেই রাখা যাবে না;
- ১০) ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনকালে জনসাধারণের ও যান চলাচল যেন বন্ধ না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। কাজ চলাকালীন সময়ে দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক সাইনসিগন্যালসহ যাবতীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;
- ১১) প্রস্তাবিত গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের সময় টেলিফোন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি বা অন্য কোন সার্ভিস লাইনের কোন ক্ষতিসাধন করা যাবে না। এ ধরণের কোন ক্ষতিসাধিত হলে তার দায়-দায়িত্ব তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক পূরণ করা হবে।

RELRD
SDE URD
২২/৪/১৮



ডায়েরী নং: ২৩২৩ তারিখ: ২৩/৪/১৮
নিঃ স্মারক/সহঃ প্রঃ এমআইএস

তারিখ: ২২/৪/১৮
তঃ প্রঃ সওজ, প্রঃ সঃ/তঃ: এমআইএস
নিঃ জাইন কর্মকর্তা/আরএস/ডি/এস/এস/অফিসার
পরি: নিঃ ও হিঃ/সিঃ সিঃ এমআইএস

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

২৩/৪/১৮

২৩/৪/১৮

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১২) ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের পরে খননকৃত দড়কাংশ পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে;
- ১৩) শুষ্ক মৌসুমে সড়কের পার্শ্ব গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপন করতে হবে। বর্ষা মৌসুমে কোনো খনন কাজ করা যাবে না;
- ১৪) ভবিষ্যতে মহাসড়ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বা অন্য কোন কাজের প্রয়োজনে সড়কের পার্শ্ব স্থাপিত গ্যাস পাইপ লাইন সর্বোচ্চ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃপক্ষ নিজ খরচে সরিয়ে নিতে বাধ্য থাকবে। উক্ত সময়ের মধ্যে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপ লাইন সরিয়ে না নিলে সড়ক উন্নয়ন/ সম্প্রসারণ কাজে ক্যাবল লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হলে সওজ কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। এ বিষয়ে কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করা যাবে না এবং তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড কোন প্রকার আইনের আশ্রয় বা আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবে না;
- ১৫) প্রস্তাবিত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না;
- ১৬) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন-একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৭) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ১৮) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই MoU স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ১৯) গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে উপরে বর্ণিত শর্তাদি ও অন্যান্য সাধারণ শর্তাদি অন্তর্ভুক্ত করে প্রচলিত নিয়ম অনুসরণপূর্বক সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃপক্ষ-এর মধ্যে একটি MoU স্বাক্ষরিত হবে। স্বাক্ষরিত MoU এর একটি কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃপক্ষ-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MoU) এর সত্যায়িত ছায়াছবি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ গোলাম জিলানী)

সহকারী সচিব

ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০

sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০২৫.১৮-১২২/১(১০)

তারিখঃ ১২ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৯ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, তিতাস গ্যাস ভবন, ১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫
০৩. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০৪. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০৫. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৬. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, নারায়ণগঞ্জ সড়ক সার্কেল, ১৩২/৪, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
০৭. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৮. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ, শিমরাইল, নারায়ণগঞ্জ
০৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১০. প্রকৌ. মো. আফতাব উদ্দিন, ব্যবস্থাপক (ইএন্ডপি), পাইপ লাইন নির্মাণ বিভাগ, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, ১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫

(মোঃ গোলাম জিলানী)

সহকারী সচিব



নং ৪৬৭৫৩ স্মঃস্মঃ
২৬/৪/১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

ACE, MSO/Phaka Zone
SE, MIS & Estate

২৬/৪/১৮
প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
আবিদগুর
ডাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০২৯.১৮-১২১

তারিখ: ১২ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৯ চেত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

বিষয়: জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের চেইনেজ ১২+৩০০ হতে ৩০+৮০০ কিলোমিটার পর্যন্ত সড়কের বামপার্শ্বে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিমিটেড কর্তৃক ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনকল্পে সড়কের কাঁচা অংশ খনন কাজের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী প্রকৌঃ মোঃ আফতাব উদ্দিন, ব্যবস্থাপক, ইএন্ডপি)।

সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অবিদগুরের স্মারক নম্বর-এনআর-ঢাকা-০১/১৮(২)-১৬৯৮ প্রঃ প্রঃ, তারিখ-০১.০৪.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে গাজীপুর সড়ক বিভাগাধীন জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের চেইনেজ ১২+৩০০ হতে ৩০+৮০০ কিলোমিটার পর্যন্ত মহাসড়কের পার্শ্বে Right of Way (RoW) এর শেষ প্রান্ত বরাবর প্রস্তাবিত ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের নিমিত্ত নিম্নোক্ত শর্ত পালন সাপেক্ষে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড- এর অনুকূলে সাময়িকভাবে সওজ'র ভূমি ব্যবহারের প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ

শর্তসমূহ

- ১) এ ভূমি ব্যবহার অনুমতি সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে হবে;
- ২) মহাসড়কের Right of Way (RoW) এর শেষ প্রান্ত বরাবর গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা অনুসরণপূর্বক প্রস্তাবিত গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপন করতে হবে;
- ৩) তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক রাস্তা খননের ক্ষতিপূরণের ব্যয় (ভ্যাকুয়াম আয়করসহ) বাবদ ৫,৫৭,৮৭,১৩৪.৮০ (পাঁচ কোটি সাতাত্তর লক্ষ সাতাশ হাজার একশত চৌত্রিশ টাকা আশি পয়সা) টাকা সড়ক ও জনপথ অবিদগুরকে অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে;
- ৪) সড়কের কাঁচা অংশ খননের ক্ষতিপূরণের ব্যয় বাবদ প্রাক্কলিত অর্থ যথাযথ পদ্ধতিতে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৫) গাজীপুর সড়ক বিভাগের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ও দেখানো মতে মহাসড়কের Right of Way (RoW) এর শেষ প্রান্ত বরাবর সওজ অবিদগুর কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন ও নক্সা মোতাবেক তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তাবিত ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপ লাইন যথাযথ গভীরতায় স্থাপন করতে হবে;
- ৬) কাজ শুরু পূর্বে উভয় পক্ষের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে যৌথ জরিপের মাধ্যমে গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের জায়গা চিহ্নিত করে মার্কিং করে নিতে হবে;
- ৭) সড়কের পাকা অংশ (Pavement), হার্ড সোল্ডার, সফট সোল্ডার বা গ্রেপে কোন অবস্থাতেই গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপন করা যাবে না;
- ৮) গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের ফলে সড়কের পেভমেন্ট, সড়ক বাঁধের ঢাল ইত্যাদি কোন কারণে ক্ষতি হলে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক নিজ ব্যয়ে সওজ অবিদগুরের Specification অনুযায়ী মেরামত করে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনবে এবং কোন অজুহাতে মেরামত কাজ বিলম্বে সম্পন্ন করা যাবে না;
- ৯) মহাসড়কের উপরে বা ঢালে কোন নির্মাণ সামগ্রী (ইট, বালি, পাইপ, সিমেন্ট, রড, সীট পাইল ইত্যাদি) কোন অবস্থাতেই রাখা যাবে না;
- ১০) ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনকালে জনসাধারণের ও যান চলাচল যেন বন্ধ না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। কাজ চলাকালীন সময়ে দুর্ঘটনা এড়াবার লক্ষ্যে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক সাইনসিগন্যালসহ যাবতীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;
- ১১) প্রস্তাবিত গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের সময় টেলিফোন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি বা অন্য কোন সার্ভিস লাইনের কোন ক্ষতিসাধন করা যাবে না। এ ধরনের কোন ক্ষতিসাধিত হলে তার দায়-দায়িত্ব তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক বহন করতে হবে;

SAELRP
২৬/৪/১৮

SDEURD
২৬/৪/১৮

ডায়েরী নং ২৬৩০ তারিখ ২৬/৪/১৮
নিয়ন্ত্রণ প্রকৌঃ স্মঃস্মঃ প্রঃ এমআইএস
২৬/৪/১৮
ডঃ প্রঃ এমআইএস

এম এন ডি
২৬/৪/১৮
উঃ প্রঃ সওজ, প্রধান ও সচিব/সচিব
নিঃ আইন কর্মকর্তা/সহ প্রকৌঃস্মঃস্মঃ/এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ অফিসার
পরিচালনা: ও বিঃ/সিঃ সিঃ এমআইএস

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পর্যা পত্র

- ১২) ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের পরে খননকৃত সড়কাংশ পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে;
- ১৩) শুষ্ক মৌসুমে সড়কের পার্শ্ব গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপন করতে হবে। বর্ষা মৌসুমে কোনো খনন কাজ করা যাবে না;
- ১৪) ভবিষ্যতে মহাসড়ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বা অন্য কোন কাজের প্রয়োজনে সড়কের পার্শ্ব স্থাপিত গ্যাস পাইপ লাইন নব্ব্বোচ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃপক্ষ নিজ খরচে সরিয়ে নিতে বাধ্য থাকবে। উক্ত সময়ের মধ্যে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক ভূগর্ভস্থ গ্যাস পাইপ লাইন সরিয়ে না নিলে সড়ক উন্নয়ন/ সম্প্রসারণ কাজে ক্যাবল লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হলে সওজ কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। এ বিষয়ে কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করা যাবে না এবং তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড কোন প্রকার আইনের আশ্রয় বা আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবে না;
- ১৫) প্রস্তাবিত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না;
- ১৬) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৭) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ১৮) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্ব্বাই) দিনের মধ্যেই MoU স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ১৯) গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে উপরে বর্ণিত শর্তাদি ও অন্যান্য সাধারণ শর্তাদি অন্তর্ভুক্ত করে প্রচলিত নিয়ম অনুসরণপূর্বক সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃপক্ষ-এর মধ্যে একটি MoU স্বাক্ষরিত হবে। স্বাক্ষরিত MoU-এর একটি কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃপক্ষ-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MoU) এর সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ গোলাম জিলানী)

সহকারী সচিব

ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০

sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০২৯.১৮-১২১/১(১০)

তারিখঃ ১২ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৯ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, তিতাস গ্যাস ভবন, ১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫
০৩. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০৪. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০৫. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৬. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা সড়ক সার্কেল, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০৭. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৮. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, গাজীপুর সড়ক বিভাগ, গাজীপুর
০৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১০. প্রকৌ. মো. আফতাব উদ্দিন, ব্যবস্থাপক (ইএন্ডপি), পাইপ লাইন নির্মাণ বিভাগ, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, ১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫

(মোঃ গোলাম জিলানী)

সহকারী সচিব

স্মারক নং ৪৬৭১০ স্মঃ স্মঃ
 ২৫/৪/১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
 সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
 সম্পত্তি শাখা
 www.rthd.gov.bd

ACE/MSW/Gopalganj zone
 SE, MIS & Estate

তারিখ: ১৫ এপ্রিল ২০১৬
 ০২ বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০২৮.১৮-১২৬

বিষয়: ভাস্মা-ভাটিয়াপাড়া-মোল্লাহাট জাতীয় মহাসড়কের ৩০তম কিলোমিটারে হিরণকান্দি মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে নির্মাণাধীন মেসার্স সাম্পান ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের প্রবেশপথ (প্রবেশ ও বাহির) নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: জনাব মোঃ ইমামুল হাসান, প্রোপাইটর)।

স্মঃ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অবিদগুরের স্মারক নম্বর-এলআর-গোপা-৩৯০/১৮(০২)-১৬৬৯-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-২৫.০৩.২০১৮ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে গোপালগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ভাস্মা-ভাটিয়াপাড়া-মোল্লাহাট জাতীয় মহাসড়কের ৩০তম কিলোমিটারে হিরণকান্দি মৌজার জেএল নম্বর-২৭, বিএস খতিয়ান নম্বর-২, বিএস ৭৭২, ৭৭৩ ও ৮১৮ নম্বর দাগের সওজ মালিকানাধীন ১৩.০০ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত মেসার্স সাম্পান ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৭,১৬,৩৯১.০০ (সাত লক্ষ ষোল হাজার তিনশত একানব্বই টাকা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব মোঃ ইমামুল হাসান, প্রোপাইটর, মেসার্স সাম্পান ফিলিং স্টেশন-এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে;

শর্তসমূহ

- এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বয়ল কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন বাবনা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

ডায়েরী নং ২৩৩০ তারিখ ২৬/৪/১৬

এস এল ডব্লিউ স্মারক নং ৩৬০২
 তারিখ: ২২/৪/১৬

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

D/Estate Section/Letter/Letter 2018.doc

নি: অফিস কার্যক্রম/স্মঃ স্মঃ প্রঃ এমআইএস
 পরি: নি: ও নি:/ নি: নি: এমআইএস

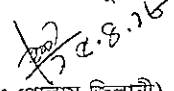
২৬/৪/১৬

২৬/৪/১৬

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজনে হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধা থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব মোঃ ইমামুল হাসান, প্রোপাইটর, মেসার্স সাম্পান ফিলিং স্টেশন)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

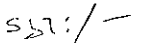
প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০২৮.১৮-১২৬/১(৮)

তারিখঃ ১৫ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
০২ বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

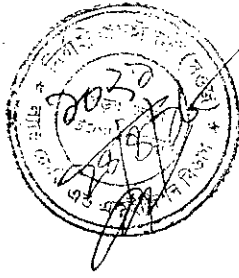
অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ জোন, গোপালগঞ্জ
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ সড়ক সার্কেল, গোপালগঞ্জ
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ সড়ক বিভাগ, গোপালগঞ্জ
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব মোঃ ইমামুল হাসান, প্রোপাইটর, মেসার্স সাম্পান ফিলিং স্টেশন; হিরণকান্দি, মাজড়া, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব

৯৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সওজ এর কার্যালয়
এমআইএস এন্ড এস্টেটস্ সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোনঃ ৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্সঃ ৮৮৭৯৩৭৫।
ই-মেইলঃ semis@rhd.gov.bd



স্মারক নং-এল.আর.- ২২৯/১(৪) MIS

SDE CRD
২২/৪/১৬

তারিখঃ- ২৩/৪/১৬

বিষয় : ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগাবীন ঢাকা (বনানী)-জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের (এন-৩) ৩০তম কিলোমিটারে (ময়মনসিংহ হতে) খাগতিপাড়া মৌজাহিত আর ও আর দাগ নং- ৪৯৫৪ সড়কের পশ্চিম পার্শে নিজস্ব ভূমিতে যাতায়াতের নিমিত্তে সংযোগ সড়ক (Approach Road) নির্মাণের জন্য সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী ইজারা প্রদান প্রসঙ্গে।

আবেদনকারী : মোঃ মাহমুদুজ্জামান খান, পিতা মৃত নুরুজ্জামান খান, বাড়ী নং-৭, রাস্তা নং- ৬, সেক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা।

সূত্র : তাঁর দপ্তর এর স্মারক নং- ১০১৩-এমজেড তারিখঃ ০৩/১২/২০১৭ ইং এবং স্মারক নং- ১৯২৪-এমজেড তারিখঃ ১১/০৩/২০১৮ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্র স্মারকের প্রেক্ষিতে সম্মানের সহিত জানানো যাচ্ছে যে, জনাব মোঃ মাহমুদুজ্জামান খান, ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগাবীন ঢাকা (বনানী)-জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের (এন-৩) ৩০তম কিলোমিটারে (ময়মনসিংহ হতে) খাগতিপাড়া মৌজাহিত আর ও আর দাগ নং- ৪৯৫৪ বিআর এস দাগ নং- ১৫১০৭ বিআরএস খতিয়ান নং- ০৪ সড়কের পশ্চিম পার্শে সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে যাতায়াতের জন্য সরকারী নীতিমালা ও শর্ত মোতাবেক সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমির উপর দিয়ে মূল পাকা সড়কে যাতায়াতের নিমিত্তে ১টি আবাসিক প্রবেশ পথ নির্মাণের আবেদনের প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সরেজমিনে তদন্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন ও অতিরিক্ত প্রবান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত ইজারা ফি পরিশোধ এবং নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে আবাসিক প্রবেশপথ হিসাবে ১৩.২২২ শতাংশ ভূমি, সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা- ২০১৫ অনুযায়ী প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অবিদপ্তর এর অনুমোদনক্রমে অস্থায়ী ভিত্তিতে ইজারা প্রদান করা হলো।

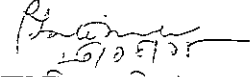
শর্ত সমূহ :

- ১। এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে এবং ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর বাবদ অনুমোদিত ২,৯৫,৭৩৭.০০ (দুই লক্ষ পঁচানব্বই হাজার সাত শত সাইত্রিশ) মাত্র নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে।
- ২। প্রস্তাবিত আবাসিক সড়কটি দৈর্ঘ্য ৮৩'-০" x প্রস্থ ৭'-০" = ৫৭৬০.০০ বর্গফুট = ১৩.২২২ শতাংশ (সংযোগ সড়ক নির্মাণের নিমিত্তে) এবং বিপরীত সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ৩। আবাসিক প্রবেশপথটি সংযুক্ত নক্সা/ড্রইং অনুযায়ী স্থানীয় সওজ কর্মকর্তাগণের পরামর্শে অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক উপরের প্রশস্ততা ১২ ফুট ও ১৪২ চালে নির্মাণ করতে হবে এবং কোন ক্রমেই প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না।
- ৪। ইজারাকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অবিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন পাইপ কালভার্ট/ বক্স কালভার্ট/ ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ / সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/ কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ৫। ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না এবং ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ণ বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না।
- ৬। ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/ অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না, কোন প্রকার ব্যবস্থা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিল বোর্ড/ সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না।
- ৭। ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

চলমান পাতা-২

- ৮। চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে নড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে অতঃসনিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না এবং আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না।
- ৯। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহন করবেন যে, " মহাসড়ক সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহন করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন।
- ১০। উপরোক্ত শর্ত সমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/ বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে। এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির নত্যাযিত ছয়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।



(রোশনি-এ-ফাতিমা)

পরিচিতি নং- ০০০৩৯০

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ (চঃদাঃ)

এম.আই.এস এন্ড এন্ট্রিস্টস সার্কেল

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ।



অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁহার ডায়রী নং-১৪২৪-প্রঃপ্রঃ তারিখঃ ১৭/০৪/২০১৮ ইং এর অনুমোদনক্রমে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড এক্সিজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। জনাব মোঃ মাহমুদজ্জামান খান, পিতা মৃত নুরুজ্জামান খান, বাড়ী নং-৭, রাস্তা নং- ৬, সেক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা।



ডায়েরী নং ৪৬৪০ ও অফিস নং ২৬৪/০৬
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সড়ক মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rtfld.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সড়ক মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rtfld.gov.bd

ওঃ প্রঃ প্রঃ MSW/কৃষিক্ষেত্র সেক্টর
S.E, M.I.S & Estate

তারিখ: ১৫ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০২ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩৯৮.০১৫.১৮-১২৭

বিষয়: ঢাকা(কাঁচপুর)-ভৈরব-জগদীশপুর-শায়েস্তাগঞ্জ-সিলেট-তামাবিল-জাফলং (এন-২) জাতীয় মহাসড়কের এলআরপি ১১০+৯৪৫ কিলোমিটারে ছোট কালিসীমা মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে নির্মিত প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: সৈয়দ এখতেশামুল বারী)।

সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অফিসের স্মারক নম্বর-এলআর-কু-৩৯০/১৭(১১)-১৩৯০ প্রঃ প্রঃ, তারিখ-০৮.০২.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা(কাঁচপুর)-ভৈরব-জগদীশপুর-শায়েস্তাগঞ্জ-সিলেট-তামাবিল-জাফলং (এন-২) জাতীয় মহাসড়কের এলআরপি ১১০+৯৪৫ কিলোমিটারে ছোট কালিসীমা মৌজার জেএল নম্বর- ৩০২, সিএস খতিয়ান নম্বর-২, সিএস দাগ নম্বর-১২৮(অংশ)-এর সওজ মালিকানাধীন ২১.৭৪ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত মানহা অটো ব্রিকস লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের ১টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৬,৩৮,৫৯৫.১২ (ছয় লক্ষ আটত্রিশ হাজার পাঁচশত পঁচানব্বই টাকা বার পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে সৈয়দ এখতেশামুল বারী, পিতা-সৈয়দ একেএম এমদাদুল বারী, গ্রাম-৫৫৭ নং গোবর্ধন রোড, কাজীপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া- এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চত্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ✓ ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

SAEEL RAHMAN
SDB/URB
১২/৭/১৮

ডায়েরী নং ২৬৩০ তারিখ ২৬/৪/১৮
নিঃ প্রঃ স্মারক রেকর্ড/সহঃ প্রঃ এমআইএস
তঃ প্রঃ এমআইএস

এম এম উদ্দিন সরকার
তারিখ: ২৬/৪/১৮
অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য
তঃ প্রঃ স.জো. পেশা: ১ নং/তঃ প্রঃ এমআইএস
নিঃ অফিস কর্তৃক প্রঃ এমআইএস/এ/ইউস/আ/...
পরিঃ দিঃ ৩ দিঃ/ সিঃ সিঃ এন্থালক/...

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি জব্দকালে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধা থাকবে না। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ✓ ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ভাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (সৈয়দ এখতেশামুল বারী, পিতা-সৈয়দ একেএম এমদাদুল বারী, গ্রাম-৫৫৭ নং গোকর্ণ রোড, কাজীপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-)এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০১৫.১৮-১২৭/১(৮)

তারিখঃ ১৫ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০২ বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এপ্টেস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, কুমিল্লা সড়ক সার্কেল, কুমিল্লা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সড়ক বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. সৈয়দ এখতেশামুল বারী, পিতা-সৈয়দ একেএম এমদাদুল বারী, গ্রাম-৫৫৭ নং গোকর্ণ রোড, কাজীপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব

১২



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

ACE/MSC/Khulna Zone

প্রধান প্রকৌশলী
জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক বিভাগ ও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০২৩.১৮-১৩৬

সওজ/১৮
২৪/০৫

তারিখ: ২৩ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
১০ বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

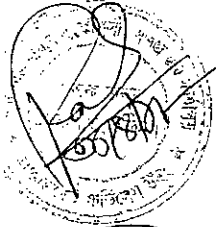
বিষয়: ভান্ডা-ভাটিয়াপাড়া-মোল্লাহাট-ফকিরহাট-নওয়াপাড়া জাতীয় মহাসড়কের (এন-৮০৫) ৯৭তম কিলোমিটারে ফলতিতা বানিয়াখালী মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে নির্মাণাধীন মেসার্স আল-মদিনা যমযম ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের প্রবেশপথ (প্রবেশ ও বাহির) নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রোপাইটর)।

সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-খু-৩৯০/১৭(১৭)-১৫৪৩-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-০৭.০৩.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে বাগেরহাট সড়ক বিভাগাধীন ভান্ডা-ভাটিয়াপাড়া-মোল্লাহাট-ফকিরহাট-নওয়াপাড়া জাতীয় মহাসড়কের (এন-৮০৫) ৯৭তম কিলোমিটারে ফলতিতা বানিয়াখালী মৌজার জেএল নম্বর-০৮, এসএ খতিয়ান নম্বর-৪৫১ ও ৪৫২ এবং এসএ দাগ নম্বর ৫৫০ এর সওজ মালিকানাধীন ১৬.০৯ শতাংশ বা ০.১৬০৯ একর ভূমি প্রস্তাবিত মেসার্স আল-মদিনা যমযম ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৮,১২,১৮১.৩৬ (আট লক্ষ বার হাজার একশত একাশি টাকা ছত্রিশ পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব হাবিবুর রহমান, প্রোপাইটর, মেসার্স আল-মদিনা যমযম ফিলিং স্টেশন-এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিকাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবস্থা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;



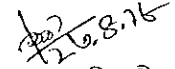
ডায়েরী নং ২৪০৬ তারিখ ৮/৫/১৮

নিঃ-প্রঃ স্মারক নং: ৩০৩০ তারিখ: ০৩/০৩/১৮

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধা থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ বছর শর্তের কোনো বাধাবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব হাবিবুর রহমান, প্রোপাইটর, মেসার্স আল-মদিনা যমযম ফিলিং স্টেশন)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোন: ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০২৩.১৮-১৩৬/১(৮)

তারিখ: ২৩ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
১০ বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

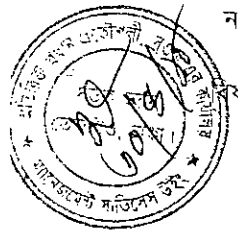
০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, খুলনা জোন, খুলনা
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, খুলনা সড়ক সার্কেল, খুলনা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, বাগেরহাট সড়ক বিভাগ, বাগেরহাট
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. জনাব হাবিবুর রহমান, প্রোপাইটর, মেসার্স আল-মদিনা যমযম ফিলিং স্টেশন, বাড়ী নং-এনএফ-৮৩, রোড, নং-২১০, ডাকঘর-জিপিও-৯০০০, খালিশপুর, খুলনা

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব

স্বাক্ষর নং: ৪০৬-৬০ প্র: প্র)
 ২০/০৪/১৮
 সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

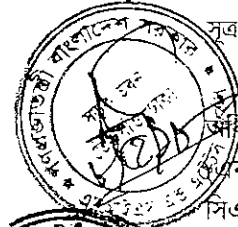
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
 সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
 সম্পত্তি শাখা
 www.rthd.gov.bd

ACE, MSW/Dhaka Zone
 ২৩ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
 ১০ বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

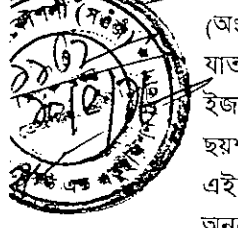


নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৩০.১৮-১৩৫

বিষয়: নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন সাইনবোর্ড ৬ষ্ঠ কিলোমিটার (এন-১) সড়ক-নারায়ণগঞ্জ সড়ক (আর-১১১) এর ৫ম কিলোমিটারে কুতুবপুর মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে নির্মিত ল্যাব এইড প্রপার্টিজ লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের ১টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে (আবেদনকারী: ডাঃ আবু মোহাম্মদ শামীম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ল্যাব এইড প্রপার্টিজ লিমিটেড)।



সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অবিদগুরের স্মারক নম্বর-এলআর-ঢাকা-৩৯০/১৮-১৭৫৩-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-০৮.০৪.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ



উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন সাইনবোর্ড ৬ষ্ঠ কিলোমিটার (এন-১) সড়ক-নারায়ণগঞ্জ সড়ক (আর-১১১) এর ৫ম কিলোমিটারে কুতুবপুর মৌজার সিএস জেএল নম্বর-২০১, সিএস দাগ নম্বর-১৩৩ ও ১৩৫ (প্রতিটির অংশ) এবং আরএস খতিয়ান নম্বর-০৩ ও আরএস দাগ নম্বর-৩১/১১৯২ (অংশ) এর সওজ মালিকানাধীন ১৩.০৪ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত ল্যাব এইড প্রপার্টিজ লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের ১টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ১,৫৭,৩৫,৬২৮.৮০ (এক কোটি সাতাল্ল লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ছয়শত আটশ টাকা আশি পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে ডাঃ আবু মোহাম্মদ শামীম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ল্যাব এইড প্রপার্টিজ লিমিটেড-এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

স্বাক্ষর নং: ২৩০৬
 ডি: ডায়নি কর্মকর্তা/সহঃ প্রঃ এমআইএস
 নিঃ প্রঃ ল্যান্ড রেং/সহঃ প্রঃ এমআইএস
 স্বাক্ষর: [Signature]

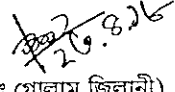
তারিখ: ০৩/০৪/১৮
 ডি: ডায়নি কর্মকর্তা/সহঃ প্রঃ এমআইএস
 পরি: নি: ও হি: / সি: সি: এনালিষ্ট।
 স্বাক্ষর: [Signature]

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য
 স্বাক্ষর: [Signature]

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (ডাঃ আবু মোহাম্মদ শামীম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ল্যাব এইড প্রপার্টিজ লিমিটেড)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৩০.১৮-১৩৫/১(৮)

তারিখঃ ২৩ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
১০ বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

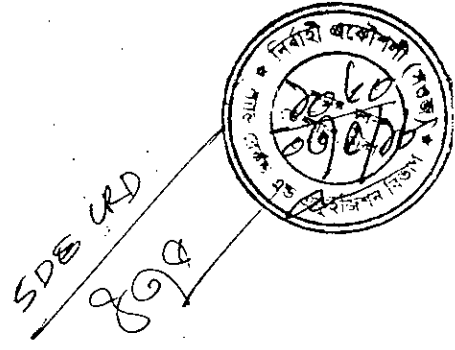
অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, ঢাকা
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, নারায়ণগঞ্জ সড়ক সার্কেল, ১৩২/৪, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ
০৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮. ডাঃ আবু মোহাম্মদ শামীম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ল্যাব এইড প্রপার্টিজ লিমিটেড, বাড়ী নং-১, রোড নং-৪, ধানমন্ডি
আ/এ, ঢাকা-১২০৫

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সহকারী সচিব



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (সওজ) এর কার্যালয়
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোনঃ ৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্স : ৮৮৭৯৩৭৫।
ই-মেইল : semis@rhd.gov.bd



স্মারক নং- এল.আর.ঢাকা-৩৯০/১৮(১৫) ১৩/৮/১৫ M I S

তারিখ :- ১৩/৮/১৫

বিষয় : নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগাবীন ঢাকা (যাত্রাবাড়ী)-কুমিল্লা (ময়নামতি)-চট্টগ্রাম-টেকনাফ সড়কের (এন-১) এর ২১তম কিঃমিঃ এ মৌজা-হাবিবপুর, জে.এল. নং- সি.এস-৩৮৭, আর.এস-২২০, দাগ নং সি.এস-৪৪ (অংশ), আর.এস-২২৩ (অংশ) এর নিজস্ব ভূমিতে যাতায়াতের জন্য সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমির দাগ নং সি.এস-৪৪ ও ৪৫ (প্রতিটির অংশ), আর.এস-২২১ ও ২২১/৩২৭ (প্রতিটির অংশ) এর উপর দিয়ে ১(এক)টি আবাসিক প্রবেশ পথ নির্মাণের আবেদন প্রসঙ্গে।
(আবেদনকারী : জনাব মহসিন কবির, পিতা-শাহাব উদ্দিন মেম্বর, হাবিবপুর বড়নগর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ)।

সূত্র : অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, ঢাকার স্মারক নং- এস্টেট এন্ড ল-০৪৮/১৬-১৭২৪-ডিজিড তাং-০১/০৪/২০১৮ইং।

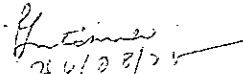
উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্র স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগাবীন ঢাকা (যাত্রাবাড়ী)-কুমিল্লা (ময়নামতি)-চট্টগ্রাম-টেকনাফ সড়কের (এন-১) এর ২১তম কিঃমিঃ এ মৌজা-হাবিবপুর, জে.এল. নং- সি.এস-৩৮৭, আর.এস-২২০, দাগ নং সি.এস-৪৪ (অংশ), আর.এস-২২৩ (অংশ) এর নিজস্ব ভূমিতে যাতায়াতের জন্য সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমির মৌজা-হাবিবপুর দাগ নং সি.এস-৪৪ ও ৪৫ (প্রতিটির অংশ), আর.এস-২২১ ও ২২১/৩২৭ (প্রতিটির অংশ) এর উপর দিয়ে ১(এক)টি আবাসিক প্রবেশ পথ নির্মাণের আবেদনের প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সরেজমিনে তদন্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, ঢাকা জোনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে আবাসিক প্রবেশপথ হিসাবে ৪.৫৯ শতাংশ ভূমি, সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ অনুযায়ী, প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর অনুমোদনক্রমে অস্থায়ী ভিত্তিতে ইজারা প্রদান করা হলো।

শর্তসমূহ :

- ১। এ অনুমতি ১০(দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে এবং ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে অনুমোদিত ১৬,৮৩,৬১৫.০০ (ষোল লক্ষ তিরিশ হাজার ছয়শত পনের)টাকা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবর জমা প্রদান করতে হবে।
- ২। প্রস্তাবিত আবাসিক সড়কটি ১০০'-০" X ২০'-০" বা ২০০০.০০ বর্গফুট বা ৪.৫৯ শতাংশ বা ০.০৪৫৯ একর এবং বিষয়টি সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ৩। আবাসিক প্রবেশপথটি সংযুক্ত নক্সা/ড্রইং অনুযায়ী স্থানীয় সওজ কর্মকর্তাগণের পরামর্শে অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক ১ঃ২ ঢালে নির্মাণ করতে হবে।
- ৪। প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না।
- ৫। ইজারাকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে বক্স কালভার্ট নির্মাণ করতে হবে; যা সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ৬। ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি কোন ভাবেই ব্যবহার করা যাবে না এবং ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না; করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৭। ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো/বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন নির্মাণ করা যাবে না এবং কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না।
- ৮। ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।
- ৯। চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার গুজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না এবং আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না।

- ১০। সড়ক ও জনপথ অবিদগুর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার মুক্তি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহন করবেন যে, "মহাসড়ক সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধা থাকবেন।
- ১১। উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের সকল বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির নত্যানুযায়িত ছায়াছবি চুক্তি সম্পাদনের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অবিদগুরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।


 (রোশানি-এ-ফাতিমা)
 পরিচিতি নং-০০০৩৯০

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (চঃ দাঃ) সওজ
 এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
 সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।



বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ,
 ঢাকা জোন, ঢাকা।

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অবিদগুর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁর ডাইরী নং-১৪৮০ প্রঃ প্রঃ তাং-২৪/৪/২০১৮ইং এর প্রেক্ষিতে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ।
- ৫। জনাব মহসিন কবির, পিতা-শাহাব উদ্দিন মেম্বর, হাবিবপুর বড়নগর-১৪৪১, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

৯৬



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সওজ এর কার্যালয়
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোননং: ৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্স: ৮৮৭৯৩৭৫।
ই-মেইল: semis@rhd.gov.bd

SDE WRD
১৩/৮/১৬

তারিখঃ- ১৩/৮/১৬

স্মারক নং-এল.আর- ১৩২/১(৪) MIS

বিষয় : ভূমি নীতিমালা ২০১৫ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সফওয়্যার অনুযায়ী রংপুর সড়ক বিভাগের অধীন ঢাকা (মিরপুর)-উখুলি-পাটুরিয়া-নটাতোলা-বকশিনাথপুর-বগুড়া-রংপুর-বেলডাঙ্গা-বাংলাবান্দা জাতীয় মহাসড়কের (রংপুর-বাইপাস অংশের) ৩য় কিলোমিটারে নিজস্ব বাড়িতে যাতায়াতের জন্য আবাসিক প্রবেশপথের সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও ব্যবহারের নিমিত্তে সওজ এর ০.০৩৮৬ একর ভূমি ইজারা প্রদানের অনুমতি প্রসঙ্গে।

আবেদনকারী : কামরুল ইসলাম ভরসা, পিতা-আলহাজ্ব করিম উদ্দিন ভরসা, গ্রাম-সারাই ডারারপাড়া, ডাকঘর-হারাগাহ, থানা-কাউনিয়া, জেলা-রংপুর।

সূত্র : তাঁর দপ্তর এর স্মারক নং- ৭৮(৩)-আরজেড তারিখঃ ০৩/০১/২০১৮ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্র স্মারকের প্রেক্ষিতে সম্মানের সহিত জানানো যাচ্ছে যে, জনাব কামরুল ইসলাম ভরসা, রংপুর সড়ক বিভাগের অধীন ঢাকা (মিরপুর)-উখুলি-পাটুরিয়া-নটাতোলা-বকশিনাথপুর-বগুড়া-রংপুর-বেলডাঙ্গা-বাংলাবান্দা জাতীয় মহাসড়কের (রংপুর-বাইপাস অংশের) ৩য় কিলোমিটারে আলমনগর মৌজার জে.এল নং-৯৮, সি.এস/এস এ দাগ নং- ৫১৯ এ.স/এস.এ দাগ নং- ২৬৬০ জমির শ্রেণী দাঙ্গা এবং ২) বিনোদপুর মৌজার জে.এল নং-৯৮, সি.এস/এস.এ দাগ নং- ৫১৯ এ সওজ'র অধিগ্রহণকৃত ভূমির উপর দিয়ে মূল পাকা সড়কে যাতায়াতের নিমিত্তে ১টি আবাসিক প্রবেশ পথ নির্মাণের আবেদনের প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সরেজমিনে তদন্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর জোন, রংপুর এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত ইজারা ফি পরিশোধ এবং নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে আবাসিক প্রবেশপথ হিসাবে ০.৮৬ শতাংশ ভূমি, সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা- ২০১৫ অনুযায়ী প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর অনুমোদনক্রমে অস্থায়ী ভিত্তিতে ইজারা প্রদান করা হলো।

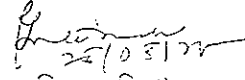
শর্ত সমূহ :

- ১। এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে এবং ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর বাবদ অনুমোদিত ১১,৫৬,১৪৭.২০ (এগার লক্ষ ছাপ্পান হাজার এক শত সাতচল্লিশ টাকা এবং পয়সা বিশ) মাত্র নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে।
- ২। প্রস্তাবিত আবাসিক সড়কটি দৈর্ঘ্য ১৮.৩০ মিটার ও প্রশস্থ ৮.৫৪ মিটার ক্ষেত্রফল = ১৫৬.২৮ বর্গ মিটার = ৩.৮৬ শতাংশ (সংযোগ সড়ক নির্মাণের নিমিত্তে) এবং বিষয়টি সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ৩। আবাসিক প্রবেশপথটি সংযুক্ত নক্সা/ড্রইং অনুযায়ী স্থানীয় সওজ কর্মকর্তাগণের পরামর্শে অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক উপরের প্রশস্থতা ১২ ফুট ও ১৪২ চালে নির্মাণ করতে হবে এবং কোন ক্রমেই প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না।
- ৪। ইজারাকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন পাইপ কালভার্ট/ বক্স কালভার্ট/ ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ / সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/ কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ৫। ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না এবং ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ণ বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না।
- ৬। ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/ অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না, কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিল বোর্ড/ সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না।
- ৭। ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

চলমান পাতা-২

- ৮। চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না এবং আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না।
- ৯। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহণ করবেন যে, “ মহাসড়ক সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ এবং দৃষ্টিসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন।
- ১০। উপরোক্ত শর্ত সমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/ বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে। এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।



(রোশনি-এ-ফাতিমা)

পরিচিতি নং- ০০০৩৯০

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ (সঃনঃ)

এম.আই.এস এন্ড এন্সেটস্ সার্কেল

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

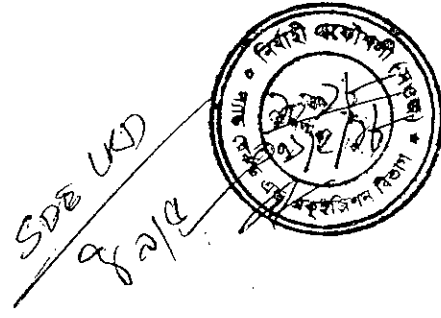
বরাবর
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
রংপুর জোন, রংপুর।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তারিখ নং-১৩৭৪-প্রঃপ্রঃ তারিখঃ ০৮/০৪/২০১৮ ইং এর অনুমোদনক্রমে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। জনাব কামরুল ইসলাম ভরসা, পিতা-আলহাজ্ব করিম উদ্দিন ভরসা, গ্রাম-সারাই ডারারপাড়া, ডাকঘর-হাৰাগাছ, থানা-কাউনিয়া, জেলা-রংপুর।।

(৯)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (সওজ) এর কার্যালয়
এমআইএস এন্ড এস্টেটস মার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোনঃ ৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্স : ৮৮৭৯৩৭৫।
ই-মেইল : semis@rhd.gov.bd



স্মারক নং- এল.আর.-ঢাকা-৩৯০/১৮(১৩)-১৪২ MIS

তারিখ :- ০৫/০৫/১৫

বিষয় : নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগাবীন ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সংযোগ সড়কের ১ম কিঃমিঃ এ মৌজা-ভূইগড়, জে.এল নং- সিএস-১৪৮, আর.এস-০১, দাগ নং সি.এস-৫৮ (অংশ), আর.এস-৮৬ ও ৮৭ (প্রতিটির অংশ) এর নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত বসতবাড়ীতে যাতায়াতের জন্য সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি মৌজা-ভূইগড়, জে.এল নং- সিএস-১৪৮, আর.এস-০১, দাগ নং সি.এস-৫৮ (অংশ), আর.এস-১৮ (অংশ) এর উপর দিয়ে ১(এক)টি আবাসিক প্রবেশ পথ নির্মাণের আবেদন প্রসঙ্গে।
(আবেদনকারী : জনাব আলী আহম্মদ)।

সূত্র : অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, ঢাকার স্মারক নং-এস্টেট এন্ড-ল-০৪৮/১৬-১২১০-ডিজিড তাং-০৪/০৩/২০১৮ইং।

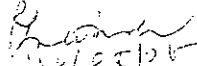
উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জনাব আলী আহম্মদ নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগাবীন ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সংযোগ সড়কের ১ম কিঃমিঃ এ মৌজা-ভূইগড়, জে.এল নং- সিএস-১৪৮, আর.এস-০১, দাগ নং সি.এস-৫৮ (অংশ), আর.এস-৮৬ ও ৮৭ (প্রতিটির অংশ) এর নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত বসতবাড়ীতে যাতায়াতের জন্য সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি মৌজা-ভূইগড়, জে.এল নং- সিএস-১৪৮, আর.এস-০১, দাগ নং সি.এস-৫৮ (অংশ), আর.এস-১৮ (অংশ) এর উপর দিয়ে ১(এক)টি আবাসিক প্রবেশ পথ নির্মাণের আবেদনের প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সরেজমিনে তদন্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, ঢাকা জোনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে অনুমোদিত ইজারা ফি পরিশোধ এবং নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে আবাসিক প্রবেশপথ হিসাবে ৩.০৩ শতাংশ ভূমি, সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ অনুযায়ী প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর অনুমোদনক্রমে অস্থায়ী ভিত্তিতে ইজারা প্রদান করা হলো :

শর্তসমূহ :

- এ অনুসতি ১০(দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে এবং ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০(দশ) বছরের ইজারা ফি এবং ভ্যাট ও আয়কর বাবদ অনুমোদিত ১৬,০৩,৩৩১.০০ (ষোল লক্ষ তিন হাজার তিনশত একত্রিশ) মাত্র নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ বরাবর জমা প্রদান করতে হবে।
- প্রস্তাবিত আবাসিক সড়কটি ৩.০৩ শতাংশ বা ০.০৩০৩ একর এবং বিষয়টি সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- আবাসিক প্রবেশপথটি সংযুক্ত নক্সা/ড্রইং অনুযায়ী স্থানীয় সওজ কর্মকর্তাগণের পরামর্শে অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক ১ঃ২ ঢালে নির্মাণ করতে হবে।
- প্রবেশপথ / সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না এবং প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী ১ঃ২ ঢালে নির্মাণ করতে হবে।
- ইজারাকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী বক্স কালভার্ট/পাইপ কালভার্ট/ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি কোন ভাবেই ব্যবহার করা যাবে না এবং ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না; করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো/বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন নির্মাণ করা যাবে না এবং কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না।
- ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সার্ব সীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।

- ১০। চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ইজারার অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না এবং আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না।
- ১০। সড়ক ও জনপথ অবিদগুর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহন করবেন যে, "সহসড়ক সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তর বাধা থাকবেন।
- ১১। উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এতদনুক্রমিত সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের দফা বিবি বিধান মেনে চলতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির দায়িত্বিত ছায়ালিপি চুক্তি সম্পাদনের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অবিদগুরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।


(রোশানি-এ-ফাতিমা)

পরিচিতি নং-০০০৩৯০

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (সঃ দঃ) সওজ
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।



বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ,
ঢাকা জোন, ঢাকা।

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অবিদগুর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁর ডাইরী নং-১৪৭০ প্রঃ প্রঃ তাং-২৩/০৪/২০১৮ইং এর প্রেক্ষিতে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ।
- ৫। জনাব আলী আহম্মদ, পিতা-মৃত: রাজা মিয়া, বাসা নং-১২, রোড-০৮, লেন-০৩, ব্লক-এ, মিরপুর-১১, ঢাকা।

৪৬৬৫ (৭৪)

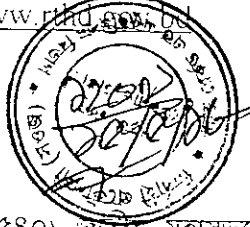


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা

ACE, MSW/Dhaka Zone

স্মারক নং: ৪৭৪৭০
তারিখ: ৫/৫/১৫
প্রধান প্রকৌশলীর (সওজ) পত্র
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০১৮.১৮-১৪৬

www.mhw.gov.bd



তারিখ: ০৬ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৩ বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

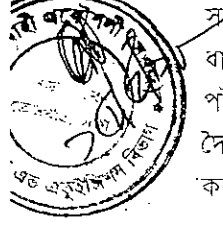
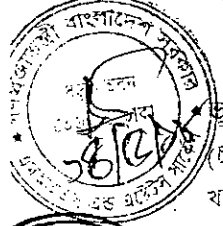
বিষয়: নবীনগর-ডিইপিজেড-কালিয়াকৈর (এন-৫৪০) জাতীয় মহাসড়কের ৫ম কিলোমিটারে চন্দ্রা অভিমুখী মহাসড়কের বাম পার্শ্ব গণকবাড়ী মৌজায় বিভিন্ন দাগের সওজ মালিকানাধীন ০.৮০ শতাংশ পতিত ভূমির পার্শ্ব ১(এক)টি যাত্রী ছাউনী নির্মাণের ইজারা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: সওজ অধিদপ্তরের সত্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-ঢাকা-যাত্রী ছাউনী-১৪৫/১৭(৩)-১৪৭৩-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-২০.০২.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন নবীনগর-ডিইপিজেড-কালিয়াকৈর (চন্দ্রা) মহাসড়কের ৫ম কিলোমিটারে গণকবাড়ী মৌজার জেএল নম্বর-৫৪৮, আরএস জেল নম্বর-৬২, আরএস যতিয়ান নম্বর-২, সিএস দাগ নম্বর-৬২০(অংশ), আরএস দাগ নম্বর-১০০৬, বিএস দাগ নম্বর-৯১০৬ এর সওজ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ০.৮০ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত যাত্রী ছাউনী নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী বার্যকৃত এককালীন ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ১,১৫,৫১১.৮১ (এক লক্ষ পনের হাজার পাঁচশত এগার টাকা একাশি পয়সা) টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে জনাব তাসমিমা হোসেন, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক-এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ভূমি ব্যবহারের অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে হবে;
- ২) প্রস্তাবিত যাত্রী ছাউনী আবেদনকারী নিজ খরচে নির্মাণ ও এর রক্ষণাবেক্ষণ করবে;
- ৩) চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই যাত্রী ছাউনী নির্মাণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে এককালীন ফি, প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৪) সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী যাত্রী ছাউনী নির্মাণ করতে হবে;
- ৫) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৬) প্রস্তাবিত যাত্রী ছাউনীতে কোন ধরনের বিজ্ঞাপনী বোর্ড, দোকান, রেস্টুরেন্ট ও বাণিজ্যিক ইউনিট পরিচালনা করা যাবে না;
- ৭) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর নির্মিত যাত্রী ছাউনীতে দোকান বা বিলবোর্ড স্থাপনের জন্য অস্থায়ীভাবে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ইজারা প্রদান করতে পারবে;
- ৮) এ স্থাপনা শুধুমাত্র যাত্রী ছাউনী হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না;
- ৯) নির্মিত যাত্রী ছাউনীতে যাত্রী সাধারণের সাধারণ এবং বিশেষ কোন অধিকার ক্ষুণ্ণ করা যাবে না;
- ১০) অনুমতি প্রদানকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;



SAE/LR
৩০/৫/১৮

ডায়েরী নং: ২৬০৭
তারিখ: ০৫/০৫/১৮
নিঃ প্রঃ লস্কর হোসেন
D: Estate Section/Letter/Land
তঃ প্রঃ এমআইএস

এস এস ডব্লিউ শাসক নং: ৩০৪৪
তারিখ: ০৫/০৫/১৮
তঃ প্রঃ সওজ, প্রশাঃ ওপঃ/তঃ প্রঃ এমআইএস
নিঃ আইন কর্মকর্তা/এলএইচ/ডিটিপি/এস্টেট অফিসার
পরিঃ নিঃ ও ডিঃ/নিঃ সিঃ এনালিস্ট।

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

সঃ প্রঃ প্রঃ এন এল ডব্লিউ

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১১) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেয়ামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেয়ামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি জেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধা থাকবে না।
- ১২) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেয়ামত এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন বা অন্য কোন কাজের প্রয়োজনে বিনা ক্ষতিপূরণে নির্মিত যাত্রী ছাউনী নির্মাণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ অপসারণে বাধা থাকবে। অন্যথায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক তা অপসারণ করা হবে এবং তা সরকারি সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না এবং কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না;
- ১৩) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৪) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ১৫) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ১৬) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব তাসমিমা হোসেন, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০১৮.১৮-১৪৬/১(৮)

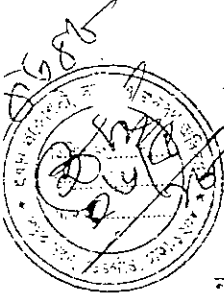
তারিখঃ ০৬ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৩ বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্যঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এপ্টেস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা সড়ক সার্কেল, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
০৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগ, মানিকগঞ্জ
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৮. জনাব তাসমিমা হোসেন, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক, বাসা/হোল্ডিং-২৫১/এম, রোড নং-১৩/এ, খানমন্ডি, জিগাতলা-১২০৯

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব

৭২



৪৭২৬ এম.পি.
ডায়েরী নং ৬/০৮/১৮
প্রধান প্রকৌশলীর (সওজ) দপ্তর
সড়ক উন্নয়ন, তেজগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

ACE, M80/Dhaka Zone

২০/১০/১৮
০৬/০৮/২০১৮
৮ প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা।

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৩১.১৮-১৪৪

তারিখ: ০৬ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৩ বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

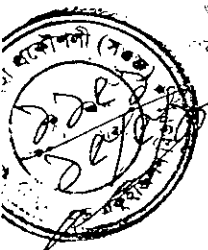
বিষয়: ঢাকা-(যাত্রাবাড়ী)-কুমিল্লা (ময়নামতি)-চট্টগ্রাম-টেকনাফ জাতীয় (এন-১) মহাসড়কের ৩৩তম কিলোমিটারে বাউশিয়া মৌজার নিজস্ব ভূমিতে নির্মিত স্প্যাশ ওয়ার্কস ওয়াটার পার্ক লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের ১টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: তারিখ দপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-ঢাকা-৩৯০/১৮(১২)-১৭৪৬-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-০৫.০৪.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা-(যাত্রাবাড়ী)-কুমিল্লা (ময়নামতি)-চট্টগ্রাম-টেকনাফ জাতীয় (এন-১) মহাসড়কের ৩৩তম কিলোমিটারে বাউশিয়া মৌজার সিএস জেএল নম্বর-৩৮৯, সিএস দাগ নম্বর-২৪৯ ও ২৫০ (প্রতিটির অংশ) এবং আরএস জেএল নম্বর -৮৭, খতিয়ান নম্বর-২, আরএস দাগ নম্বর-৪১৮ (অংশ) এর সওজ মালিকানাধীন ১১.১৬ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত স্প্যাশ ওয়ার্কস ওয়াটার পার্ক লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের ১টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৪০,৯০,৪৯৯.৩৫ (চল্লিশ লক্ষ নব্বই হাজার চারশত নিরানব্বই টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব মোঃ জহুরুল কবির, নির্বাহী পরিচালক, স্প্যাশ ওয়ার্কস ওয়াটার পার্ক লিমিটেড -এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চল্লিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের চানের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নয়া অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বঙ্গ কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন বাবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/নাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;



S. AEHLRD
১৬/০৮/১৮

ডায়েরী নং ২৬০২ তারিখ ২০/০৮/১৮
নিঃ সঃ ল্যান্ড রে-সহঃ প্রঃ এমআইএস
২০/০৮/১৮
৩২ প্রঃ এমআইএস

এম এম ডিউট স্মারক নং ৩৩৩৩
তারিখঃ ০৬/০৮/১৮
অপর পঠায় ট্রষ্টব্য
তঃপ্রঃ সওজঃ পঃপঃ ও সঃ/তঃপ্রঃ এমআইএস
নিঃ আইন কর্মকর্তা/আরএইচ/প্রতিসি/এসইটস অফিসার.
পরিঃসিঃ ও বিঃ/সিঃ সিঃ এমআইএস

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মোরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মোরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ বছর শর্তের কোনো বাধাব্যতিকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ-দর্শনো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়াসিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব মোঃ জহুরুল কবির, নির্বাহী পরিচালক, স্প্র্যাশ ওয়ার্কস ওয়াটার পার্ক লিমিটেড)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়াসিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৩১.১৮-১৪৪/১(৮)

তারিখ: ০৬ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৩ বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল:

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, ঢাকা
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এপ্টেস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, নারায়ণগঞ্জ সড়ক সার্কেল, ১৩২/৪, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
০৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৮. জনাব মোঃ জহুরুল কবির, নির্বাহী পরিচালক, স্প্র্যাশ ওয়ার্কস ওয়াটার পার্ক লিমিটেড, গ্রাম-তেতলাব, পোঃ-পেরাব, থানা-রূপগঞ্জ, জেলা-নারায়ণগঞ্জ

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব



১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd



নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৩২.১৮-১৪৯

তারিখ: ০৭ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৪ বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

বিষয়: ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়কের ৭১তম কিলোমিটারে মরজাল মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে মেসার্স মার্কে
ফিলিং স্টেশনে (এলপিজি) যাতায়াতের জন্য ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এল.আর-ঢাকা-১৭৪৫-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-০৫.০৪.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

SPB/CRD
০৫/৫/১৮

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে নরসিংদী সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়কের ৭১তম কিলোমিটারে মরজাল মৌজার জে.এল নম্বর এস.এ-৬৭, খতিয়ান নম্বর-২৩৮, ২১০, ২১১, ৩৬, ১১ ও ২৫৬ এবং এস.এ দাগ নম্বর-৬২৬, ৬৩০, ৬৩১, ৬৩২ ও ৬৩৩ এর সওজ মালিকানাধীন ১৬.৮২ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত মেসার্স মার্কে ফিলিং স্টেশন (এলপিজি)-এ যাতায়াতের জন্য ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রয়োজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ১৩,৭৭,৮৬০.৭৬ (তের লক্ষ সাতাত্তর হাজার আটশত ষাট টাকা ছিয়াত্তর পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে শেখ ওসমান গণি, মালিক-মেসার্স মার্কে ফিলিং স্টেশন (এলপিজি)-এর অনুকূলে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

SAE/LRD
০৫/৫/১৮

- এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রয়োজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিকাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নকশা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ইজারা-প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

ডায়েরী নং ২৬৩৯ তারিখ ০৫/০৫/১৮
নিঃ প্রঃ স্মারক নং ১৭৪৫-প্রঃ এমআইএস
অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য
০৫/০৫/১৮
০৫/০৫/১৮
০৫/০৫/১৮

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ বছর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (শেখ ওসমান গণি, মালিক-মেসার্স মার্কো ফিলিং স্টেশন (এলপিজি)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

34.1

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৩২.১৮-১৪৯/১(৮)

তারিখঃ ০৭ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৫ বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
- ✓ ০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা সড়ক সার্কেল, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
০৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, নরসিংদী সড়ক বিভাগ, নরসিংদী
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৮. শেখ ওসমান গণি, মালিক, মেসার্স মার্কো ফিলিং স্টেশন (এলপিজি), ৩০৯/১, পশ্চিম ব্রাহ্মন্দী, নরসিংদী

34.1
(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব

৮৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোন নং-৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্স-৮৮৭৯৩৭৫
ই-মেইল-semis@rhd.rhd.gov.bd

SDB CARD
৪/১১/১৮

১১/১১/১৮
১১/১১/১৮
১১/১১/১৮

স্মারক নং- এল.আর.সু-৩৯০/১৬(৪) - ১৪৪ (১)

তারিখ: ০১/১১/১৮

বিষয়: খুলনা সড়ক বিভাগাধীন খুলনা বাইপাস জাতীয় মহাসড়ক (রূপসা সেতু এ্যাপ্রোচ অংশ) ১ম কিঃ মিঃ কৃষ্ণনগর মৌজায় সওজ এর হুকুম দখলীয় জমি নিজস্ব বাসভবনে যাতায়াতের প্রবেশ পথ হিসাবে ব্যবহারের জন্য সওজ এর ০.০৩৩০ একর জমি ইজারা বন্দোবস্ত সংক্রান্ত (আবেদনকারী: কামরুল হক)।

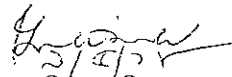
সূত্র: অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, খুলনা জোন, খুলনার স্মারক নং-২৬/২৪০২/১ তাং-০১/০৩/১৮ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, খুলনা সড়ক বিভাগাধীন খুলনা বাইপাস জাতীয় মহাসড়ক (রূপসা সেতু এ্যাপ্রোচ অংশ) ১ম কিঃ মিঃ সওজ এর হুকুম দখলীয় "কৃষ্ণনগর" মৌজায় জে, এল নং- ৮৪, খতিয়ান নং- এল, এ ১৪৪, এস, এ ৫৮৫ এ ০.০৩৩০ একর জমি জনাব কামরুল হক এর অনুকূলে আবাদিক প্রবেশ পথ হিসাবে সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা -২০১৫ অনুযায়ী প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর অনুমোদনক্রমে অস্থায়ী ভিত্তিতে ইজারা প্রদান করা হলো।

শর্ত সমূহ:

- ১। এ অনুমতি ১০(দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।
- ২। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০(দশ) বছরের ইজারা ফি এবং ভাট ও আয়কর বাবদ ৳ ৫২,৬৯৯/- সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, বরাবরে জমা করতে হবে।
- ৩। আবাদিক প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ১২(বার) ফুট। তবে প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১ঃ২ অতিক্রম করা যাবে না।
- ৪। প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না এবং সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে।
- ৫। ইজারাকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পাইপ কালভার্ট/ বন্দু কালভার্ট/ ক্রস ড্রেন ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
- ৬। ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না এবং ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং সকল ফি সমূহ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না।
- ৭। ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/ অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না এবং কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিল বোর্ড/ সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না।
- ৮। ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি সমূহ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল ন্যায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।
- ৯। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলকনামা Affidavit গ্রহণ করবেন যে, "মহাসড়ক সংস্কার মোরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন।
- ১০। উপরোক্ত শর্ত সমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/ বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ১১। এতদনংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছাওয়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর প্রেরনের জন্য অনুরোধ করা হলো।


(রোশনি-এ-ফাতিমা)

পরিচিতি নং-০০০৩৯০

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (৮ঃ দাঃ), সওজ,
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ,
খুলনা জোন, খুলনা।

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে:

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁর ডাইরী নং-১৪৭১-খঃ প্রঃ তাং-২৩/০৪/১৮ইং এর প্রেক্ষিতে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, খুলনা।
- ৫। জনাব কামরুল হক, পিতা-মৃত: শহিদুল হক, রাস্তা নং/ নাম: ১/১ রহমানীয়া, মজিদ লেন, হাজী মহসিন রোড, খুলনা।



৪২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়
এমআইএস এড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোন নং-৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্স-৮৮৭৯৩৭৫
ই-মেইল-semis@rhd.rhd.gov.bd.

SDE URP
১৪/৭/১৫



স্মারক নং- এল.আর-পৃ-৩৯০/১৮(৭)- ১৪৭ (৬) MIS

তারিখ- ১০/৫/১৫

বিষয়: ব্যক্তিগত জমিতে নির্মিত বা খুলনা বাইপাস সড়ক (রূপসা ব্রীজ এ্যাপ্রোচ অংশ) জাতীয় মহাসড়কের ১ম কিলোমিটারে কৃষ্ণনগর মৌজায় সওজ এর, হুকুম দখলীয় জমি আবাসিক প্রবেশ পথ হিসাবে বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী ইজারা পাইবার আবেদন প্রসঙ্গে। (আবেদনকারীঃ জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম)।
দ্রঃ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, খুলনা জোন, খুলনা এর স্মারক নং-এল-২৬/২৭০৮/২ তাং- ০২/০৪/১৫ইং

SDE URP
১৪/৭/১৫

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, খুলনা বাইপাস সড়ক (রূপসা ব্রীজ এ্যাপ্রোচ অংশ) জাতীয় মহাসড়কের ১ম কিলোমিটারে সওজ এর হুকুম দখলীয় "কৃষ্ণনগর" মৌজায় সওজ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ভূমি জে. এল নং- ৮৪, এন. এ খতিয়ান নং- ২৪৫ এর এন. এ দাগ নং- ৫৩২ এর উপর ০.০২৭৫ একর বা ২.৭৫ শতাংশ ভূমি আবেদনকারী জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, পিতা-মৃত মোঃ হাফিজ উদ্দিন সরদার, খুলনা এর অনুকূলে আবাসিক প্রবেশ পথ হিসাবে সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ অনুযায়ী প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর অনুমোদনক্রমে অস্থায়ী ভিত্তিতে ইজারা প্রদান করা হলো।

শর্ত সমূহঃ

- এ অনুমতি ১০(দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।
- ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০(দশ) বছরের ইজারা ফি এবং জাট ও আয়কর বাবদ ৭.১০,৫৮৩.০০ সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, বরাবরে জমা করতে হবে।
- আবাসিক প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে নর্বেচি ১২(বার) ফুট। তবে প্রবেশ পথের চালের অনুপাত ১ঃ২ অতিক্রম করা যাবে না।
- প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না এবং সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত তিজাইন অনুযায়ী করতে হবে।
- ইজারাকৃত ভূমির পানি নিকাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজ ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পাইপ কালাভাট/বস্ত্র কালাভাট/ ক্রস ড্রেন ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
- ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না এবং ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং সকল ফি সমূহ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার কতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না।
- ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/ অস্থায়ী অবকাঠামো,নির্মাণ করা যাবে না এবং কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিল বোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না।
- ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বরক রেপে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং শ্রদত্ত সকল ফি সমূহ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের শর্তে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহণ করবেন যে, "মহাসড়ক সংস্কার যেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার কতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তর বাধ্য থাকবেন।
- উপরোক্ত শর্ত সমূহের কোন একটি শর্ত লঙ্ঘিত হলে এ অনুমতি/ বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।
- এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।

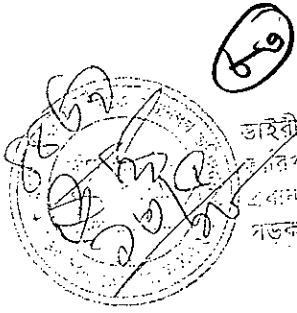
ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়াসিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(রোশনি-এ-ফাতিমা)
পরিচিতি নং-০০০৩৯০
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (সওজ), সওজ,
এমআইএস এড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

বরাবর
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ,
খুলনা জোন, খুলনা।

অনুমোদিতঃ

- প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁর ডায়েরী নং- ১৫১৯-প্রঃ প্রঃ তাং-০৬/০৫/১৫ইং এর প্রেক্ষিতে।
- অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ন্যাভ রেকর্ড এন্ড এক্সিকিউশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, খুলনা।
- জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, পিতা-মৃত মোঃ হাফিজ উদ্দিন সরদার, বাসা/ ছোড়িং নং-১০৮, গ্রাম/রাস্তা-৮, নিরামা আ/এ, ডাকঘর-খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা।



৪৬৭৬০ স্পঃ স্পঃ

ডায়েরী নং ২৪/৫/১৬
তারিখ ২৪/৫/১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

ACE, MSW/Mymensingh Zone
SE, MS & Estate
২০.২০১৬
২০/৫/১৬
প্রধান প্রকৌশলী
তারিখ: ১০ মে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
২৭ বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৩৩.১৮-১৫২

তারিখ:

বিষয়: কিশোরগঞ্জ-কটিয়াদি-ভৈরব বাজার মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটারে চৌদ্দশত মৌজায় প্রস্তাবিত মেসার্স সোনার বাংলা সার্ভিস ফিলিং স্টেশন (সিএনজি) লিমিটেড-এ যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ (প্রবেশ ও বাহির) নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: সওজ অবিদগুরের স্মারক নম্বর-১৮০৭-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-১৬.০৪.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে ন্যূনোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগাবীন কিশোরগঞ্জ-কটিয়াদি-ভৈরব বাজার মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটারে চৌদ্দশত মৌজার জেএল নম্বর-৮৩, সিএস খতিয়ান নম্বর-১ ও সিএস দাগ নম্বর-১৫০৮ (অংশ) এবং বিএস খতিয়ান নম্বর-০৯ ও বিএস দাগ নম্বর-২৫৭৪ এর সওজ মালিকানাধীন ১৩.৭৮ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত মেসার্স সোনার বাংলা সার্ভিস ফিলিং স্টেশন (সিএনজি) লিমিটেড-এ যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৪,৫০,০১৮.৯৮ (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আঠার টাকা আটানব্বই পয়সা মাত্র) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব রানা চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স সোনার বাংলা সার্ভিস ফিলিং স্টেশন (সিএনজি) লিমিটেড-এর অনুকূলে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চল্লিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- কোনক্ষেত্রেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের নকশা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বগ্ন কালভার্ট, ফ্রেন ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অভিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বরকৎ রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

ডায়েরী নং ২৭০০/তারিখ ২০/৫/১৬

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

২০/৫/১৬

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেসামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেসামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধা থাকবে না। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধাব্যবহা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন গনন, ভরাট, রক্ষা নিদন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লঙ্ঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব রানা চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স সোনার বাংলা সার্ভিস ফিলিং স্টেশন (সিএনজি) লিমিটেড-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৩৩.১৮-১৫২/১(৮)

তারিখঃ ১০ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৭ বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ সড়ক সার্কেল, ময়মনসিংহ
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
০৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগ, কিশোরগঞ্জ
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৮. জনাব রানা চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স সোনার বাংলা সার্ভিস ফিলিং স্টেশন (সিএনজি) লিমিটেড, ৩১২, আর.কে টাওয়ার, বাংলামটর, ঢাকা-১২০৫

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব



৮৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd



নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৩৪.১৮-১৫৭

তারিখ: ১৭ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

বিষয়: ঢাকা(কাঁচপুর)-ভৈরব-জগদীশপুর-শয়েস্তাগঞ্জ-শেরপুর-সিলেট-তামাবিল-জাফলং মহাসড়কের (এন-২) ২৫৮তম কিলোমিটারে খাগড়া মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত আল-আরব ফিলিং স্টেশনে যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-১৮৫৮-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-২৪.০৪.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে সিলেট সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা(কাঁচপুর)-ভৈরব-জগদীশপুর-শয়েস্তাগঞ্জ-শেরপুর-সিলেট-তামাবিল-জাফলং মহাসড়কের (এন-২) ২৫৮তম কিলোমিটারে খাগড়া মৌজার জেএল নম্বর এসএ-৩০৫, এসএ খতিয়ান নম্বর-০২ এবং এসএ ৫৫০ নম্বর দাগের সওজ মালিকানাধীন ১৯.৮৩ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত আল-আরব ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৩৭,৩৭১.৬২ (সাত্বিশ হাজার তিনশত একাত্তর টাকা বাষট্টি পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব মাহবুবুল আলম, মালিক, আল-আরব ফিলিং স্টেশন-এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিকাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

পঃ বিঃ প্রকৌঃ ল্যান্ড/উপঃ সহঃ প্রকৌঃ, ল্যান্ড
সার্ভেয়ার, ল্যান্ড/উচ্চঃ সহঃ
কর্পোরাশ্যনাল/প্রতিবেশন দিন।

নিঃ প্রকৌঃ, ল্যান্ড

৬/৬/১৮

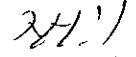
৬/৬/১৮

ডাইরী নং ২৮৬০৯ তারিখ ৩০/৬/১৮
নিঃ প্রঃ ল্যান্ড/সহঃ প্রঃ এম
তঃ প্রঃ এমআইএস

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা জটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব মাহবুবুল আলম, মালিক, আল-আরব ফিলিং স্টেশন)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।



(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

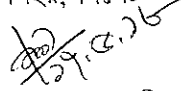
প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৩৪.১৮-১৫৭/১(৮)

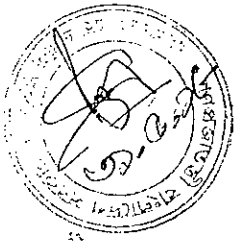
তারিখঃ ১৭ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, সিলেট জোন, সিলেট
- ✓ ০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এপ্টেস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, সিলেট সড়ক সার্কেল, সিলেট
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
০৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সিলেট সড়ক বিভাগ, সিলেট
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৮. জনাব মাহবুবুল আলম, মালিক, আল-আরব ফিলিং স্টেশন, বাসা-১২, রোড নং-৪, ব্লক-এ, উপশহর, সিলেট



(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব



৮৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd



নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৩৭.১৮-১৫৯

তারিখঃ ১৭ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

বিষয়ঃ ময়মনসিংহ-রঘুরামপুর-ফুলপুর-নকলা-শেরপুর মহাসড়কের ৩য় (অংশ) কিলোমিটারে চরহরিপুর মৌজার নিম্নস্থ ভূমিতে মেসার্স শাহীন ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

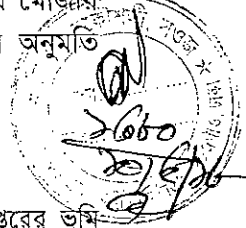
সূত্রঃ সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-১৮৯০-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-৩০.০৪.২০১৮ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগাধীন ময়মনসিংহ-রঘুরামপুর-ফুলপুর-নকলা-শেরপুর মহাসড়কের ৩য় (অংশ) কিলোমিটারে চরহরিপুর মৌজার জেএল নম্বর-৫৩, সিএস দাগ নম্বর-১৩৭৪ (পুরাতন) এবং বিআরএস খতিয়ান নম্বর-৩ ও বিআরএস ৩৪২২ নম্বর দাগের সওজ মালিকানাধীন ৫.০২ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত মেসার্স শাহীন ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৪,১৫,২৮৬.০০ (চার লক্ষ পনের হাজার দুইশত ছিয়াশি টাকা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব ইয়াহিয়া হোসেন শাহীন, প্রোপাইটর মেসার্স শাহীন ফিলিং স্টেশন-এর অনুকূলে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

✓
বিঃ প্রকৌঃ স্মারক/উপঃ সহঃ প্রকৌঃ, স্মারক
উজ্জ্বল, স্মারক/উচ্চঃ সহঃ
ব্যবস্থা নিন / প্রতিবেদন দিন।
introduction
নিঃ প্রকৌঃ, স্মারক



SAE/Surveyor
৩০/৫/১৮


ডায়েরী নং ২৬৭৪ তারিখ ৩/৫/১৮
নিঃ এঃ স্মারক/উপঃ সহঃ প্রঃ এঃ
তঃ প্রঃ এমআইএস

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেসামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেসামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অনুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব ইয়াহিয়া হোসেন শাহীন, প্রোপাইটর- মেসার্স শাহীন ফিলিং স্টেশন)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

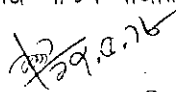
প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৩৭.১৮-১৫৯/১(৮)

তারিখঃ ১৭ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ
- ✓ ০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ সড়ক সার্কেল, ময়মনসিংহ
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
০৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগ, ময়মনসিংহ
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৮. জনাব ইয়াহিয়া হোসেন শাহীন, প্রোপাইটর-মেসার্স শাহীন ফিলিং স্টেশন, আলালপুর, শব্দুগঞ্জ পশ্চিম বাজার, সদর, ময়মনসিংহ


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব



৮৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd



নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৩৬.১৮-১৫৮

তারিখ: ১৭ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

বিষয়: ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ১২০তম কিলোমিটারে চট্টগ্রাম অভিমুখে সড়কের ডানপার্শ্বে কোমাল্লা মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত মেসার্স কে,আর ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এল.আর.কু-৩৯০/১৭(১৩)-১৮৫৯-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-২৪.০৪.২০১৮ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে কুমিল্লা সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ১২০তম কিলোমিটারে চট্টগ্রাম অভিমুখে সড়কের ডানপার্শ্বে কোমাল্লা মৌজার জেএল নম্বর-২২২৭, সিএস দাগ নম্বর-৪০৪, বিএস খতিয়ান নম্বর-২ ও বিএস দাগ নম্বর-২০৬ এর সওজ মালিকানাধীন ৭.৭৪ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত মেসার্স কে,আর ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী দার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৩,৪৯,৪২৮.৪৮ (তিন লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার চারশত আটশ টাকা আটচল্লিশ পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব মোঃ আবুল হোসেন তুহিন, প্রোপাইটার-মেসার্স কে,আর ফিলিং স্টেশন-এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বস্ত্র কালভার্ট, ক্রেস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি উপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

বিঃ প্রকৌঃ ন্যাভ/উপঃ সহঃ প্রকৌঃ ন্যাভ
জ্যেষ্ঠ, ন্যাভ/উচ্চ সহঃ
ব্যবস্থা নিন / শর্তবাদের দিন।
বিঃ প্রকৌঃ ন্যাভ

৬/৬/১৮

২৬/৬/১৮

(L:\main section\Letter 2018.doc- 153 -

তারিখ: ১৭/৫/১৮

নিঃ প্রঃ লস্কর রেকর্ড/সহঃ প্রঃ এম. এ.ই.এস
তঃ প্রঃ এমআইএস

অপর পঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবি করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব মোঃ আবুল হোসেন তুহিন, প্রোপাইটর, মেসার্স কে,আর ফিলিং স্টেশন)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৩৬.১৮-১৫৮/১(৮)

তারিখঃ ১৭ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা
- ✓ ০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, কুমিল্লা সড়ক সার্কেল, কুমিল্লা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
০৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, কুমিল্লা সড়ক বিভাগ, কুমিল্লা
০৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৮. জনাব মোঃ আবুল হোসেন তুহিন, প্রোপাইটর- মেসার্স কে,আর ফিলিং স্টেশন, গ্রাম-গোয়ার বাড়ী, ডাকঘর- চৌদ্দগ্রাম-৩৫৫০, জেলা-কুমিল্লা

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব

৬৭



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

অঃ প্রঃ প্রঃ MSW/মন্ত্রণালয়
২০/১১/১৮
২৭/০৫/২০১৮
প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৩৯.১৮-১৬৫

তারিখঃ ২২ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

বিষয়ঃ জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের (এন-৩) ৪র্থ কিলোমিটারে (ময়মনসিংহ হতে) ছত্রপুর মৌজায় নিজস্ব প্রতিষ্ঠান মেসার্স রেজা সিএনজি এন্ড ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ সওজ অবিদগুরের স্মারক নম্বর-১৯৪২-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-০৯.০৫.২০১৮ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে নূত্রোক্ত পথের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগাধীন জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের ৪র্থ কিলোমিটারে (ময়মনসিংহ হতে) ছত্রপুর মৌজার জেএল নম্বর-৯৭, এসএ দাগ নম্বর-২৭০, ২৭৪ ও ২৭৬ এবং বিআরএস খতিয়ান নম্বর-৭, বিআরএস ১৩৯২৭ নম্বর দাগের সওজ মালিকানাধীন ৪.৪১ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত মেসার্স রেজা সিএনজি এন্ড ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ২৩,৯৭,০৫৩.৭৪ (তেইশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার তেপ্পান টাকা চুয়াত্তর পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব মোঃ রেজাউল করিম, প্রোপাইটর, মেসার্স রেজা সিএনজি এন্ড ফিলিং স্টেশন-এর অনুকূলে নিয়োক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ

শর্তসমূহ

- এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে নর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের নতুন অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বঙ্গ কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

বিঃ প্রকৌঃ ল্যান্ড/উপঃ সহঃ প্রকৌঃ, ল্যান্ড
মর্ডেয়ার, ল্যান্ড/উঃ সহঃ
ম্যাক্সিমিনি / প্রতিবেদন দিন।
বিঃ প্রকৌঃ, ল্যান্ড

৬/১৩/১৮

ফাইল
৬/১৩/১৮

ডায়েরী নং ২৮৩০ তারিখ ৩০/৫/১৮

নং প্রঃ ল্যান্ড রেং, সহঃ প্রঃ এমআইএস

তঃ প্রঃ এমআইএস

এম এম ডিবি
তারিখঃ ২৬/৫/১৮
নিঃ আইন কর্মকর্তা/অসঃ ইঞ্জিনিয়ারিং/এন্ড সিস্টেম অফিসার
পরিঃ নিঃ ও বিঃ/বিঃ সিঃ এনালিস্ট

অপর পৃষ্ঠায় লিখ্য

২৬/৫/১৮

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভরিষাতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ নাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তর বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ বছর শর্তের কোনো বাধাবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা তাটাবেইজে বিষয়াট অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতনসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিবি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব মোঃ রেজাউল করিম, প্রোপাইটর, মেসার্স রেজা সিএনজি এন্ড ফিলিং স্টেশন)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৩৯.১৮-১৬৫/১(৭)

তারিখ: ২২ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

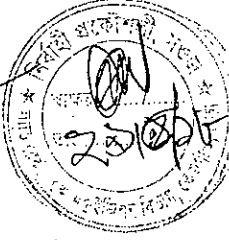
অনুলিপি: সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল:

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ সড়ক সার্কেল, ময়মনসিংহ
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
০৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগ, ময়মনসিংহ
০৬. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৭. জনাব মোঃ রেজাউল করিম, প্রোপাইটর, মেসার্স রেজা সিএনজি এন্ড ফিলিং স্টেশন, দিগারকান্দা, আমলীতলা, সদর, ময়মনসিংহ

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব

৬৬

২২০৬
০০/০৪/০৮
২



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোন নং-৮৮৭৯৩৩০২, ফ্যাক্স-৮৮৭৯৩৩৭৫
ই-মেইল- semis@rhd.rhd.gov.bd.

স্মারক নং- এল, আর-রাজ-৩৯০/১৭(১৪) ০০৬/১(৪) MIS

তারিখ: ২৪/০৮/০৮

বিষয়: নওগাঁ সড়ক বিভাগাধীন রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া সড়কের ৪৯তম কিলোমিটারে অবস্থিত কামারকুড়ি মৌজায় জে, এল, নং- ২৯১, সি এস খতিয়ান নং-১৩৩, সিএস দাগ নং- ১৪ হতে ১০.৭৪ শতাংশ সওজ ভূমি আবাসিক প্রবেশপথ হিসাবে ইজারা অনুমোদন প্রসঙ্গে।
(আবেদনকারী: মোহাম্মদ নাহিদ আখতার নূরী, স্বামী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, মাতা-মৃতঃ খাদিজা বেগম, গ্রাম-কয়াপাড়া, ডাকঘর-প্রসাদপুর, উপজেলা-মান্দা, জেলা-নওগাঁ)।

সূত্র: অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন, রাজশাহীর স্মারক নং-জি-১৯৯/৯৭০(৬) তাং- ২৫/০৪/২০১৮ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্র স্মারকের প্রেক্ষিতে সম্মানের সহিত জানানো যাচ্ছে যে, তাঁর সুপারিশের প্রেক্ষিতে সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-১২ এর আলোকে নওগাঁ সড়ক বিভাগাধীন রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া সড়কের ৪৯তম কিলোমিটারে অবস্থিত কামারকুড়ি মৌজায় জে, এল, নং- ২৯১, সি এস খতিয়ান নং-১৩৩, সিএস দাগ নং- ১৪ হতে ১০.৭৪ শতাংশ সওজ ভূমি সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে মোহাম্মদ নাহিদ আখতার নূরী এর অনুকূলে ১০(দশ) বছর মেয়াদে আবাসিক প্রবেশ পথ হিসাবে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, বেং সঃ নং- ১৫৭৭ প্রঃ প্রঃ তাং- ২১/০৫/২০১৮ইং মূলে ২৭,৩২৩ (সাতাশ হাজার তিনশত তেইশ) টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান এবং নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ইজারা অনুমোদন করেন।

শর্ত সমূহ:

- এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।
- ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের ইজারা ফি এবং ভ্যাট ও আয়কর সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, বরাবরে জমা করতে হবে।
- আবাসিক প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ১২(বার) ফুট। তবে প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১ঃ২ অতিক্রম করা যাবে।
প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না এবং সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে।
ইজারাকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে পাইপ কালভার্ট/ বক্স কালভার্ট/ ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে যা সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না এবং ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং সকল ফি সমূহ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না।
- ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/ অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না এবং কোন প্রকার ব্যবসা শুরুর চালনা করা যাবে না এবং বিল বোর্ড/ সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না।
- ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি সমূহ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহণ করবেন যে, "মহাসড়ক সংস্কার মেয়ামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন।
- উপর্যুক্ত শর্ত সমূহের কোন একটি শর্ত লঙ্ঘিত হলে এ অনুমতি/ বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।
- এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি চুক্তি সম্পাদনের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

২০১৮
০০/০৪/০৮

সওজ নিঃ প্রকৌঃ স্মারক/ উপঃ সহঃ প্রকৌঃ, স্মারক
সড়ক/র, স্মারক/ উপঃ সহঃ
ব্যবস্থা নিন / প্রতিবেদন দিন।
০০/০৪/১৮
নিঃ প্রকৌঃ, স্মারক

২৪/০৮/০৮
(রোশনি-এ-ফাতিমা)
পরিচিতি নং-০০০৩৯০
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (সঃ দাঃ), সওজ,
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

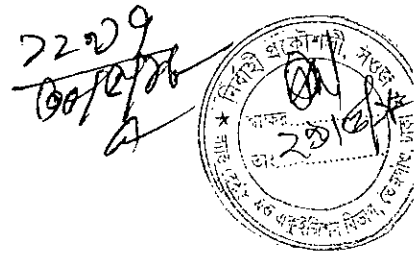
বরাবর
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ,
রাজশাহী জোন, রাজশাহী।

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে:

- প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁর ডায়েরী নং- ১৫৭৭ প্রঃ প্রঃ তাং- ২১/০৫/২০১৮ইং এর প্রেক্ষিতে।
- অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ময়ামতলা সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, স্মারক রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- মোহাম্মদ নাহিদ আখতার নূরী, স্বামী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, মাতা-মৃতঃ খাদিজা বেগম, গ্রাম-কয়াপাড়া, ডাকঘর-প্রসাদপুর, উপজেলা-মান্দা, জেলা-নওগাঁ।

৬২

গণপ্রতান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সওজ এর কার্যালয়
এম.আই.এস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোনঃ ৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্সঃ ৮৮৭৯৩৭৫।
ই-মেইলঃ semis@rhd.gov.bd



স্মারক নং- ৩৫০/৪(৪) MTS

তারিখঃ ২৬/০৯/২৬

বিষয়ঃ ভূমি নীতিমালা ২০১৫ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার অনুযায়ী রংপুর সড়ক বিভাগের অধীন রংপুর-বড়বাড়ি-কুড়িগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটারে অবস্থিত নিজস্ব বাড়িতে যাতায়াতের জন্য আবাসিক প্রবেশপথের সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও ব্যবহারের নিমিত্তে সওজ এর ০.০৬২৪ একর ভূমি ইজারা প্রদানের অনুমতি প্রসঙ্গে।

আবেদনকারীঃ মোছাঃ রেজিয়া খাতুন, স্বামী মোঃ আব্দুল কাফি, থানা-কাউনিয়া, জেলা-রংপুর।

সূত্রঃ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রংপুর জোন, রংপুর এর স্মারক নং- ৭৬(৩)-আরজেড তারিখঃ ০৩/০১/২০১৮ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে সম্মানের সহিত জানানো যাচ্ছে যে, তাঁর সুপারিশের প্রেক্ষিতে সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-১২ এর আলোকে রংপুর সড়ক বিভাগের অধীন রংপুর-বড়বাড়ি-কুড়িগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটারে অবস্থিত সাহাবাজ মৌজার জে.এল নং-৫৬, সি.এস খতিয়ান নং-১১৫, ডিপি নং-৩৪২, জমির শ্রেণী দলা, সি.এস দাগ নং-৫২৯ ও ৫২১ সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমি হতে ক্লেচ ম্যাপে প্রদর্শিত ৬.২৪ শতাংশ সওজ ভূমি সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে মোছাঃ রেজিয়া খাতুন এর অনুকূলে ১০ (দশ) বছর মেয়াদে আবাসিক প্রবেশ পথ হিসাবে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, বেঃসঃ নং-১৫৮২-প্রঃপ্রঃ তারিখঃ ২২/০৫/২০১৮ ইং মূলে ২,৩২,৪২৮/৮ (দুই লক্ষ বত্রিশ হাজার চার শত আঠাশ টাকা) সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান এবং নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ইজারা অনুমোদন করনে।

শর্ত সমূহঃ

- ১। এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।
- ২। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের ইজারা ফি এবং ভ্যাট ও আয়কর সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, বরাবরে জমা করতে হবে।
- ৩। আবাসিক প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ১২(বার) ফুট। তবে প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না।
- ৪। প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না এবং সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে।
- ৫। ইজারাকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে পাইপ কালভার্ট/ বক্স কালভার্ট/ ক্রস ডেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে যা সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ৬। ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না এবং ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহন করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং সকল ফি সমূহ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না।
- ৭। ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/ অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না এবং কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিল বোর্ড/ সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না।
- ৮। ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহন করা যাবে না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি সমূহ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।

উপঃ বিঃ প্রকৌশলী/ উপঃ সহঃ প্রকৌঃ, ল্যান্ড মার্ভারিং, ল্যান্ড ইন্সঃ সহঃ ব্যবস্থা: দিন।/ প্রতিবেদন দিন।
১/১১/২৬/২৬
নিঃ প্রকৌঃ, ল্যান্ড

১/১১/২৬

- ৯। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহন করবেন যে, “মহাসড়ক সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা আদালতের আশ্রয় গ্রহন করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন।
- ১০। উপরোক্ত শর্ত সমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/ বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ১১। এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

Roshini
২৮/০১/১৮

(রোশনি-এ-ফাতিমা)

পরিচিতি নং-০০০৩৯০

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ (চঃদাঃ)

এম.আই.এস এন্ড এস্টেটস সার্কেল

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
রংপুর জোন, রংপুর।

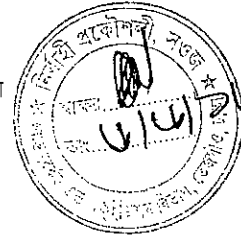
অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁর ডায়রী নং-১৫৮২-প্রঃপ্রঃ তারিখঃ ২২/০৫/২০১৮ ইং এর অনুমোদনক্রমে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। মোছাঃ রেজিয়া খাতুন, স্বামী মোঃ আব্দুল কাফি, থানা-কাউনিয়া, জেলা-রংপুর।

৩০

উপঃ নিঃ প্রকৌঃ ন্যাভ/ উপঃ সহঃ প্রকৌঃ, ন্যাভ
সার্ভেয়ার, ন্যাভ/ উচ্চঃ সহঃ
ব্যবস্থা নিঃ/ প্রতিবেদন দিন।
১৫/০৬/১৮
নিঃ প্রকৌঃ, ন্যাভ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (সওজ)-এর কার্যালয়
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোনঃ ৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্সঃ ৮৮৭৯৩৭৫।
ই-মেইলঃ semis@rhd.gov.bd



তারিখঃ- ১/০৬/১৮

স্মারক নং- এল.স্মার.ঢাকা-৩৯০/১৮(১৯) ১৫০/৩(০)MIS

বিষয়ঃ গাজীপুর সড়ক বিভাগাবীন মাওনা-ফুলবাড়ীয়া-কালিয়াকৈর-খামরাই সড়কের ৩১তম (অংশ) কিঃমিঃ এ সড়কের ডান পার্শ্ব সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ অনুযায়ী আবাসিক প্রবেশ পথ হিঁদাবে ভূমি ব্যবহারের আবেদন প্রসঙ্গে।

(আবেদনকারীঃ জনাব দীলিপ কুমার পাল, পিতাঃ মৃত-গোবিন্দ চন্দ্র পাল, গ্রাম-শিমুলতলী, কালিয়াকৈর, গাজীপুর)।

সূত্রঃ তাহার স্মারক নং- এস্টেট এন্ড ল-০৪৮/১৬-১৮০৯-ডিজেন্ড তাং-০৩/০৪/২০১৮ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্র স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গাজীপুর সড়ক বিভাগাবীন মাওনা-ফুলবাড়ীয়া-কালিয়াকৈর-খামরাই সড়কের ৩১তম (অংশ) কিঃমিঃ এ নিজস্ব ব্যক্তিতে যাতায়াতের জন্য শিমুলতলী মৌজায় জে.এল নং-১৪১, আর.এস খতিয়ান নং- ৮৩, আর.এস নং-৫১(অংশ) ও ৫৪(অংশ) এ নিম্নলিখিত শর্তে ০১(এক)টি আবাসিক প্রবেশপথ নির্মাণের জন্য ৭.৭৮ শতাংশ সওজ ভূমি, বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে, ৩,৭৩,৪৪০.০০ (তিন লক্ষ তিয়াত্তর হাজার চারশত চল্লিশ) টাকা ইজারা ফি পরিশোধ সাপেক্ষে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অবিদগুর এর অনুমোদনক্রমে অস্থায়ী ভিত্তিতে ইজারা প্রদান করা হলো।

শর্তসমূহঃ


- ১। এ অনুমতি ১০(দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে এবং ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে অনুমোদিত ৩,৭৩,৪৪০.০০ (তিন লক্ষ তিয়াত্তর হাজার চারশত চল্লিশ) টাকা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবর জমা প্রদান করতে হবে।
- ২। প্রস্তাবিত আবাসিক সড়কটি ৭.৭৮ শতাংশ বা ০.০৭৭৮ একর এবং বিষয়টি সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ৩। আবাসিক প্রবেশপথটি সংযুক্ত নক্সা/ড্রইং অনুযায়ী স্থানীয় সওজ কর্মকর্তাগণের পরামর্শে অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক ১ঃ২ চালে নির্মাণ করতে হবে।
- ৪। প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না।
- ৫। ইজারাকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের নক্সা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে বস্ত্র কালভটি নির্মাণ করতে হবে; যা সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ৬। ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি কোন ভাবেই ব্যবহার করা যাবে না এবং ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না; করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৭। ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো/বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন নির্মাণ করা যাবে না এবং কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না।
- ৮। ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।
- ৯। চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ভবিষ্যতে সড়ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না এবং আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না।

সড়ক ও জনপথ অবিদগুর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি যাকরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহণ করবেন যে, "মহাসড়ক সংস্কার মোরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন।

SAE/Surveysor
১/৬/১৮

- ১১। উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সকল বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়াছবি চুক্তি সম্পাদনের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।


১/১৬/১৯
(রোশান-এ-খাতিমা)

পরিচিতি নং-০০০৩৯০

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (চঃ দাঃ) সওজ
এমআইএস এন্ড এস্টেটস মার্কেস
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।



বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ,
ঢাকা জোন, ঢাকা।

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁর ডাইরী নং-১৫৯৬প্রঃপ্রঃ তাং-২৩/৫/২০১৮ইং এর প্রেক্ষিতে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ।
- ৫। জনাব সীমিৎ কুমার পাল, পিতাঃ মৃত-গোবিন্দ চন্দ্র পাল, গ্রাম-১২৪/১২৯নং, হাজারী লেইন, ডাকাঘড়-জিপিও-৪০০০, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম।

২১



উপসচিব মহা
প্রকৌশলীর (সওজ) দপ্তর
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
ডাক. উত্তরপাড়া, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

০১: প্র: প্র: MSW/ঢাকা জোয়ার

২০.২৫/৬
০৬/০৬/২০১৮

প্রকৌশলী
৫ জুন ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ অবধি

তারিখ: ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৪০.১৮-১৮৫

বিষয়: বনানী-টঙ্গী-জয়দেবপুর সড়কের ৪র্থ কিলোমিটারে (খিলক্ষেত বাইপাস সড়কের ১ম কিলোমিটারে চেইনেজ ১+৩০০ মিটার) জোয়ার সাহারা মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে নির্মিত নাসির গ্রাসওয়্যার এন্ড টিউব ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: সওজ অবিদগুরের স্মারক নম্বর-এলআর-ঢাকা-২০৩২-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-২৩.০৫.২০১৮ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে ঢাকা সড়ক বিভাগাবীন বনানী-টঙ্গী-জয়দেবপুর সড়কের ৪র্থ কিলোমিটারে (খিলক্ষেত বাইপাস সড়কের ১ম কিলোমিটারে চেইনেজ ১+৩০০ মিটার) জোয়ার সাহারা মৌজার জেএল নম্বর-২৭১, সিএস/আরএস দাগ নম্বর-২০১১ এর সওজ মালিকানাধীন ০.২২ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত নাসির গ্রাসওয়্যার এন্ড টিউব ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের ১টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী দার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ১৯,৭০,৫৩৫.৬০ (উনিশ লক্ষ সত্তর হাজার পাঁচশত পঁয়ত্রিশ টাকা ষাট পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব নাসির উদ্দিন বিশ্বাস, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নাসির গ্রাসওয়্যার এন্ড টিউব ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

শর্তসমূহ

- এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অবিদগুরের নগ্না অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সর্বকালীন ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

পঃ বিঃ প্রকৌঃ সার্ভঃ/উপঃ সহঃ প্রকৌঃ সার্ভঃ
সার্ভেয়ার সার্ভঃ
ব্যবস্থা নিন / প্রাপ্তি পদন দিন।
নিঃ প্রকৌঃ সার্ভঃ

১৪
২২/৬/১৮

ডায়েরী নং ২০৩২ তারিখ ২২/৬/১৮

নিঃ প্রঃ এমআইএস
তঃ প্রঃ এমআইএস

এম এম ডিউই স্থাপনা নং ৩৬৬০
তারিখঃ ২০/৬/১৮
উঃ প্রঃ সওজ, প্রথাঃ ৫ নং/উঃ প্রঃ এমআইএস
নিঃ আইন কর্তৃক/আরএইচ/টি/সি/এস/ইস/অফিসার
পরিঃ নিঃ ও হিঃ/সিঃ নিঃ এমআইএস

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেসামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ ঘর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেসামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল হেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ভাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব নাসির উদ্দিন বিশ্বাস, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নাসির গ্রাসওয়ার এন্ড টিউব ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

✓ প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৪০.১৮-১৮৫/১(৭)

তারিখঃ ০৫ জুন ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

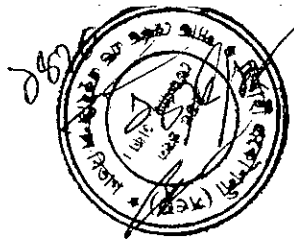
০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা সড়ক সার্কেল, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
০৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা সড়ক বিভাগ, বনানী, ঢাকা
০৬. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৭. জনাব নাসির উদ্দিন বিশ্বাস, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নাসির গ্রাসওয়ার এন্ড টিউব ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ৮৫, সোহরাওয়ার্দী এভিনিউ, বারিধারা আ/এ, ঢাকা-১২১২

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব



১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd



নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৪১.১৮-১৮৭

তারিখঃ ১০ জুন ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

বিষয়ঃ নড়াইল-কালিয়া জেলা মহাসড়কের (জেড-৭৫০২) ২৫তম কিলোমিটারে (চেইনেজ ২৪+৪৯৫) উথলী মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে প্রস্তাবিত মেসার্স কালিয়া ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এলআর-খু-৩৯০/১৮(১০)-২০৩৩ প্রঃ প্রঃ, তারিখ-২৩.০৫.২০১৮ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে নড়াইল সড়ক বিভাগাধীন নড়াইল-কালিয়া জেলা মহাসড়কের (জেড-৭৫০২) ২৫তম কিলোমিটারে (চেইনেজ ২৪+৪৯৫) উথলী মৌজার জেএল নম্বর-৩৯, এসএ খতিয়ান নম্বর-৮৫ ও ৮৬ ও এসএ ১২৮ নম্বর দাগের সওজ মালিকানাধীন ২.৪৩ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত মেসার্স কালিয়া ফিলিং স্টেশনে যানবাহন যাতায়াতের ২টি প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ১,৪২,১৫৫.০০ (এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার একশত পঞ্চাশ) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে জনাব এস.এম. আব্দুল মুকিত, প্রোপাইটর, মেসার্স কালিয়া ফিলিং স্টেশন-এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে স্বাক্ষরিত অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ

শর্তসমূহ

- এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাঁওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

উপঃ বিঃ প্রকৌঃ স্মারক/ইপঃ নম্বর/সংঃ নংঃ
সভারঃ নংঃ/প্রঃ নংঃ
ব্যবস্থা নিন/প্রঃ নংঃ
নিঃ প্রকৌঃ, ন্যঃ

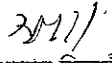
১৮/৬/১৮

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য
২০/৬/১৮

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা জাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (জনাব এস,এম আব্দুল মুকিত, প্রোপাইটর, মেসার্স কালিয়া ফিলিং স্টেশন)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

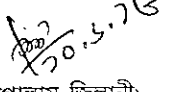
প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৪১.১৮-১৮৭/১(৭)

তারিখঃ ১০ জুন ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, খুলনা জোন, খুলনা
- ✓ ০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস্টস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, যশোর সড়ক সার্কেল, যশোর
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
০৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, নড়াইল সড়ক বিভাগ, নড়াইল
০৬. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৭. জনাব এস,এম আব্দুল মুকিত, প্রোপাইটর, মেসার্স কালিয়া ফিলিং স্টেশন, গ্রাম/রাস্তা-সিটি কলেজের পশ্চিম পাশে, ডাকঘর-নড়াইল-৭৫০০, নড়াইল পৌরসভা, নড়াইল সদর, নড়াইল


(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব



১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd



১৪/৬/১৮
২৬/৬/১৮

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৪৪.১৮-১৮৯

তারিখ: ১৯ জুন ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০৫ আষাঢ় ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

বিষয়: ঢাকা(বনানী)-জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ জাতীয় (এন-৩) মহাসড়কের ২৮তম কিলোমিটারে (ময়মনসিংহ হতে) খাগাটিপাড়া মৌজায় আকিজ ইকোনোমিক জোন লিমিটেড-এ যানবাহন যাতায়াতের ১টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-২০০৩-প্রঃ প্রঃ, তারিখ-২১.০৫.২০১৮ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা(বনানী)-জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ জাতীয় (এন-৩) মহাসড়কের ২৮তম কিলোমিটারে (ময়মনসিংহ হতে) মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্বে খাগাটিপাড়া মৌজার জেএল নম্বর-১০২, সিএস দাগ নম্বর-৫৯০২ এবং বিআরএস খতিয়ান নম্বর-৪, বিআরএস ১৭০১৩ ও ১৭০১৪ নম্বর দাগের সওজ মালিকানাধীন ১১.৬৮ শতাংশ ভূমি প্রস্তাবিত আকিজ ইকোনোমিক জোন লিমিটেড-এ যানবাহন যাতায়াতের ১টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথ নির্মাণের নিমিত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট ৩,৬৭,৭৫১.৮১ (তিন লক্ষ সাতষট্টি হাজার সাতশত একাল্ল টাকা একাশি পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে শেখ বশির উদ্দিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আকিজ ইকোনোমিক জোন লিমিটেড-এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারার অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে;

শর্তসমূহ

- ১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২) ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
- ৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
- ৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
- ৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বস্তু কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
- ৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
- ৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

উপঃ বিঃ প্রকৌঃ ল্যান্ড/উপঃ মহঃ প্রকৌঃ ল্যান্ড
সার্ভেয়ার, ল্যান্ড/উচ্চঃ মহঃ

ব্যবস্থা নিন/প্রতিবেদন দিন
www.rthd.gov.bd

ডায়েরী নং ৩০২৪ তারিখ ২০/৬/১৮ অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য
নিঃ প্রঃ ল্যান্ড/সহঃ প্রঃ এমআইএস

২০/৬/১৮
www.rthd.gov.bd

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

- ১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;
- ১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৬) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে; *
- ২০) বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
- ২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (শেখ বশির উদ্দিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আকিজ ইকোনোমিক জোন লিমিটেড)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

M/1

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestac@rthd.gov.bd

প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৪৪.১৮-১৮৯/১(৭)

তারিখঃ ১৯ জুন ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০৫ আষাঢ় ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ
- ✓ ০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এন্ট্রিস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ সড়ক সার্কেল, ময়মনসিংহ
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
০৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগ, ময়মনসিংহ
০৬. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৭. শেখ বশির উদ্দিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আকিজ ইকোনোমিক জোন লিমিটেড, আকিজ হাউজ-১৯৮, বীরউত্তম, মীরশওকত সড়ক, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৯১

M/1
(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব

৯৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভরন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোন নং-৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্স-৮৮৭৯৩৭৫
ই-মেইল-semis@rhd.rhd.gov.bd



স্মারক নং- এল, আর-রাজ-৩৯০/১৮(০৩) ৯৬৭/০(৪) MIS

তারিখঃ ৩/৬/১৬

বিষয় : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ অনুযায়ী নওগাঁ সড়ক বিভাগাধীন রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া সড়কের ৪৯তম কিলোমিটারে অবস্থিত কামারকুড়ি মৌজায় জে, এল, নং- ২৯১, সি, এস খতিয়ান নং-১৩৩, সি, এস দাগ নং- ১৪, এ আবাসিক প্রবেশপথের জন্য ০.১০৭৪ একর ভূমি ব্যবহারের আবেদন প্রসঙ্গে।
(আবেদনকারী : মোঃ আল ফারুক, পিতা-মৃত : ওবায়দুল্লাহ বিশ্বাস, মাতা-মৃতঃ সুরাইয়া বেগম, গ্রাম কয়াপাড়া, ডাকঘর-প্রসাদপুর, উপজেলা-মান্দা, জেলা- নওগাঁ)।

সূত্র : অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন, রাজশাহীর স্মারক নং-জি-১৯৯/৯৬৯ (৬) তাং-২৫/০৪/২০১৮ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্র স্মারকের প্রেক্ষিতে সম্মানের সহিত জানানো যাচ্ছে যে, তাঁর সুপারিশের প্রেক্ষিতে সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে নওগাঁ সড়ক বিভাগাধীন রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া সড়কের ৪৯তম কিলোমিটারে অবস্থিত কামারকুড়ি মৌজায় জে, এল, নং- ২৯১, সি, এস খতিয়ান নং-১৩৩, সি, এস ১৪, নং দাগে ০.১০৭৪ একর বা ১০.৭৪ শতাংশ সওজ ভূমি আবাসিক প্রবেশপথ নির্মানের জন্য মোঃ আল ফারুক, এর অনুকূলে ১০(দশ) বছর মেয়াদে ধার্যকৃত সর্বমোট ২৭৩২৩ (সাতাশ হাজার তিনশত তেইশ) টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে এবং নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, বেং সঃ নং- ১৫৯৩ প্রঃ প্রঃ তাং- ২৩/০৫/২০১৮ইং মূলে ইজারা অনুমোদন করেন।

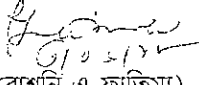
শর্ত সমূহ :

- ১। এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।
- ২। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের ইজারা ফি এবং ভ্যাট ও আয়কর সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, বরাবরে জমা করতে হবে।
- ৩। আবাসিক প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ১২(বার) ফুট। তবে প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১ঃ২ অতিক্রম করা যাবে না।
- ৪। প্রবেশপথ/ সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না এবং সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে।
- ৫। ইজারাকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নজর অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে পাইপ কালভার্ট/ বক্স কালভার্ট/ ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে যা সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন।
- ৬। ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না এবং ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহন করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং সকল ফি সমূহ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না।
- ৭। ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ধরনের স্থায়ী/ অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না এবং কোন প্রকার ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিল বোর্ড/ সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না।
- ৮। ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহন করা যাবে না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি সমূহ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।
- ৯। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উন্নয়ন কাজের স্বার্থে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারার অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা Affidavit গ্রহন করবেন যে, "মহাসড়ক সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা আদালতের আশ্রয় গ্রহন করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন।
- ১০। উপরোক্ত শর্ত সমূহের কোন একটি শর্ত লঙ্ঘিত হলে এ অনুমতি/ বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ১১। এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।

SAE/SURVEYOR
৩/৬/১৬

উপরি প্রকৌঃ ল্যাভ/ উপঃ সহঃ প্রকৌঃ ল্যাভ
সার্ভেয়ার, ল্যাভ/ উচ্চঃ সহঃ
ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রক/ প্রতিবেদন দিন।
৩/৬/১৬
নিঃ প্রকৌঃ ল্যাভ

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি চুক্তি সম্পাদনের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।


(রোশনি-এ-ফাতিমা)

পরিচিতি নং-০০০৩৯০

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (চঃ দাঃ), সওজ,
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ,
রাজশাহী জোন, রাজশাহী।

অনুলিপি : সদর ডায়াকার্থে :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁর ডাইরী নং- ১৫৯৩ প্রঃ প্রঃ তাং- ২৩/০৫/২০১৮ইং এর প্রেক্ষিতে।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। মোঃ আল ফারুক, পিতা-মৃত : ওবায়দুল্লাহ বিশ্বাস, মাতা-মৃত : সুরাইয়া বেগম, গ্রাম কয়াপাড়া, ডাকঘর-প্রসাদপুর, উপজেলা-মান্দা, জেলা-নওগাঁ